লালগোলা-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

বলরাম কবিশেখর-বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, এম এ

মহামহোপাধ্যায় ডকটর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
এম এ, ডি লিট্, সি আই ঈ মহোদয়-লিখিত মুখবন্ধ-সম্বলিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৭৯

বলরাম কবিশেখর-বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, এম এ

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এম এ, ডি লিট্, সি আই ই মহোদয়-লিখিত মুখবন্ধ-সম্বলিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

সূচীপত্র

জাগরণ সমাপ্ত

মুখবন্ধ

লোকে বলে বিদ্যাসুন্দর বররুচির লেখা। কোন্ বররুচি তার ঠিকানা নাই। কাত্যায়ন বররুচির লেখা?—না, 'বাররুচং কাব্যং' যাঁর, সেই বররুচির লেখা?—না, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের বররুচির লেখা?—কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। অনেকে অনেক রকম পুথি পাইতেছেন, এবং অনেক রকম মত প্রকাশ করিতেছেন।

বিদ্যাসুন্দরের গোড়া কিন্তু গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনে—ইংরেজী ১১ শতকে। সেখানে বিল্হণ নামে একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত রাজার মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেন; ক্রমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও কিছু সঞ্চার হয়। রাজা টের পাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার আদেশ করেন। সেই সময় তিনি ৫০টী কবিতা রচনা করেন। সেই ৫০টী কবিতার নাম চৌরপঞ্চাশিকা। রাজা তাঁহার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন ও তাঁহাদের দুই জনকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেন। তিনি কল্যাণী নগরে গিয়া চালুক্যবংশের রাজকবি হন, এবং অনেক কাব্য রচনা করেন। রাজা যদি তাঁহাকে মেয়ের শিক্ষকই নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে চোর বলিলেন কেন, বুঝা যায় না।

এই গল্পটী বাঙ্গালাদেশে খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ছড়াইয়া পড়িলে কি হয়, ইহা আর আদিরসের গল্প নাই, ইহা কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার কবিরা প্রথমেই স্বর্গের একটা বর্ণনা করেন। সেইখানে কোন-না-কোন দেবতা আপনার পূজা প্রচারের জন্য বড় ব্যস্ত হন; এত ব্যস্ত হন, যে সময় সময় দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা কোন-না-কোন দেবযোনিকে শাপভ্রষ্ট করিয়া মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া দেন; তাঁহারা দেবতার পূজা প্রচার করিয়া আবার স্বর্গে ফিরিয়া যান। মর্ত্ত্যে তাঁহাদের যখন কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাঁহারা দেবতাদের স্মরণ করেন, আর দেবতারা আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া দেন।

গল্পের ভিতর গল্প—ভারতবর্ষের এক নূতন ব্যাপার; ঠিক যেন চীনে বাক্স—একটার ভিতর একটা, তার ভিতর একটা। আমাদের পঞ্চতন্ত্র তাই, হিতোপদেশ তাই, বৃহৎকথা তাই, কথাসরিৎসাগর তাই, মহাভারত তাই, পুরাণগুলিও তাই। বাঙ্গালায় আসিয়া বিদ্যাসুন্দরও তাই হইয়া পড়িয়াছে। উপরের বাক্স কালিকামঙ্গল, ভিতরের গল্প বিদ্যাসুন্দর।

বেলঘরের কাছে নিমতা নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে আড়াই শ' বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণরাম বলিয়া এক কায়স্থ বাস করিতেন। আর সেই সময় নিমতার এক ঘর ব্রাহ্মণ আরঙ্গজীবের দরবারে ক্রোড়ী হইয়া খাসপর পরগণায় বেহালায় গিয়া বাস করেন। কৃষ্ণরাম একদিন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হন। সেকালে গোয়াল অতি অতি পবিত্র জায়গা ছিল। অতিথিসৎকারটা প্রায় গোয়ালেই হইত। গোয়ালে কৃষ্ণরাম ঘুমাইতেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, বাঘের দেবতা দক্ষিণরায় আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—"তুই আমার মঙ্গল রচনা কর। মাধবাচার্য্যের মঙ্গল আছে বটে, কিন্তু সে ইতি উতি করিয়া সারিয়া দিয়াছে, আসল কথা বলে নাই। তুই আমার আসল মাহাত্ম্য বর্ণন কর।" সে বলিল—"আমি লেখা পড়া জানি না, আমি কি করিয়া লিখিব?" দক্ষিণরায় বলিলেন,—"আমি তোর কলমে বসিব, বসে যা লিখিয়ে দেব, তাই লিখবি। যদি লিখিস্ তোর ভাল কর্‌ব আর যদি না লিখিস্, এখনি বাঘ ডাকিয়ে তোকে খাইয়ে দেব।" কৃষ্ণরাম বেচারা কি করে, কাজে কাজে রাজী হতে হল। রায়মঙ্গল বইখানাও বেশ জমে গেল। তখন কৃষ্ণরামের বুকও বলিয়া গেল। তিনি এবার বড় দেবতার মঙ্গল লিখিতে বসিলেন; কালিকামঙ্গল লিখিলেন। কালিকামঙ্গলের ভিতর পিঠে·বিদ্যাসুন্দর। আমাদের একখানা কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের পুথি আছে। ইংরাজী ১৭৫৩ সালে আত্মারাম ঘোষ (সাং কলিকাতা, সুতানুটী,

চড়কডাঙ্গার পশ্চিম) পুথিখানি নকল করেন। যিনি নকল করেন, তিনি একজোড়া কাপড় ও দুটী টাকা দক্ষিণা পান।

আবার ঐ সালেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ লিখিয়া মহারাজকে উপহার দিলেন। মহারাজা তখন দাওয়ানজী মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে বিষয়কর্ম্মের আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি পুথিখানি লইয়া তাকিয়ার উপর রাখিয়া দিলেন; পুথিখানির এক দিক্ উচু, এক দিক্ নীচু হইয়া রহিল। ভারতচন্দ্র রাজাকে বলিলেন,—"মহারাজ, ও কি করিলেন? ওরূপ ভাবে রাখিলে রস যে গড়াইয়া যাইবে।" পুথিখানি পড়িয়া পরদিন রায়গুণাকরকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, "সত্যই হে রায়গুণাকর, তোমার পুথির রস সত্যই গড়ায়।"

এই 'রসগড়ান' বিদ্যাসুন্দর আর কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের মধ্যে ৭০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই সত্তর বৎসরের মধ্যে আবার আর একখানি বিদ্যাসুন্দর লেখা হয়। যে রামপ্রসাদ সেনের শ্যামাবিষয়ক গানে বাঙ্গালা আজও মুগ্ধ, সেই রামপ্রসাদ সেন সখ করিয়া আপনার অভীষ্ট দেবতার মঙ্গল লেখেন। ইহাতে ভক্তিরসও আছে, আদিরসও আছে। তাঁহার বাড়ী ছিল, হালিসহরে কালিকাতলার বাজারে। সেখানে এক পঞ্চমুণ্ডী করিয়া তিনি সাধনা করিতেন। সেই পঞ্চমুণ্ডীতে ৩০।৪০ বৎসর আগে রামপ্রসাদের নামে একটা মেলা বসাবার চেষ্টা হয়, কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা কালীপূজার দিনে।

রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরামের মধ্যে আর একজন কালিকামঙ্গল নাম দিয়া যে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, এ কথা আমরা জানিতাম না। শ্রীমান্ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথির মধ্যে এই পুথিখানা পান। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তাদের অনুরোধে তিনি এই পুথিখানা ছাপাইয়াছেন। পুথিখানার ভাষা বেশ চোস্ত এবং দুরস্ত। নিতান্ত নীরসও নয়, রস গড়ায়ও না। চিন্তাহরণবাবু কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মিলাইয়া যেখানে যেখানে ঐ সকল পুথি হইতে ইহা তফাৎ, তাহা সব তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, অথচ পাদটীকার বিশেষ ঘটাও নাই। গ্রন্থকারের উপাধি কবিশেখর, তাঁহার নাম বলরাম চক্রবর্ত্তী, তাঁহার পিতামহের নাম চৈতন্য। পিতার নাম দেবীদাস, মাতার নাম কাঞ্চনী। তিনি যে একজন ভাল লিখিয়ে ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অশ্লীলতার অংশ প্রায়ই নাই, যদি বা আছে, বেশ ভদ্রয়ানাভাবে লেখা আছে। বইখানি সুপাঠ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছেলেপুলে লইয়া একত্রে পড়া যায়। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে বই লেখা অর্থাৎ কালিকার পূজা-প্রচার, সেটা একরকম ভালই হয়। চিন্তাহরণবাবু এই বইখানি ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকামঙ্গল' নাম দিয়া ১৩৩৬ সালে একটী প্রবন্ধ লেখেন। এই কালিকামঙ্গলের ভূমিকায়ও তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই দুই জায়গায় এ কালিকামঙ্গল সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার, সব তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। তবুও কেন যে তিনি আমাকে ইহার এক মুখবন্ধ লিখিতে বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমি দুই ছত্র লিখিয়া দিলাম। তাঁহার বইখানি লোকে আদর করিলে আমি কৃতার্থ হইব এবং বইখানিকে ভাল করিয়া সম্পাদন করিবার জন্য তিনি যে আন্তরিক পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাও সফল হইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভূমিকা

ভারতীয় কথা-সাহিত্য—মঙ্গলকাব্য—কালিকামঙ্গল

ভারতের কথা-সাহিত্য অতি বিস্তৃত ও প্রাচীন। বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতক এবং হিন্দু ও জৈন পুরাণগুলি এইরূপ উপাখ্যানের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে উদয়ন ও বাসবদত্তার উপাখ্যান প্রাচীন ভারতের কাব্য-সাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কালিদাসের সময়ে গ্রামবৃদ্ধেরা পর্যন্ত এই উদয়নের গল্প আলোচনায় মুগ্ধ ও ব্যস্ত থাকিতেন। তার পর প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মাণিকচন্দ্র রাজার গানগুলি এক সময়ে সমস্ত ভারতের জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত করিত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যও কথা-সাহিত্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যে বর্ণিত নানা দেবদেবীর পূজাপ্রচারের কাহিনীর মধ্য দিয়া এই কথা-সাহিত্য মধ্যযুগে এক সঙ্গে বাঙ্গালীর তৃপ্তিসাধন ও ধর্ম্মোন্নতি-বিধান করিত। বেহুলা, ফুল্লরা, শ্রীমন্ত, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির মনোহর উপাখ্যান প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত ছিল। এই সকল উপাখ্যানের সহিত বাঙ্গালীর ধর্ম্মের—বিশেষ করিয়া লৌকিক ধর্ম্মের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত।

নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিভিন্ন পৌরাণিক ও অপৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যের দিক্ দিয়া অপৌরাণিক উপাখ্যানগুলিই পৌরাণিক উপাখ্যানের তুলনায় উৎকৃষ্টতর। বোধ হয়, সেই জন্য পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সমস্ত দেবতা সম্বন্ধেই পৌরাণিক উপাখ্যান পাওয়া যায় না। আবার শিব ও শক্তি বা কালী প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধে দুই প্রকারের উপাখ্যানই পরিচিত। শক্তির মাহাত্ম্য বিষয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলি দেবীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে বর্ণিত মধুকৈটভবধ, রক্তবীজবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ প্রভৃতি কাহিনী এই গ্রন্থগুলির প্রধান উপজীব্য বিষয়। এই নামের কোন কোন কাব্যে পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে বা স্বতন্ত্রভাবে লৌকিক উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। কালিকামঙ্গল কাব্যের মধ্যে গোবিন্দদাসের ও মধুসূদন কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলে[১] পৌরাণিক ও লৌকিক দুই রকম উপাখ্যানই পাওয়া যায়।

বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমের কাহিনীই সাধারণতঃ কালিকামঙ্গলে বর্ণিত লৌকিক কাহিনী। তবে অন্য কাহিনীও যে কালীর মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে কোন কোন কালিকামঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত না হইয়াছে, এমন নহে। বিক্রমাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে শিবরাম ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত একখানি কালিকামঙ্গল কাব্যের পরিচয় কিছু দিন হইল, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। (৪৯।১৩৮-৪৩)

১। কবীন্দ্র-রচিত কালিকামঙ্গলে (পরিষৎপুথি ২২৬৪) কালীর ভক্ত কংসমল্লের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কংসমল্ল পাতালে যমঘণ্ট নাগরাজের সহিত যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া দেবীকে স্মরণ করিলে দেবী—মৃত সৈন্য হাতী ঘোড়া প্রভৃতি জীবিত করিয়া দেন।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের প্রাচীনতা ও বিস্তার

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কত প্রাচীন, তাহা বলিতে পারা যায় না। সংস্কৃত ভাষায়ও এই উপাখ্যান নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত হইলেই যে প্রাচীন হইবে, এরূপ বলা যায় না। তবে বিভিন্ন ভাষায় প্রাপ্ত এই উপাখ্যানবিষয়ক গ্রন্থগুলি ইহার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই।

সংস্কৃতে বিদ্যাসুন্দর

ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার প্রাচীনতা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে'।[১] বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বররুচি কর্ত্তৃক সংস্কৃতে প্রথম রচিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। স্বর্গত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১২৭৯ সাল) রামদাস সেন মহাশয় বররুচির সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে (৪৭৩ পৃঃ) 'কলিকাতা প্রাকৃতিক যন্ত্র' হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত ব্যাখ্যা-সহিত বররুচি-কৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি বররুচি-কৃত গ্রন্থের এক পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে পুথির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ও বিদ্যাসুন্দর-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে ইহার স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল[২]। ইহার কতকগুলি শ্লোক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়-সংগৃহীত কাব্যসংগ্রহে প্রকাশিত খণ্ডিত বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দরের এই খণ্ডিত উপাখ্যান মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে সুন্দর কর্ত্তৃক বিদ্যার অনুরোধ, উপভোগ ও সুন্দরের দণ্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মাত্র ৫৪টী শ্লোক আছে।

চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যের টীকাকার রাম তর্কবাগীশ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁহার টীকার প্রারম্ভে এবং অবসানে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।[৩] তর্কবাগীশের মতে চৌরপঞ্চাশিকার কবি বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের নায়ক সুন্দর। রাম তর্কবাগীশ-বর্ণিত উপাখ্যান এইরূপ—রাঢ়ার অন্তর্গত চৌরপল্লী নামক স্থানের রাজা গুণসাগরের পুত্র সুন্দর লোকমুখে নৃপ বীরসিংহের কন্যা বিদ্যার রূপলাবণ্য ও 'বেদদাক্ষ্যের' কথা শুনিয়া গোপনে বিদ্যার গৃহে বিদ্যার সহিত মিলিত হইল। ক্রমে বিদ্যা গর্ভবতী হইল। (রাজা সংবাদ শুনিয়া সুন্দরকে ধরাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। সুন্দর তখন চৌরপঞ্চাশিকার পঞ্চাশটী শ্লোকের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবী কালিকার স্তুতি করেন।[৪]) সেই স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী রাজার জিহ্বায় আশ্রয় করিলেন। রাজা বলিয়া ফেলিলেন—'ইনি বিদ্যার পতি।' সুন্দর তখন বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন—'রাজন্, তুমি তোমার কথা রক্ষা করিয়া ধর্ম্মভাজন হও।' ফলে, বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিবাহ হইল।

১। History of Bengali Language and Literature, পৃঃ ৬৫৪। তবে বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম মেসিন প্রেস হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থের সংস্করণে এই উপাখ্যানটী পাওয়া যায় না।

২। The Long-lost Sanskrit Vidyasundar—Proceedings of the Second Oriental Conference, পৃঃ ২১৫-২২০।

৩। Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library, London—Vol. vii, No. 4011. অভিরামের পুত্র নন্দরামের আদেশে রাধাকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধমানে বসিয়া রচিত টীকায়ও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায় (Descr. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng.—৭।৫১২০-১)। রাধাকৃষ্ণ বিদ্যার দেশের নাম উল্লেখ করেন নাই—তবে কাহারও কাহারও মতে সুন্দরের পিতার নাম লোমপাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। নায়কনায়িকার গোপনমিলনের বর্ণনাত্মক এই শ্লোকগুলির কালীস্তুতিরূপ অর্থান্তরের ইঙ্গিত ভারতচন্দ্র ও বলরামের গ্রন্থেও পাওয়া যায় (ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ২।১৩৭, ১৩৯; বলরামের কালিকামঙ্গল—পৃ. ৫২)।

ইহা ছাড়া, অন্য কোন কোন ভাষায়ও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানমূলক নূতন ও পুরাতন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,—'বহু প্রাচীন ফার্সীতে রচিত একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি। উহা ভারতচন্দ্রের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল[১]।' ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর উর্দ্দুতে অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গৌরদাস বৈরাগী মহাশয়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা ৫নং রামমোহন সাহার লেন হইতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের এক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কাশীনাথ নামে এক কবি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বঙ্গ-মৈথিল মিশ্রিত ভাষায় 'বিদ্যাবিলাপ' নামে এক নাটক লেখেন[২]। নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহা ঠিক সেই ধরণে লেখা নহে, তবে ইহাতে অঙ্কভাগ আছে। একজন পাত্র প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিচয় ও বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন, এই ধরণে পুস্তকখানি লেখা। ইহার মধ্যে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, ইহাতে বিদ্যা ও সুন্দরের গৃহে যাতায়াতের সুড়ঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থের প্রারম্ভে পূজাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চণ্ডিকা প্রবেশ করিতেছেন এবং স্পষ্টই বলিতেছেন,—

অন্য ভাষায় বিদ্যাসুন্দর

পরকট ভয় হমে পুরাওব কামে। পূজাবলি লেব মোয় জায় ওহি থানে॥—(পৃঃ ৪)

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোটাল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সুন্দর যখন বীরসিংহের সমীপে নীত হইল, তখন সে কালিকার স্তুতি আরম্ভ না করিয়া নারায়ণের নিকট এই প্রার্থনা করিল,—

লক্ষ্মীশ পন্নগকুলান্তকপৃষ্ঠচারিন্ দেবারিমর্দ্দন জনার্দ্দন বিশ্ববন্দ্য।
মামদ্য পাহি শরণাগতদীনবন্ধো দুঃখাম্বুধৌ নিপতিতং কৃপয়া সুরেশ॥—(পৃ. ৩০)

একাধিক বঙ্গীয় কবি এই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহাদের সকলগুলিই যে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট এবং জনসাধারণের পরিচিত বা সমাদৃত, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে বিভিন্ন কবির হাতে পড়িয়া এই উপাখ্যান কালক্রমে কোন অংশে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে তাহা কিরূপ—এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য এই কাব্যসমূহের সম্যক্ আলোচনার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের প্রকার অনুসরণ করিবার জন্যও এগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। বাঙ্গালায় যতগুলি বিদ্যাসুন্দরের কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত ভারতচন্দ্রের পুস্তক। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ সাদরে পঠিত হইত। অনেক স্থলে আধুনিক রুচিবিরোধী কথা থাকায় বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের আদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে ও পরেও বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে নানা কবি এই উপাখ্যান লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল কবির রচিত বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বাঙ্গালায় বিদ্যাসুন্দর

(১) **কঙ্ক**—ইনি ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে ইহার রচিত বিদ্যাসুন্দরই বাঙ্গালাভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন। ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কঙ্ক তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকাব্যের প্রারম্ভে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহাতে বেশ মনে হয় যে, তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। তিনি লিখিয়াছেন,—

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৪৭৭।

২। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী।

কলিতে গৌরাঙ্গ বন্দো কৃষ্ণ অবতার।
যাহার দর্শনে হয় পাতকী উদ্ধার॥
… … …
কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্যজনম॥

পাপী তাপী মুঞি প্রভু আমি অল্পমতি।
হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব॥[১]

কঙ্কের সময় যাহাই হোক, তাঁহার পূর্ব্বেও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি স্বয়ং গুরুর নিকট হইতে শুনিয়া উপাখ্যান লিখিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন,—'গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী।'

কঙ্কের রচিত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের সহিত অন্যের রচিত উপাখ্যানের পার্থক্য অনেক। কঙ্ক ছিলেন গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব। তিনি বিদ্যাসুন্দরের গল্পের মধ্য দিয়া বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার উপাখ্যান সত্যপীরের পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কঙ্কের উপাখ্যানের এক সংক্ষিপ্তসার আমরা প্রদান করিতেছি।[২]

পূর্ব্বদেশের রাজা মাল্যবান্ মৃগয়া করিতে বনে যাইয়া সত্যপীরের প্রসাদে একটি ছোট শিশু কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। রাজা সেই শিশুকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের জন্য তাহার নাম রাখিলেন সুন্দর। যৌবনাগমে সুন্দর লোকজন সহ একদিন মৃগয়ায় যাইয়া সত্যপীরের মায়ায় আবির্ভূত স্বর্ণমৃগের অন্বেষণ করিতে করিতে দলভ্রষ্ট হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন। সেই অবসরে তাঁহার অশ্বটী অপহৃত হয়। পরে এক পীরের উপদেশ অনুসারে তিনি চাম্পানগরের অভিমুখে যাত্রা করেন।

চাম্পানগরে অশোক গাছের তলায় সখী সহ চাম্পার রাজা ইন্দ্রসেনের কন্যা বিদ্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় ও প্রণয় ঘটে। বিদ্যার সখী চন্দ্রকলা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সুন্দর এই ভাবে নিজ পরিচয় প্রদান করে,—

পরিচয় কহি মোর শুন মন দিয়া। বাপ মায় নাম মোর রাখিছে সুন্দর॥
উদ্যানের ভৃত্য আমি জাতিতে মালিয়া॥ চাকুরীর উদ্দেশ্যে আমি আসি এহি দেশে।
মাল্যবান্ মালী পিতা পূর্ব্বদেশে ঘর। পরিচয় কথা মোর কহিনু বিশেষে॥

রাজকন্যার এক মালীর প্রয়োজন ছিল। তাই সুন্দরের বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে,—

রাজপুত বলে আমি বেতন নাহি চাই। বিনা মূল্যে কাজ করি পুষ্পমধু খাই॥

যাহা হউক, সুন্দরের চাকরী ঠিক হইয়া গেল এবং সেদিনের মত তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল—মালিনীর ঘর। চন্দ্রকলা বলিল,—

আজি রাত্রি থাক গিয়া মাল্যানীবাসরে। মাসি মাসি বলি তুমি ডাকি উঠ ঘরে॥

সুন্দর মালিনীর নিকট হইতে সমস্ত খবর জানিয়া লইল। বিদ্যার পণের কথা শুনিল। বিদ্যা কখনও বিবাহ করিবে না—তাহার কারণ, পুরুষের প্রতি তাহার ঘোর বিদ্বেষ। সুন্দর কিন্তু আদৌ হতাশ হইল। না সে মালিনীর হাতে

১। কবি কঙ্কের করুণ কাহিনী—শ্রীচন্দ্রকুমার দে, সৌরভ, ১৩২৪ কার্ত্তিক, পৃ. ১৫—৬।

২। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় 'সৌরভ' পত্রিকায় (৭ম বৎসর—১৩২৫-৬, পৃ. ১২, ৫২, ১০৫, ১২৯, ১৪৭) কঙ্কের গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর হইতে পার্থক্য যাহাই থাকুক না কেন, মূল উপাখ্যানাংশ একই। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, শুধু বিদ্যা ও সুন্দর নাম ছাড়া আর কোনও বিষয়ে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের সহিত ইহার ঐক্য নাই।

বিদ্যার নিকট স্বহস্ত-গ্রথিত মাল্য ও তন্মধ্যে নিজ পরিচয়পূর্ণ পত্র পাঠাইয়া দিল। তাহার পর এক দিন রাত্রিতে স্ত্রীবেশে সুন্দর বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইল। এই সময়েই বিদ্যাসুন্দরের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিদ্যা সুন্দরকে উদ্যানে আসিবার গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিলে সুন্দর প্রতি রাত্রিতে স্ত্রীবেশে বিদ্যার নিকট আসিতে লাগিল।

ক্রমে সখীদের নিকট এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাজার কানেও এ সংবাদ বেশী দিন চাপা রহিল না। রাজার আদেশে কোটালগণ চোর ধরিবার আয়োজন করিল। একদিন রাত্রিতে তাহারা বিদ্যার গৃহ সিন্দূররঞ্জিত করিয়া রাখিল এবং বাহিরে গগনবেতনামক মানুষধরা লৌহজাল বিস্তার করিল। সুন্দর সেই জালে ধরা পড়িল।

রাত্রিতে কারারুদ্ধ সুন্দর অসহ্য যন্ত্রণায় সত্যপীরকে স্মরণ করিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—এক পীর ফকির আসিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। পরদিন বিচারের সময় সুন্দর রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সকালে যাহার মুখ দেখিবেন, তাহার নিকটই কন্যাদান করিবেন। এই সময়ে পীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্যাকে যথানিয়মে সুন্দরের হস্তে অর্পণ করাইলেন। দেশে ফিরিয়া গিয়া মহাসমারোহে সুন্দর সত্যপীরের পূজা করিলেন এবং সত্যপীর জনসমাজে সুপরিচিত হইলেন।

(২) **শ্রীধর কবিরাজ**—হোসেন সাহের পৌত্র ও নসরত সাহের পুত্র ফিরোজ সাহের আশ্রিত শ্রীধর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহার দুইখানি খণ্ডিত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৪৪।২২-৪)

(৩) **গোবিন্দদাস**—ইনি চট্টগ্রামের লোক। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইঁহার কালিকামঙ্গল গ্রন্থের মধ্যে প্রসঙ্গত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।[১]

(৪) **কৃষ্ণরামদাস**—নিমতাগ্রামবাসী কৃষ্ণরামদাস খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কালিকামঙ্গল রচনা করেন[২]। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। (সাহিত্য, ১৩০০, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১১১—১২৯)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কৃষ্ণরামের গ্রন্থের যে পুথি আছে, তাহাতে তাঁহার বাসস্থানাদির দীর্ঘ বর্ণনা আছে; আমরা উহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কবিকঙ্কণের মত কৃষ্ণরামেরও জন্মস্থানের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ ছিল। গ্রন্থের বহু স্থলে পুষ্পিকায় তিনি সগৌরবে নিজ গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তার।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যার॥
বসতি করয়ে তথি সদাচার শুদ্ধমতি
ধীর ধরাদেবগণ সুখে।

দেখি হেন মনে লয় নারদাদি মুনিচয়
অবতার কৈল কলি যুগে॥
চৌধুরী গন্ধর্ব্বারি বলে নাহি অধিকারী
অধিকার অনেক ধরণী।
দহিতে অহিত বল ছিলা দারা হুতাশন
ভারভরে প্রতাপে তরণি॥

১। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৫—৮।

২। পুথি ৩৪ পত্রে সম্পূর্ণ। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কিন্তু এই পুথিকে খণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ৬৩৫, পাদটীকা ১)।

সাবর্ণ চৌধুরী সব এক মুখে কি বলিব
অশেষ মহিমা অতি স্থির।
শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত রায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
ধার্ম্মিক যেমন যুধিষ্ঠির॥
বিত্তজ্ঞ উত্তম দাতা জিনিয়া কল্পলতা
জনার্দ্দন রায় মহাশয়।
উপমা কোথায় এত কি কহিব গুণ যত
সহস্রবচন মোর লয়॥
প্রতাপে তিমির পর যশর যামিনীকর
শুদ্ধমতি কাশীশ্বর রায়।

পুণ্যের অবধি নাই দেখি ইন্দ্র ভয় পাই
কলিকালে এমন কোথায়॥
সেই গ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থকুলেতে উৎপতি।
তাঁহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি॥
শুন সভে একচিত যেমনে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
প্রথম বৈশাখ মাসে সপনে আপন বাসে
দেখিনু সারদা ভগবতী॥ (৩ ক)

তৎপরে স্বপ্নে দেবীর আদেশে কৃষ্ণরাম গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থ লিখিবার সময়ও নির্দেশ করিয়াছেন।

অরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রাম রাজা সর্ব্বজনে বলে।
নবাব সারিস্তা খাঁ আদি করি সাত গাঁ
বহু সরকার করতলে॥

সারসা সানের নেত্র ভীমাক্ষিবর্জ্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে॥ (৩ খ)

যে সঙ্কেতে কবি কাব্য-রচনাকালের সূচনা করিয়াছেন, তাহা ভেদ করা কঠিন।[১] তবে অরংসাহা (আওরঙ্গজেব) ও সারিস্তা খাঁ (সায়েস্তা খাঁ) এই দুই জনের উল্লেখ হইতে তাঁহার আবির্ভাবকালের অনুমান করা যাইতে পারে। সায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪ হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই কৃষ্ণরাম তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।[২]

এই গ্রন্থের সহিত কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের যে সকল পার্থক্য আছে, তাহা আমরা আমাদের সম্পাদিত গ্রন্থের পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি। কৃষ্ণরামের গ্রন্থের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি বর্দ্ধমানের নাম করেন নাই, বীরসিংহপুর বা বীরসিংহের দেশ বলিয়া বিস্তার দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের উক্তি হইতে মনে হয়, কৃষ্ণরামের পূর্ব্বেও বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা বর্ত্তমান ছিলেন। কৃষ্ণরাম বিনয় প্রকাশপূর্ব্বক বিদ্যাসুন্দর রচনা সম্বন্ধে নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—

মহা মহা কবি যথা তথায় আমার কথা
কোকিলেরে ভ্যাঙ্গায় বায়সে।

যেন মুকুতার সাথে শঙ্খকাঁটি হার গাঁথে
জউপালা প্রবালের সাথে॥ (৩ থ)

১। সম্প্রতি কেহ কেহ আমাদের উদ্ধৃত এই সঙ্কেত ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়ের মতে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৪২।৫৩-৪) ইহাতে নির্দিষ্ট শকাব্দ ১৫৯১, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে—১৫৮৬ (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪৬৮), শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মতে ১৫৯৮ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫০। পৃঃ ৬৪)

২। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে, কৃষ্ণরাম ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর লেখেন। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত (সাহিত্য—১৩০০, পৃঃ ১১৫) কৃষ্ণরামকৃত রায়মঙ্গল কাব্যের ভণিতায় দেখা যায়, ঐ সালে তিনি রায়মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এই ভণিতা হইতে আরও বুঝা যায় যে, রায়মঙ্গলের পূর্ব্বেই বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কিন্তু অন্যরূপ অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে রায়মঙ্গলই প্রথম গ্রন্থ এবং আনুমানিক বিংশতি বৎসর বয়সে রচিত।

(৫) **শ্রীমধুসূদন কবীন্দ্র,** (৬) **ক্ষেমানন্দ**[১]—এই দুই জনের রচিত গ্রন্থের সময় নির্দ্ধারিত হয় নাই। মধুসূদনের কালিকামঙ্গলে পৌরাণিক উপাখ্যানই মুখ্য স্থান অধিকার করে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ইহাতে গৌণ।

(৭) **বলরাম কবিশেখর**—ইঁহার কাব্যই বর্ত্তমান গ্রন্থে সম্পাদিত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট ভাবে ইঁহার সময় জানা না গেলেও ইঁহার ভাষা ও রচনা দৃষ্টে ইঁহাকে রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

(৮) **রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন**—সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী সঙ্গীতের রচয়িতা বিখ্যাত কালীভক্ত রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন।[২]

(৯) **ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর**—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল নামে কাব্য রচনা করেন। তাহারই মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে[৩]।

(১০) **নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্ন**—১৬৭৮ শকাব্দে যে কাব্য রচনা করেন, তাঁহার মতে সুন্দরের পিতা গুণাসার, মাতা কলাবতী, রাজধানী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতা বিক্রমকেশরী, মাতা চন্দ্ররেখা, রাজধানী উজ্জয়িনী।[৪]

(১১) **প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী**—ইনি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কৃষ্ণরামদাস ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের উল্লেখ আছে[৫]।

(১২) **বিশ্বেশ্বর দাস**—ইঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের একখানি পুথি বীরভূমের শিবরতন মিত্র মহাশয়ের 'রতন লাইব্রেরী'তে আছে।

(১৩) **কবিচন্দ্র**—ইঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের পুথির একটি পাতা মাত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। ইঁহার মতে বিদ্যার পিতা বীরসিংহের বাসস্থান কাঞ্চনপুর।

(১৪) **গোপাল উড়ে**—বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কালক্রমে যাত্রার আকার ধারণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু যাত্রার পালা রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গোপাল উড়ের পুস্তকই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে[৬]।

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের পূর্ব্বরূপ ও তাৎপর্য

কালীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও পূজার প্রচার বর্ণনার উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল, না বিদ্যাসুন্দরের মধুর সুপরিজ্ঞাত প্রেমকথার মধ্যে পরবর্ত্তী যুগে দেবতার প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া দেবতার পূজা-প্রচারে সহায়তা করা হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। হইতে পারে, প্রথমতঃ ইহা ধর্ম্মপ্রসঙ্গবর্জ্জিত প্রেমোপাখ্যানরূপে সাধারণের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিত। কালক্রমে হয় ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ সর্ব্বজনপরিচিত এই সুন্দর উপাখ্যান নিজেদের কাজে লাগাইবার

১। দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত *History of Bengali Language and Literature*, পৃঃ ৬৫৩। বিশ্বকোষ—১৮।৬৫।

২। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-সংগৃহীত 'প্রসাদপদাবলী'র মধ্যে প্রকাশিত সংস্করণ বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। দেবেন্দ্রবিজয় বসু সম্পাদিত ও বঙ্গবাসীকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সটীক সংস্করণ বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

৪। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস। পৃঃ ৮৭৭-৮।

৫। *History of Bengali Language and Literature*—দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৬৭৮। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, প্রাণরামের গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। মুদ্রিত সংস্করণ অনুসারে গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ এবং এই গ্রন্থই আদি বিদ্যাসুন্দরকাব্য। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩৫০, পৃঃ ৬২)

৬। ১৯ বৃন্দাবন বসাকের লেন হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। (তাই শাক্ত ইহার মধ্য দিয়া শক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন,—বৈষ্ণব বিষ্ণুর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। শাক্তপ্রধান বঙ্গদেশে শাক্ত কবির রচিত গ্রন্থই বেশী প্রচলিত। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের সঙ্গে তাই কালীপূজার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে।) বৈষ্ণব কবিদের রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধ্যে কবি কঙ্কের গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবি কঙ্ক সত্যপীরের কথার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের অনুরূপ একাধিক উপাখ্যানও প্রচলিত আছে। একটী উপাখ্যান পাবনা অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় (পৃঃ ৫০০—১) আমি উহার এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলাম এবং বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের সহিত ইহার সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাদশাহনন্দন রহিমের সহিত বাদশাহনন্দিনী তোলাপাতির গুপ্ত প্রণয়ের কাহিনী এই উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। রহিম বিনা সুতায় গাঁথা স্বনামাঙ্কিত মালা মালিনীর মারফত তোলাপাতির নিকট পাঠাইয়া এই প্রণয়ের ভিত্তি স্থাপন করে। তার পর তোলাপাতির গর্ভসঞ্চারে চোরের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। পাহারাদারেরা তোলাপাতির মহলের সর্ব্বত্র সিন্দূর মাখাইয়া দিয়া চোরের সন্ধান করে। চোরের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ এবং পরে বাদশাহ কর্ত্তৃক চোরকে কন্যা দান—সমস্তই বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অনুরূপ। কাশীনাথের বিদ্যাবিলাপ প্রভৃতির মত ইহাতে সুড়ঙ্গের উল্লেখ না থাকাতে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান হইতেছে—বিখ্যাত কবি বিল্হণ-কৃত চৌরপঞ্চাশিকা নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত খণ্ডকাব্য রচনার উপাখ্যান। কথিত আছে, এই কাব্যের রচয়িতা বিল্হণ কোনও রাজকন্যার সহিত প্রণয় করিয়া ধৃত হন। রাজা তাঁহাকে দণ্ড দিতে উদ্যুক্ত হইলে, তিনি চৌরপঞ্চাশিকার পঞ্চাশটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া নিজের প্রেমের গভীরতার পরিচয় প্রদান করেন। রাজা তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। কন্যা, তাহার পিতা ও পিত্রালয়ের নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। চৌরপঞ্চাশিকার দাক্ষিণাত্যের সংস্করণ অনুসারে কন্যার নাম যামিনীপূর্ণতিলকা—পাঞ্চালদেশের মদনাভিরাম রাজার কন্যা। কাশ্মীরী সংস্করণের মতে কন্যার নাম চন্দ্রলেখা—মহিলাপটনের বীরসিংহের কন্যা। বেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম প্রেস হইতে মুদ্রিত রামকৃষ্ণকৃত গুরুপরম্পরাচরিত্রের (২।১১) মতে গুর্জ্জরদেশস্থ অনলপুরের রাজা বীরসিংহের কন্যা শশিকলার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত বিল্হণ শশিকলার প্রেমে আসক্ত হন।[১] রামকৃষ্ণের মতে বিল্হণ-কবি ও শশিকলা, শিব ও শক্তির অবতার। বীরসিংহ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া বিল্হণ শিবত্ব প্রাপ্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তরীক্ষে শক্তিরূপা শশিকলার সহিত মিলিত হন।

নামপ্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য যত হউক না কেন, বিল্হণের জীবনের সহিত এই উপাখ্যানের বাস্তব সম্বন্ধ যতই থাকুক না কেন, এইরূপ একটী উপাখ্যান যে প্রাচীন কাল হইতে চলিত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ কথাও ঠিক যে, সেই উপাখ্যানের সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ ছিল না—কোনও দেবদেবীর মাহাত্ম্য জড়িত ছিল না।

মনে হয়, চৌরপঞ্চাশিকার উপাখ্যানের মত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানও গোড়ায় ধর্ম্মভাবশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী মাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন্ উপাখ্যান প্রাচীনতর, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে কালক্রমে চৌরপঞ্চাশিকা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল।

১। কাশ্মীরী সংস্করণ ও গুরুপরম্পরাচরিত্রে উল্লিখিত বীরসিংহ নামের সহিত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানবর্ণিত বীরসিংহের নামের ঐক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। গুরুপরম্পরা-চরিত্রের নামগুলির সহিত 'কাব্যমালা' ত্রয়োদশ গুচ্ছে প্রকাশিত 'বিল্হণ-কাব্যের' নামগুলির অনেক স্থলে আশ্চর্য্যরকম মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিল্হণকাব্যে বীরসিংহ গুর্জরদেশের মহিলপত্তনের রাজা ও তাঁহার স্ত্রীর নাম সুতারা।

উপাখ্যানাংশে সাদৃশ্যনিবন্ধন কালক্রমে এই চৌরপঞ্চাশিকা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সহিত জড়িত হইয়া পড়িল। কঙ্ক ও কাশীনাথ ছাড়া বর্ত্তমানে জ্ঞাত বিদ্যাসুন্দরের কবিগণ রাজসমীপে বিচারার্থ আনীত সুন্দরের মুখ দিয়া চৌরপঞ্চাশিকার কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করাইয়াছেন। শেষে এমন দাঁড়াইল যে, দুইটী উপাখ্যান যে স্বতন্ত্র, ইহা ভুল হইয়া গেল। কেহ কেহ চৌরপঞ্চাশিকাকে বিদ্যাসুন্দরকাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবিতেই পারিতেন না। রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি চৌরপঞ্চাশিকার টীকায় স্পষ্টই বলিলেন, এই কাব্য সুন্দরের রচিত; রাজসভায় নীত হইয়া সুন্দর ইহা আবৃত্তি করিয়াছেন। ইঁহারা বিল্হণের নামটী পর্য্যন্ত করেন নাই; পক্ষান্তরে শ্লোকগুলির অর্থান্তর কল্পনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে শ্লোকগুলি কালিকার মাহাত্ম্যপ্রচারক স্তবমাত্র। এই স্তব পাঠের ফলে রাজা কালিকাকর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। (কালক্রমে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মধ্য দিয়া ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা অলৌকিক ঘটনা উপাখ্যানের অঙ্গীভূত হইয়া দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশিত করিতে লাগিল।) অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে না পারিলে আর দেবতার মহত্ত্ব রহিল কোথায়? তবে কাশীনাথ, কঙ্ক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারের গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার তত বেশী সমাবেশ দেখা যায় না। তাঁহারা সুড়ঙ্গপথের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারের গ্রন্থেই ইহার প্রচুর সন্নিবেশ রহিয়াছে।

তবে পূর্ব্বাবস্থায় কোনও দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের সহিত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের বিশেষ কোনও যোগ থাকুক বা না থাকুক, এক সম্প্রদায়ের মতে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটী মানবপ্রেমের বা রূপজ মোহের কাহিনীমাত্র নহে, ইহা একটা রূপক—ইহা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং তাহারই প্রচারার্থ রচিত। মানব-জীবনের আদর্শস্বরূপ সৌন্দর্য্যের (সুন্দর) সহিত জ্ঞানের (বিদ্যা) মিলন দেখানই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।[১]

প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমোপাখ্যানের আধ্যাত্মিক অর্থ পরিকল্পনার প্রথা অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। লয়লা ও মজনুম, য়ুসুফ ও জুলেকা, সলামান ও অব্সালের প্রেমের কাহিনীকে সুফীসম্প্রদায় ভগবৎপ্রীতির রূপক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।[২]

কাহারও কাহারও মতে পদ্মাবতী প্রভৃতি গ্রন্থও এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সাধক মহা উদ্দীনের শিষ্য মালিক মহম্মদ জায়সী (১৫৪০) কবীরের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়াই নাকি আত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে অসাধারণ রূপক কাব্য পদ্মাবতী রচনা করেন। (ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ২৩)। নূর মহম্মদের ইন্দ্রাবতী কাব্য-সম্বন্ধেও ঐরূপ কথাই বলা হয়। "মালিক মহম্মদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নূর মহম্মদ (১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার ইন্দ্রাবতী কাব্য রচনা করেন। ইহা অনেকটা পদ্মাবতীর মতই রূপক আখ্যান"।[৩] রত্নাবলী, শকুন্তলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আদিরসপ্রধান নাটকেরও এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কল্পনা কেহ কেহ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব রসসাহিত্য ও আপাততঃ বীভৎসরূপে প্রতীয়মান তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠানেরও এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ কল্পিত হয়। তবে, কাব্যের এইরূপ কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সাধক ও ভক্তের নিকট আদৃত হইতে পারে বটে, তবে সাধারণ পাঠক ইহার আপাতপ্রতীয়মান অর্থেই পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন এবং কাব্য পাঠের ফল যে নির্ম্মল আনন্দ, তাহা উপভোগ করেন।

১। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ইংরাজী অনুবাদক গৌরদাস বৈরাগী মহাশয় তাঁহার অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

The union of the hero and the heroine represents the union of Beauty and Wisdom—a union constituting an excellent ideal of human perfection, the Greek ideal embodied in Plato's Charmides of a beautiful mind in a beautiful body.

২। The Secret Rose Garden, Lederer, Introduction, পৃঃ ১৫।

৩। মধ্যযুগে সাধনার ধারা, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ২৪।

কবিশেখরের সময় ও পরিচয়

বর্ত্তমানে সম্পাদিত কালিকামঙ্গল গ্রন্থের ভণিতায় গ্রন্থকার হিসাবে শ্রীকবিশেখর (পৃঃ ৫, ৭, ৯, ১০, ১১ ইত্যাদি) বলরাম অথবা দ্বিজ বলরাম (পৃঃ ২, ৩, ৪, ৮, ১৪ ইত্যাদি) এই নাম পাওয়া যায়। দুই স্থলে (পৃঃ ১, ২) বলরাম চক্রবর্ত্তী এই নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইঁহার পূর্ণ নাম বলরাম চক্রবর্ত্তী এবং উপাধি কবিশেখর ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে ইঁহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

পিতামহ [শ্রী]চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য জনক আচার্য্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চনী নাম তার সুত বলরাম কালিকা পূরিল যার আশ ॥—(পৃঃ ৫৫)

এই সামান্য পরিচয় হইতে ইঁহার কালনির্ণয় করিবার কোনও সুবিধা হয় না। কবিশেখর উপাধিটী নূতন নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে এই উপাধিধারী আরও কয়েক জন কবির নাম ও গ্রন্থ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির কবিশেখর উপাধি ছিল। তাঁহার কোন কোন গানের ভণিতায় কবিশেখর অথবা নব কবিশেখর এই নাম পাওয়া যায়। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে 'শঠভাবোদয়' নামক প্রহসনের একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। উহা কৃষ্ণানন্দাচার্য কবিশেখর-রচিত। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে গোপালবিজয় নামে একখানি বাঙ্গালা পুথির দুইখানি প্রতিলিপি আছে।[১] ইঁহার রচয়িতা চতুর্ভুজনাথের পুত্র কবিশেখর। এই গোপালবিজয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই ইঁহার রচিত গোপালচরিত মহাকাব্য ও গোপীনাথবিজয় নাটকের উল্লেখ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দেবীমঙ্গল নামে একখানি (২৪৫১) পুথি আছে। ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনে রচিত। ইহার রচয়িতা ভণিতার মধ্যে শ্রীকবিশেখর এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম বোধ হয় কৃষ্ণনাথ (৬১ ক)।

সুতরাং এই কবিশেখর উপাধি হইতেও বর্ত্তমান গ্রন্থকারের সময় সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার কালিকামঙ্গলের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, তিনি নিতান্ত আধুনিক নহেন। তাঁহার উপাখ্যানাংশেও কিছু কিছু প্রাচীনতা আছে। সুতরাং তাঁহাকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।[২] অবশ্য ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরে যে যে প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতার নাম দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কবিশেখরের নাম নাই। কিন্তু তাহা হইতে কবিশেখরের সময় সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। মনে হয় প্রাণরাম পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলিই জানিতেন এবং তাহাদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাই তাঁহার গ্রন্থে মৈমনসিংহের কঙ্ক ও চট্টগ্রামের গোবিন্দদাসের কাব্যেরও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কবিশেখরকেও পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিয়াই মনে হয়।[৩] তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দাদি ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।[৪]

১। এই গ্রন্থকার ও তাঁহার গোপালবিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (পৃ. ৪০৩-১৫) দ্রষ্টব্য

২। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৮৬১) ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় (বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪৭০) এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

৩। সেন মহাশয় ও ভট্টাচার্য মহাশয় উভয়েই এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৮৬২, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪৭১)। অবশ্য (কতকটা গতানুগতিকভাবে রচিত) দিগ বন্দনাদৃষ্টে কবিকে পশ্চিমবঙ্গবাসী মনে হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও তাহার প্রয়োগভঙ্গী একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

৪। শয় শয়=শত শত (১৮), দেহজুতি=দেহজ্যোতি (১৫), উদন=ওদন (৩৬), পরমাদ (বিপৎ) (১০), বিষম (বিপৎ) (৩৭), উদ্দিশে =উদ্দেশে (২৭), পাখ=পাখা (১৩), নড়ে=নড়ে (৩২), বিপত্তে=বিপত্তিতে (৩৬), প্রমাই=পরমায়ু (৪১), ক্ষেম=ক্ষমা কর (৫৬), ক্ষেণেক=ক্ষণেক

কাব্যের বিভিন্ন স্থানে বিবিধ পৌরাণিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া কবিশেখর তাঁহার পুরাণজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমানে পুরাণালোচনার তাদৃশ প্রাবল্য না থাকায় তাঁহার উল্লিখিত সকলগুলি বৃত্তান্তের মূল নির্দ্ধারণ করা পর্য্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা কম ছিল বলিয়া মনে হয় না।[১] তাঁহার গ্রন্থে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দেখিয়া মনে হয়, তিনিও রামপ্রসাদের মত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবাদিবন্দনার প্রসঙ্গে তিনি রাম, দশাবতার, জগন্নাথ ও চৈতন্যদেবের বর্ণনা করিয়াছেন সত্য। তবে কেবল তাহা হইতেই তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে শাক্তদিগের মধ্যে বৈষ্ণব দেবতা ও গুরুর প্রতি কোনও বিদ্বেষ কখনও ছিল না—এখনও নাই। তাই শাক্তের গ্রন্থে বৈষ্ণবদেবতাদির বন্দনা। পক্ষান্তরে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দিগ্‌বন্দনার মধ্যে কবিশেখর কোনও বৈষ্ণব দেবতার উল্লেখ করেন নাই।

কালিকামঙ্গলের পুথি

ইহার একখানি পুথি কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময় আমার দৃষ্টিগোচর হয়। কিছু দিন পরে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের অন্যান্য বাঙ্গালা পুথির সহিত ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ২২৫-২৬) প্রকাশ করি। পুথিখানি জীর্ণ, সাদা দেশী কাগজে বড় বড় পরিষ্কার অক্ষরে এক পৃষ্ঠে লেখা। দুইখানি পাতা এক সঙ্গে জোড়া—মাঝখানে ভাঁজ করা। পুথিখানি অসম্পূর্ণ—শেষের দিকে বোধ হয়, একখানা পাতা নাই। সর্ব্বসমেত ইহার পত্র-সংখ্যা ৬৩। হস্তাক্ষর খুব প্রাচীন না হইলেও খুব আধুনিক নহে—অনেকগুলি অধুনা অপ্রচলিত 'ছাঁদের অক্ষর' দেখিতে পাওয়া যায়। মু, যু, কু, রু, জ্ঞ, পু, ঞ্চ প্রভৃতি অক্ষরের রূপ উল্লেখযোগ্য। লেখার একটী বৈশিষ্ট্যের কথাও এখানে বলা উচিত। এই পুথিতে 'ড' ও 'ঢ'এর নীচে কোন স্থলে বিন্দু ব্যবহৃত হয় নাই। বানান সম্বন্ধে কোনও নিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শব্দের আদি য-কার সকল স্থলেই জ-কার রূপ ধারণ করিয়াছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ, শ, ষ, স—ইহাদের কোনও পার্থক্য অনুসৃত হয় নাই। অনেক স্থলে, বিশেষতঃ সংস্কৃত অংশে, পুথিখানি অশুদ্ধিপরিপূর্ণ। ফলে সকল স্থলে শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। অনেক স্থলে সুসঙ্গত অর্থনিরূপণ দুঃসাধ্য হইলেও পুথির পাঠে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই—কেবল কয়েক স্থানে পতিত দুই একটী পদ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইরূপ কল্পিত পাঠগুলি সর্ব্বত্র বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

কবিশেখর-কৃত কালিকামঙ্গলের বিবরণ

একদিন নিশীথে এক নৃপতিনন্দন দেবী ভদ্রকালীর যথাবিহিত পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছিল। এই স্তবে নৃমুণ্ডমালিনী দেবী কাত্যায়নীর 'কপালে টঙ্কার পড়িল'। তিনি 'প্রিয় দাসী' বিমলার নিকট কে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—

(৩৬), ক্ষেণ=ক্ষণ (৫৬), কালীর পীরিতে (প্রীতির জন্য), (৫৬, ৬৩), সরে বাক্য (বাক্য বাহির হয়) (৫৩), হব=হইবে (৬), জীব=জীবিত হইবে (১১), ত্বরাত্বরি=তাড়াতাড়ি (২), পেলিল=ফেলিল (৬১), খাজুর=খেজুর (২), চোরা=চোর (৪২), মাগা (৪), কিম্বা (৭) প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ এবং রাজারে, ভাটেরে, ইন্দ্রেরে প্রভৃতি রে ভাগান্ত কর্মপদ।

১। আশ্চর্য্যের বিষয়, সংস্কৃত শ্লোকের যে অনুবাদ পুথিতে পাওয়া যায়, তাহা আদৌ মূলানুগত নহে—বস্তুত তাহা হইতে কোনও সঙ্গত অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

মাণিকানগরে রাজা শ্রীগুণসাগর। স্মরণ করয়ে তার কুমার সুন্দর ॥
বীরসিংহ নৃপতির কন্যা বিদ্যা সতী। লোকমুখে শুনিলেক বড় রূপবতী ॥
বিদ্যারে করিতে বিভা তাহার কারণ। তেঞ্চি সে সুন্দর করে তোমার স্মরণ ॥—(পৃঃ ৬)

স্থানান্তরে এই মাণিকানগরের অবস্থান 'উৎকল দ্রাবিড় দেশ' (পৃঃ ১৭) ও 'দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ' (পৃঃ ২১ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[১]

বিমলার নিকট সুন্দরের কথা শুনিয়া কালী তৎক্ষণাৎ সুন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বর দিে চাহিলে সুন্দর 'করাঞ্জলি হৈয়া' এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন,—

তোমার চরণে এই করি নিবেদন। নিভৃতে বিদ্যার সনে হৈব দরশন ॥—(পৃঃ ৬)

কালিকা অমনি প্রার্থনা পূরণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

স্মরণ করিলে দেখা পাইবে আমার।
লহ মোর নিদর্শন সুয়া করি হাথে। কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জানে সুয়া বিচারে পণ্ডিত। প্রেমালাপে সুয়া সনে পাবে বড় প্রীত ॥
কার্য্য সিদ্ধি হবে পুত্র করহ গমন। থাকিব তোমার সঙ্গে আমি অনুক্ষণ ॥—(পৃঃ ৬)

তার পর একদিন সুন্দর, মাতা গুণবতী বা পিতা গুণসাগর, কাহাকেও কিছু না বলিয়া পড়ুয়া-বেশে কালী-দ শুক পক্ষী লইয়া উত্তরমুখে যাত্রা করিল। ক্রমে 'শিব নৃপতির স্থান' অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুপুর দিয়া সুন্দর বর্দ্ধমাে উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমানে পৌছিলে অন্তঃপুরে শুক বিদ্যাকে দেখিতে পাইল এবং কথাপ্রসঙ্গে শুক সুন্দরের অলৌকি গুণবত্তার কথা বর্ণনা করিলে বিদ্যা তাহার প্রতি নিজের অনুরাগের কথা প্রকাশ করিল।

শুক সুন্দরের নিকট বিদ্যার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া বিদায় হইল। সুন্দর নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। নগরে মধ্যে বৃক্ষতলে এক মালিনী ফুল বেচিতেছিল। তাহার সহিত সুন্দরের পরিচয় হইল এবং তাহারই গৃহে সুন্দর থাকিবা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিল। সুন্দর তাহাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিল।

কথাপ্রসঙ্গে মালিনী বীরসিংহরাজার কন্যা বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিল। এ পর্য্যন্ত বিদ্যার বিবাহ না হইবা কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—পাটরাণী কুন্তীর বহু অনুরোধে বীরসিংহ বরের অনুসন্ধানে দেশে দেশে ঘট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু—

যত যত নৃপসুত ঘটকেত আনে। কোন বর নাহি লয় বিদ্যাবতীর মনে ॥—(পৃঃ ১৯)

ইহার পর হরগৌরী স্বপ্নে বিদ্যাকে বলিয়াছেন, দক্ষিণ দেশের গুণসাগর রাজার সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পুত্র তাহার ব হইবে। তদনুসারে রাজা গুণসাগরের নিকট এক মাস হইল মাধব ভাটকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু দূর দেশ বলিয়া ে এখনও ফিরিতে পারে নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুন্দরের প্রবল আগ্রহ হইল, কিন্তু কি ভাবে তাহা সহিত প্রথম পরিচয় করিবে—কি করিলে বিদ্যা তাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া ভাবিবে না, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। অবশেষে স্থির করিল,—

১। ভারতচন্দ্রাদি-বর্ণিত সুন্দরের দেশ কাঞ্চীর অনতিদূরবর্ত্তী বর্ত্তমান মাণিকাপটম্ বা মাণিকপত্তনের সহিত এই মাণিকানগরের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, বলিতে পারি না। স্বর্গীয় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উৎকল দেশীয় কাঞ্চীকাবেরী কাব্য অবলম্বনে রচিত তাঁহ 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যের চতুর্থ সর্গে মাণিকাপত্তন নামের উৎপত্তির এক উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন।

মালিনী যাইবে আজি পুষ্প যোগাইতে। আপনার নিদর্শন পাঠাইব তাতে ॥
লিখন করিয়া রাখি কুসুমের সনে। অবশ্য পাইব বিদ্যা পড়িব লিখনে ॥—(পৃঃ ২০)

মালিনীকে বাজারে পাঠাইয়া সুন্দর পুষ্প চয়ন করিল এবং বহু যত্নে একগাছা মালা গাঁথিয়া তাহার মধ্যে—

দিব্য তালের পাতে লিখন করিল তাতে
ভাবিয়া কুমার মনে মনে ॥—(পৃঃ ১১)

পত্রের মধ্যে নিজের পরিচয়, মাধব ভাটের মাণিকানগরে গমন, গুণসাগরের নিকট বিদ্যার বিবাহের প্রস্তাব, ণসাগরের এখানে আসিয়া বিবাহ দিতে অনভিমত প্রভৃতি কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিল।

পত্র পড়িয়া বিদ্যা মালিনীকে গলার হার খুলিয়া পুরস্কার দিল এবং সুন্দরের সহিত দেখা করাইয়া দিবার জন্য নুরোধ করিয়া বলিল,—

সরোবরে স্নান আমি করিব যখন। কেমন ভাগিনা তোর দেখিব তখন ॥—(পৃঃ ২৪)

পরদিন দুই জনেই স্নানব্যপদেশে সরোবরে উপস্থিত হইল এবং সেখানে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। তার পর ভয়ের মধ্যে অন্যে বুঝিতে না পারে, এরূপ ভাবে সঙ্কেতে আলাপ হইল।

এই প্রসঙ্গে সুন্দর ইঙ্গিতে জানাইল যে, সেই দিনই সে বিদ্যার সহিত মিলিত হইবে। উভয়ে নিজ নিজ স্থানে ত্যাবর্ত্তন করিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় পুনরায় দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। সুন্দর কি পায়ে বিদ্যার গৃহে যাইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুলভাবে কালিকার স্তব করিতে লাগিল। কালিকা াহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—

চলহ বিদ্যার ঘরে অভয় দিলাঙ তোরে
হইবেক সুলঙ্গ সরণি ॥
পূরিবেক মনোরথে চলহ সুলঙ্গপথে
যথা বিদ্যা নৃপতি-কুমারী।
মালিনী বিদ্যার ঘরে সুলঙ্গ হইব বরে ॥—(পৃঃ ৩২)

এই সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিছু ক্ষণ পরিহাসের পর বিদ্যা সুন্দরের কবিত্ব ও বিদ্যাবত্তা রীক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে ময়ূরশিঞ্জন বর্ণন করিতে বলিলে তিনি দুইটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বিদ্যাকে বস্ময়বিমুগ্ধ করিলেন। তখন দুই জনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইল।

প্রতি রজনীতে সুন্দর এইরূপে বিদ্যার গৃহে আগমন করিয়া রতিসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক ৎসর অতীত হইলে একদিন কালী ও বিমলার মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হইল,—

কালিকা বলেন প্রিয়ে বিমলা কিঙ্করি। উপায় বল না ঝিয়ে কোন্ বুদ্ধি করি ॥
কৌতুকে রহিল দাস কুমারী কুমার। কহ না কেমতে পূজা হইব প্রচার ॥
বিমলা বলেন মাতা কঙ্কালমালিনি। গর্ভবতী হয় যদি রাজার নন্দিনী ॥
তবে সে কোটাল ধরে নৃপতি সুন্দরে। বিপত্তে রাখিলে পূজা হইব সংসারে ॥—(পৃঃ ৩৬)

ইহার পর কালিকা পাতাল হইতে এক দৈত্যকে ডাকিয়া বিদ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। কছু দিন পরে সখীদের নিকট গর্ভবৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিকটামুখী নামে এক সখী রাণীর নিকট এই গর্ভসংবাদ লিয়া দিল। বিদ্যা গর্ভের কথা অস্বীকার করিয়া অসুখের অছিলা করিল[১]—

১। বররুচি-কৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এই অছিলার কথা বর্ণিত হইয়াছে (শ্লোক ৩৪৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

জর হৈল পূর্ব্বে তেঞি দেখ গর্ব্বে

না জানি কেমন ব্যাধি।—(পৃঃ ৩৮)

রাণী এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিলে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কোটালদিগকে তিরস্কার করিলেন তাহারা দশ দিনের মধ্যে চোর ধরিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও চোরের সন্ধান পাইল না।

তখন তাহারা চোর ধরিবার জন্য এক অভিনব যুক্তি করিল। তাহারা সিন্দুর দিয়া বিদ্যার সমস্ত গৃহ মণ্ডিত করিল[১]। বিদ্যার গৃহে আসিয়া সুন্দরের বস্ত্রাদি সিন্দুর-রঞ্জিত হইল। রজকের গৃহে সিন্দুররঞ্জিত বস্ত্র দেখিয়া কোটালগণ রজকের কথামত মালিনীর নিকট আসিয়া সেই বস্ত্রের অধিকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু গৃহমধ্যে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহারা চোর পাইল না—দেখিতে পাইল একটী সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গপথে তাহাদের কয়েক জন বিদ্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ দিকে সুন্দর ইতোমধ্যেই বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল এবং বিদ্যার উপদেশমত নারীবেশ ধারণ করিয়াছিল। তাই কোটালগণ সেখানেও সহসা চোর ধরিতে পারিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহারা গৃহসম্মুখে একটী গর্ত্ত খনন করিল[২] এবং উহা পার হইবার জন্য গৃহস্থিত সকলকে অনুরোধ করিয়া বলিল,—

নারীর আছয়ে ধর্ম্ম বাম পদে যায়। পুরুষের ধর্ম্ম এই ডানি পা বাড়ায়॥

এই ধর্ম্ম যেই জন করিব লঙ্ঘন। নরকের কুণ্ডে তার হইব বন্ধন॥—(৪৫)

সুন্দর ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া দক্ষিণপদ অগ্রে বাড়াইল এবং ধৃত হইল।

চোরকে রাজার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথাপি—

লোকলাজে বীরসিংহ বলে মার মার। দক্ষিণ মশানে মাথা হান রে চোরার॥—(পৃঃ ৪৮)

তখন সুন্দর বিদ্যার সহিত তাহার অনুরাগ ও রতিসুখের উল্লেখ করিয়া বিল্হণ-কৃত প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশিকা-কাব্যের চৌদ্দটী শ্লোক পাঠ করিল।

এই সময় কালীভক্ত সুন্দরকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ইন্দ্রের কথামত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত মাধব ভাটরূপে বীরসিংহ রাজার সভায় উপস্থিত হইল। মাধব সুন্দরের ঐশ্বর্য্য ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিল। সুন্দর নিজের পরিচয় এবং বীরসিংহ অপেক্ষা গুণসাগরের মহত্ত্বের আধিক্যের উল্লেখ করিয়া বলিল,—কালিকার আদেশেই সে এইরূপ গোপনে বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন,—

যদি কালী দেখাইতে পার বিদ্যমান। নিশ্চয় আমার কন্যা দিব তোরে দান॥

যদি কালী মোরে নাহি দেন দরশন। দক্ষিণ মশানে তোর বধিব জীবন॥—(পৃঃ ৫৬)

সুন্দরের ব্যাকুলতায় দেবী বীরসিংহকে দেখা দিয়া সুন্দরের নিকট কন্যা সমর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। রাজা কালীর সাক্ষাতে কন্যা দান করিয়া যথাশাস্ত্র কালিকার পূজা করিলেন।

ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হইলে বিদ্যা একটী পুত্র প্রসব করিল; তাহার নাম রাখা হইল 'সদানন্দ'। পুথির একটী পুষ্পিকা (colophon) অনুসারে এইখানেই 'কালিকামঙ্গলজাগরণ' সমাপ্ত। তবে ইহার পরেও কালিকার পূজাপ্রচারের ও স্বপ্রাধান্যখ্যাপনের চেষ্টার বিবরণ আছে।

পুত্রের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে গুণবতী ও তাঁহার স্বামী গভীর শোকে কালাতিপাত করিতেছিলেন। গুণবতী

১। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এই উপায় বর্ণিত হইয়াছে [শ্লোক ৩৬২]।

২। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এইরূপ গর্ত্ত খননের কথা আছে [শ্লোক ৩৮০]।

কালিকার ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে কালিকা মাতৃবেশে সুন্দরকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। মায়ের কথা মনে পড়ায় সুন্দর দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বিদ্যা বর্দ্ধমানে বার মাসের সুখ বর্ণন করিয়া সুন্দরকে সেই স্থানে আর এক বৎসর থাকিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সুন্দর দেশে যাইতে কৃতনিশ্চয়। বীরসিংহ হর্ষবিষাদ-পূর্ণ মনে লোকজন সঙ্গে দিলেন। সুন্দর গৃহে ফিরিলে সকলেই আনন্দিত হইল।

কিছু দিন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল। পূজা না পাইয়া কালিকা ক্রুদ্ধ হইলেন। কালিকার আদেশে এক রাক্ষসী সদানন্দকে খাইয়া ফেলিল। পুত্রের জীবনপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুন্দর শাস্ত্রানুসারে দেবীর অর্চ্চনা করিল। সুন্দরের অর্চ্চনায় দেবী প্রসন্ন হইয়া সদানন্দকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন গুণসাগর মহাসমারোহে কালিকার পূজা করিলেন। পূজান্তে দেবী গুণবতীর নিকট স্ব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে অনাদি কাল হইতে দেবতা ও মানুষকর্ত্তৃক নিজের পূজার কথা বলিলেন। তার পর কালী সেবক-সেবিকা সুন্দর ও বিদ্যাকে লইয়া রথে স্বর্গাভিমুখে গমন করিলেন। যমদূত আসিয়া তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রকালীর বিক্রমে একে একে যমদূতগণ, স্বয়ং যম, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, নারায়ণ, শিব—সকলেই পরাভূত হইলেন। এইখানে গ্রন্থ খণ্ডিত। বোধ হয়, ইহার পরে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে দেবীর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হইবার কথা ছিল।

কবিশেখরের কৃত কালিকা-মঙ্গলের বৈশিষ্ট্য

প্রধানতঃ রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের উপাখ্যানাংশের সহিত ইহার ঐক্য থাকিলেও কোন কোন অংশে ইহার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার রচনা-ভঙ্গী বেশ সরল—অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের বাহুল্য বা দীর্ঘ সমাসপ্রাচুর্য্য ইহাকে সাধারণের অবোধ্য করিয়া তুলে নাই। অস্থানে অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কবি ইহার রসাভিব্যক্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করেন নাই। হরগৌরীর জীবনবৃত্তান্তের দীর্ঘ বর্ণনা, অন্যান্য কোন কোন মঙ্গলকাব্যের মত, এই গ্রন্থের কলেবর অযথা বর্দ্ধিত করে নাই। নিন্দনীয় গ্রাম্যতাদোষ ইহাকে সাধারণের অপাঠ্য করিয়া তুলে নাই। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ-কৃত বিদ্যাসুন্দরের রতিসুখভোগের অযথা বিস্তৃত বর্ণনা বর্ত্তমানে সাধারণের নিকট তেমন সুরুচিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এই মনোহর উপাখ্যান সেই জন্যই আজ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত, অবজ্ঞাত। কিন্তু কবিশেখরের গ্রন্থে এই দোষের লেশমাত্র নাই। বররুচি-কৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানের এই অংশের বর্ণনাও অনেক মার্জ্জিত। পক্ষান্তরে, কালিকার নিজপূজা প্রচার করিবার প্রবল আগ্রহ এই কাব্যে নানা প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই, ধর্ম্মের এক উদার ভাব ইহার মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

উপাখ্যানাংশে[১]ও ইহাতে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকার বিমলানাম্নী কিঙ্করী[২] অথবা কালী কর্ত্তৃক প্রদত্ত শুক পক্ষী দ্বারা সুন্দরের কার্য্যে সাহায্যের উল্লেখ বোধ হয় অন্যত্র নাই। কবিশেখর গুণসাগরকে দক্ষিণ দেশের মাণিকানগরের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নাম বররুচি ও কাশীনাথের রত্নাবতী ও

১। একই উপাখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন কবিকর্ত্তৃক রচিত মঙ্গলকাব্যাদিতে যে কেবল ঘটনাবিষয়ক মিল আছে, তাহা নহে; অনেক স্থলে ভাষা বিষয়ে এবং শব্দ ও উপমাদিরও আশ্চর্য্য রকম মিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় ঘটনাদি সকল বিষয়েই অমিলও যে কম আছে, তাহা নহে। বর্ত্তমান গ্রন্থে পাদটীকায় কবিশেখরের গ্রন্থের সহিত কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের এইরূপ মিল ও অমিল দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল (ক. ক. চ.) প্রভৃতি গ্রন্থের সহিতও এইরূপ ঐক্য ও অনৈক্য দেখান হইয়াছে।

২। কৃষ্ণরামের গ্রন্থে মালিনীর নাম বিমলা।

রত্নপুরীর আদর্শে গঠিত বলিয়া মনে হয়।[১] কঙ্কের মতে সুন্দর পূর্ব্বদেশের রাজা মাল্যবানের পুত্র। বররুচি, কাশীনাথ ও কবিশেখরের গুণসাগর কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের হাতে গুণসিন্ধু আকার ধারণ করিয়াছেন। বররুচি ও কাশীনাথের মতে গুণসাগরের স্ত্রীর নাম কলাবতী; রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র ইহার কোনও নাম উল্লেখ করেন নাই। কবিশেখর ইঁহার নাম দিয়াছেন—গুণবতী। বীরসিংহের স্ত্রীকে কবিশেখর কুন্তী নামে অভিহিত করিয়াছেন। বররুচি ও কাশীনাথ ইঁহার শীলাবতী এই নাম দিয়াছেন। কৃষ্ণরাম ইঁহার নাম দিয়াছেন কাঞ্চপী; রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রে ইঁহার কোন নামের উল্লেখ নাই। কবিশেখর প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের মাধব ভাট ভারতচন্দ্রে গঙ্গাভাট রূপ ধারণ করিয়াছে। কোটালগণ চোর ধরিবার জন্য সুন্দরের গৃহ সিন্দুর-রঞ্জিত করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল বলিয়া কবিশেখর বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র কিন্তু এতদুদ্দেশ্যে তাহাদের স্ত্রীবেশ ধারণের কথা লিখিয়াছেন। কবিশেখরোক্ত কৌশল বররুচি, কাশীনাথ ও রামপ্রসাদের গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়; কঙ্কও ইহার আভাস দিয়াছেন। কবিশেখর ও রামপ্রসাদ বিদ্যার সহিত সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ করাইয়াছেন স্নানব্যপদেশে সরোবরের তীরে। ভারতচন্দ্র বিদ্যার গৃহেই প্রথম সন্দর্শন ঘটাইয়াছেন। এই প্রথম সাক্ষাৎকালে বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পর সঙ্কেতে আলাপ প্রসঙ্গে উভয়ের মুখে কবিশেখর জয়দেব-কৃত যে দুইটী সংস্কৃত শ্লোক দিয়াছেন, তাহা রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে নাই। বররুচি-কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এই শ্লোক দুইটী পাওয়া গেল না। তবে মোটের উপর বররুচির গ্রন্থের সহিত কবিশেখরের গ্রন্থের মিল খুব বেশী—স্থানে স্থানে ভাষাগত সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিশেখরের ভাষা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কবিশেখরের ভাষা অযথা সংস্কৃতভারাক্রান্ত নহে। সংস্কৃত শব্দ ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু দীর্ঘ সমাস এবং অল্পপ্রচলিত অভিধান-দৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ ইহাকে দুর্ব্বোধ করিয়া তোলে নাই। কেবল এক স্থলে মৈথিল ও পুরাণ বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন ভাষা কবি প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দর মশানে নীত হইলে মাধব ভাট আসিয়া যে ভাষায় কোটালগণকে সুন্দরকে ছাড়িয়া দিতে বলে, তাহার সহিত এই ভাষার কিছু সাদৃশ্য আছে। এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে ভাট ও রাজার উক্তিপ্রত্যুক্তি এবং রামনারায়ণ ও খোষাল শর্ম্মার খোট্টা রায়বারের ভাষা তুলনীয়।

পুস্তকের মধ্যে অনেক শব্দের প্রাচীন রূপ ও প্রাচীন বানান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন উচ্চারণ-সূচক 'ঙ' ও 'ঞ':—সুঙরে গোসাঞি (পৃঃ ১১), দেখিলাঙ (পৃঃ ১৩), সুঙরিয়া = স্মরিয়া (পৃঃ ১১), জানিঞা (পৃঃ ৫), তেঞি = তেঁই, সেই হেতু (পৃঃ ২৫), নাঞি = নাই (পৃঃ ১১), ঠাঞি = ঠাঁই (পৃঃ ২৩), আনিঞা (পৃঃ ৭)। কিন্তু 'জননীর ঠাই' (পৃঃ ২২)—এইরূপ প্রয়োগও আছে।

'চ্ছ' এই সংযুক্ত বর্ণের স্থলে 'ত্‌স':—ইৎসা (পৃঃ ১৫), আৎসাদিল (পৃঃ ২৬)। বর্ত্তমানেও চলিত ভাষায় কখনও কখনও 'ত্‌স' স্থানে 'চ্ছ' দৃষ্ট হয়। যথা—মৎস্য = মচ্ছ; চিকিৎসা = চিকিচ্ছে, তিকিচ্ছে।

ক্রিয়াপদের রূপের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি দ্রষ্টব্য। যথা—'অহ' প্রত্যয়ান্ত অনুজ্ঞার ক্রিয়া—খসাহ (পৃঃ ৪৬), ঘুচাহ (পৃঃ ৫৪)।

ইকারান্ত বর্ত্তমান—দেই [প্রাঃ—দেদি—সং-দদাতি] (৪ পৃঃ, ৭ পৃঃ)।

১। গোবিন্দদাসের মতে সুন্দরের বাড়ী কাঞ্চননগর; তবে দক্ষিণদেশে নহে, গৌড়ে (সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৫৯৬)। কাঞ্চননগরের সহিতও রত্নপুরী ও মাণিকানগরের সাদৃশ্য আছে। এই কাঞ্চননগর হইতেই রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র কাঞ্চী নাম কল্পনা করিয়া থাকিতে পারেন।

ইকারান্ত অতীত—করি (পৃঃ ১, ৩), বলি (পৃঃ ৬), ঢালি (পৃঃ ৩৭), জিজ্ঞাসি (পৃঃ ৫৩)।

বর্ত্তমান কর্ম্মবাচ্য—করিয়ে (২ পৃঃ)।

ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি :—হব = হইবে (পৃঃ ৬), জীব = জীবিত হইবে, পাইব = পাইবে (পৃঃ ১১), করিল = করিলাম (পৃঃ ১৩), বলিল = বলিলাম (পৃঃ ২২), করিলু (পৃঃ ১০), দেখিলু (পৃঃ ১৬), বন্দিলু (পৃঃ ৪), ভবিষ্যদর্থে উপরিনির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ এখনকার দিনেও পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়।

ক্রিয়ার সহিত ক প্রত্যয়—শুনিলেক (পৃঃ ৬)।

এই প্রয়োগগুলিও লক্ষ্য করা দরকার। যথা—হকু = হউক (পৃঃ ১১), জিকু = জীবিত হউক (পৃঃ ১১), কর্য = করিও (পৃঃ ১২), ছোঁয় = ছোঁও (৩৩), লোটায় = লোটাও (৩৮), গণয়ে, পায়ে = গণয়, পায় (পৃঃ ৫৩), কোথায়ে = কোথায় (পৃঃ ৫৭)।

সর্ব্বনামের মধ্যে—তুয়া = তোমার (৪২), তুহ = তুমি (৩৮), মুঞি = আমি (পৃঃ ১৬), তেরি (পৃঃ ১), মেরি (পৃঃ ১) উল্লেখযোগ্য।

'এ'কারসাহায্যে বিভিন্ন কারক নির্দ্দেশ,—

কর্ত্তৃকারক—নরে (পৃঃ ৫), বৃকোদরে (পৃঃ ১০)। কর্ম্ম—মহাদম্ভে, বীরগুম্ভে (পৃঃ ৫), গমনে (পৃঃ ৮)। করণ—পরশনে (পৃঃ ১০)। অপাদান—স্বর্গে হৈতে (পৃঃ ১৫), ঘরে হৈতে, হাতে হৈতে (পৃঃ ২৩)। সম্বোধন পদেও একারের ব্যবহার কচিৎ দৃষ্ট হয়। যথা—ঝিয়ে (৩৮, ৬৩)।

'কে' প্রত্যয়দ্বারা এক স্থলে ষষ্ঠীর অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, জিউকে = জীবনের (৪৬)। এইরূপ 'য়' প্রত্যয়দ্বারা কর্ম্মপদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা—চোরায় = চোরাকে (৫০)। কয়েকটী শব্দের উকারান্ত প্রয়োগ লক্ষণীয় ; যথা, পিকু (পৃঃ ৫৯), একু (পৃঃ ৫৫, ৫৯)।

লিঙ্গভেদ অনেক স্থলে অনুসৃত হয় নাই। যথা—বরদাতা = বরদাত্রী (পৃঃ ৬৩, ৬৫), একাকিনী = একাকী (পৃঃ ২৮), বালা = বালক (৬), কুলবতী = কুলীন (৬৬)। বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ পদের পর নিপাতের যে রীতি আধুনিক বাংলায় চলিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বরূপ হিসাবে জ্ঞানহত পদের (৫৭) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পুস্তকে প্রাপ্ত অধুনা অপ্রচলিত বা অল্পপ্রচলিত কতকগুলি শব্দের একটি সূচী গ্রন্থশেষে প্রদত্ত হইয়াছে।

কবিশেখরের গ্রন্থে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ

সকল গ্রন্থকারই নিজ নিজ গ্রন্থে নিজের অজ্ঞাতসারেও সমসাময়িক সমাজের একটা ক্ষীণ আভাস দিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাসের সৌধ গড়িয়া তোলেন। সেই জন্য প্রত্যেক গ্রন্থ হইতেই খুঁটিয়া খুঁটিয়া এই সকল উপকরণ বাহির করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমানে আমরা কবিশেখরের কালিকামঙ্গল হইতে এই জাতীয় উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিব।

কবিশেখরের সময় বঙ্গদেশে পুরাণালোচনার বিশেষ প্রসার ছিল। তিনি নিজ গ্রন্থে পদে পদে পৌরাণিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণালোচনা সাধারণের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। নিরক্ষর অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও কথকতার বহুল প্রচারের ফলে পৌরাণিক কথা সুপরিচিত ছিল। বীরসিংহ রাজা নিয়মমত পুরাণ শুনিয়াছিলেন, এ কথা স্পষ্টভাবেই গ্রন্থমধ্যে বলা হইয়াছে। যথা,—

[লেখাপড়া]

রাণী বলে বৃথা রাজা শুনিলে পুরাণ (পৃঃ ৩৯) ; রামায়ণ পুরাণ রাজা শুনে রাত্র দিনে (পৃঃ ৫৭) ; অকারণ রায় তুমি শুনহ পুরাণ (পৃঃ ৬৬)।

তখনকার দিনে পুরাণের প্রসার এত বেশী ছিল যে, শাস্ত্রমাত্রকেই পুরাণ আখ্যায় আখ্যাত করা হইত। কবিশেখর বলিতেছেন,—

জন্মিলে মরণ হয় সকল পুরাণে কয়
তার কিছু নহে ত খণ্ডন। (পৃঃ ৪২)

পুরাণের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রেরও বহুল আলোচনা ছিল। কবিশেখর তাঁহার গ্রন্থে বিবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

ন্যায়শাস্ত্রের পঠনপাঠনের জন্য বাঙ্গালার প্রসিদ্ধি সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত ছিল। দূর দেশ হইতেও ছাত্রগণ আসিয়া বাঙ্গালার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। দক্ষিণ দেশ হইতে সুন্দর আসিয়া তাই মালিনীর নিকট নিজের আগমনের সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে একটুও অসুবিধায় পড়েন নাই। তিনি বলিলেন,—

অনেক পণ্ডিত তর্কশাস্ত্রযুত যদি বাসা পাই থাকি সেই ঠাঁই
আছয়ে এই নগরে। কহিনু তোমার তরে॥ (পৃঃ ১৬)

প্রাচীন বঙ্গে অনেক রমণীই বিদ্যার্জ্জন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। অনেকের রচিত অনেক সংস্কৃত কবিতা আজ পর্য্যন্ত জনসমাজে সুপরিচিত। বিদ্যার মুখ দিয়া সংস্কৃত শ্লোক বলান বা পুরুষের সহিত তাঁহাকে বিচারে প্রবৃত্ত করান, তাই মোটেই অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

[কলাবিদ্যা]

বিদ্যার সখীদিগের গীতবাদ্যের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তখনও বাঙ্গালায় এই কলার আলোচনা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকেরা রাধার বিরহ, মদনমঙ্গল, জয়দেবের গীত গান করিত, বীণা বাজাইত (পৃঃ ২৮), আবার পাশাও খেলিত (পৃঃ ১২)। মাল্যগ্রথন-কলা বিশেষ আদৃত ছিল এবং ইহার যথেষ্ট উৎকর্ষও সাধিত হইয়াছিল। বিনা সুতায় মালা গাঁথার ও তাহার মধ্যে ফুলের দ্বারা নানারূপ চিত্র প্রস্তুত করিবার অলৌকিক ক্ষমতা সুন্দরের ছিল (পৃঃ ২০-১)। এই ক্ষমতাই বিদ্যাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

[অলঙ্কার]

স্ত্রীলোকের অলঙ্কারপ্রিয়তা চিরপ্রসিদ্ধ। বৈদিক ঋষিও উপমাচ্ছলে অলঙ্কৃতা রমণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তবে প্রাচীন কালের অলঙ্কার আর বর্ত্তমান কালের অলঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য অনেক। প্রাচীন অলঙ্কার এখন ঐতিহাসিকের প্রিয় বস্তু ও যাদুঘরের শোভাসম্পাদক। কবিশেখরের গ্রন্থে আমরা নিম্ননির্দ্দিষ্ট অলঙ্কারগুলির উল্লেখ পাই। কর্ণালঙ্কার—তাটঙ্ক, কনকবৌলি, মদনকড়ি, রামকড়ি, মকরকুণ্ডল (পৃঃ ২৯)।

গ্রীবালঙ্কার—শতেশ্বরী হার, কেয়ূর(?) (পৃঃ ২৯)।

হস্তালঙ্কার—তাড়, কঙ্কন, কনকে গঠিত চুড়ি, কনক মাতুলী, অঙ্গুরীয়ক, দোখরী পৈছা (পৃঃ ২৯), কুলুপিয়া শঙ্খ (পৃঃ ৪৩)।

পাদালঙ্কার—পাশুলি (পৃঃ ২৯)।

কটিভূষণ—কিঙ্কিণী (২৯)।

প্রাচীন কালে কেবল স্ত্রীলোকেরাই যে অলঙ্কার পরিতেন, তাহা নহে। পুরুষের মধ্যেও অলঙ্কারব্যবহারের প্রচলন ছিল। এখন বাঙ্গালী পুরুষ অঙ্গুরীয়ক (ও কোন কোন স্থলে সূক্ষ্ম হার) ছাড়া অন্য সমস্ত অলঙ্কারের ব্যবহার একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে। তবে কবিশেখরের সময়েও পুরুষের মধ্যে অলঙ্কার-ব্যবহার একেবারে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে নাই। তিনি কেবল পুরুষ দেবতাদেরই যে অলঙ্কারের বর্ণনা করিয়াছেন, এমন নহে, সাধারণ মানুষেরও অনেক

অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত গণেশের চরণে নূপুর (পৃঃ ১)। বিদ্যার উদ্দেশে যাত্রার সময় সুন্দরের খুঙ্গির ভিতর ছিল 'স্বর্ণময় অলঙ্কার যত মনোহর' (পৃঃ ৬)। যাত্রাকালে গোপনে যাইতেছিলেন বলিয়া বোধ হয়, সেগুলি পরেন নাই। বর্দ্ধমানে পৌছিলে পর দেখি, তাঁহার পায়ে রতন-জড়িত জুতা, গলায় রত্নের হার, দুই হাতে বালা, আঙ্গুলে মাণিক অঙ্গুরী, হাতে কনকের তাড়, বাহুমূলে সোনার মাদুলি এবং কানে মকরকুণ্ডল (পৃঃ ১৪)।

[পোষাক]

প্রাচীন সাহিত্যে পোষাকের মধ্যে নানারূপ কাপড়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিশেখর সুন্দরের পোষাকের মধ্যে ক্ষীরোদবাস, সামলি গামছা, রতন-জড়িত জুতা ও দিব্য ছাতির উল্লেখ করিয়াছেন (১৪ পৃঃ)। বিদ্যার পোষাকের মধ্যেও ক্ষীরোদবাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (পৃঃ ২৯)।

[অনুলেপনাদি]

চন্দনানুলেপন পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল (পৃঃ ১৪, ২৬)। স্নানের সময় নারায়ণ তৈল মাখিবার প্রথা ছিল (পৃঃ ২৬)। কেশসংস্কারের জন্য আমলকীগন্ধ ব্যবহৃত হইত (পৃঃ ২৬)। কবিশেখর খোপার মধ্যে মাণিক (পৃঃ ২৯) ও মালতী ফুল (পৃঃ ২) ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন।

[খাদ্য দ্রব্য]

বাঙ্গালীর ভোজনপ্রিয়তা অতি প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যও সেই ভোজনপ্রিয়তার সাক্ষ্য প্রদান করে। বাঙ্গালার প্রাচীন বহু গ্রন্থে খাদ্য দ্রব্যের ও রন্ধনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সকল বিবরণ বর্ত্তমান কালে বিশেষ উপভোগ্য। কবিশেখর যে সকল খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের একটী তালিকা আমরা দিতেছি। (১) ক্ষীরখণ্ড—৭ পৃঃ, (২) চিড়াকলা—পৃঃ ৭, (৩) নাভরা ব্যঞ্জন—৭ পৃঃ, (৪) মধুলুচি—৭ পৃঃ, (৫) পদ্মচিনি—৭ পৃঃ, (৬) কলাবড়া—৭ পৃঃ, (৭) গঙ্গাজল লাড্ডু—৭, ২৫ পৃঃ, (৮) তোড়ানি—৭ পৃঃ, (৯) পলাকড়ি—৭ পৃঃ, (১০) মাহেযিয়া দধি—২৫ পৃঃ, (১১) ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ—২৫ পৃঃ, (১২) দিব্য ফেনি—২৫ পৃঃ।

[বাদ্য]

অধুনা অপ্রচলিত বিবিধ বাদ্যের নাম কবিশেখরের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বহু বাদ্য যে সে যুগে প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার 'ব্যালিশ বাজনার' উল্লেখ (৪০ পৃঃ)। তবে এই বিয়াল্লিশ রকম বাজনা কি কি, তাহার নাম তিনি করেন নাই। তিনি কয়েকটী বাজনার নাম করিয়াছেন,—করতাল, কাহাল, জয়ঢোল, জগঝম্প (পৃঃ ৭), মাদল, কাঁসর, দামামা, দগর (১৮ পৃঃ), রণপুর (৪৬)।

[ধর্ম্মানুষ্ঠান উৎসবাদি]

বিদ্যার বারমাসীতে বাঙ্গালা দেশের উৎসবের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতে কালীপূজা ও দোলযাত্রা ছাড়া অন্য কোনও উৎসবের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিশেখর বিবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সকল অনুষ্ঠানই যে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এমন বলা যায় না। অনেক স্থলে সাধারণের মন ইহাদের দিকে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই এই বর্ণনা। তবে দেবীপূজায় বিবিধ পশুবলি, নিজ অঙ্গবলি, শ্মশানসাধনা তখনও অপ্রচলিত হইয়া পড়ে নাই। বিদ্যা কর্ত্তৃক কালীপূজার উল্লেখ হইতে অবিবাহিতা কুমারীদিগের মধ্যেও দেবীপূজা প্রচলিত ছিল, বুঝিতে পারা যায়। তখনকার দিনে মেয়েরা কালিকার ব্রত (৫৭) পালন করিতেন ; বোধ হয়, এই উপলক্ষে আট দিন যাবৎ পূজা ও উৎসব চলিত (৬৩, ৬৬)। শাস্ত্রীয় কোন্ বিধান অনুসারে এই অনুষ্ঠান হইত বলা দুষ্কর।

কবিশেখর গান্ধর্ব্ব বিবাহেরও একটী বর্ণনা দিয়াছেন। তবে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বোধ হয়, কবিশেখরের সময় নামমাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল। ইহার প্রচলন তখনু ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই বিবাহের অঙ্গস্বরূপ ঘটস্থাপন ও সূর্য্যোপাসনার উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বঙ্গের বাহিরের তীর্থস্থানের মধ্যে কবিশেখর কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছেন—বৃন্দাবন, বারাণসী, জগন্নাথক্ষেত্র

এবং গয়া (পৃঃ ৩)। ইহাদের মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রেরই পূর্ণ বিবরণ, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে দিতে হইয়াছে (পৃঃ ৭-৮)। আশ্চর্য্যের বিষয়, গয়া ও কাশীর সহিত কবিশেখর প্রয়াগের উল্লেখ করেন নাই। বাঙ্গালা দেশের তৎকালীন বহু শাক্ত দেবস্থানের উল্লেখ, দিগ্‌বন্দনা প্রসঙ্গে কবিশেখর করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাহাদের সকলগুলির বর্ত্তমান অবস্থান এখন ঠিক করিতে পারা যায় না। বর্দ্ধমানে বিস্তার গঙ্গাজলে স্নানের উল্লেখ (পৃঃ ২২) হইতে মনে হয়, তখনকার দিনেও এখনকার মত সমস্ত ধনীর গৃহে অতি দুর হইতেও গঙ্গাজল আনিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখা হইত এবং সমস্ত কর্ম্মকার্য্যে উহা ব্যবহার করা হইত।

[তখনকার তীর্থস্থান]

উপসংহার

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার তের বৎসর পরে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত ইহার দ্বিতীয় পুথি না পাওয়ায় স্থানে স্থানে অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ মূল পাঠের কোনও পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয় নাই। ভূমিকার প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরে কালিকামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে যে সমস্ত নবীন তথ্য বিভিন্ন মনীষিকর্তৃক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ বা আলোচনা করা হইয়াছে। পূর্বসংস্করণে পরিষদের পুথিশালার কবিচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের খণ্ডিত পুথি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইলেও অনবধানতাবশত বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতৃগণের নামের তালিকা হইতে কবিচন্দ্রের নাম বাদ পড়িয়াছিল। এ সংস্করণে সে ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে। পূর্বে অনুল্লিখিত কতকগুলি শব্দ শব্দসূচীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—কতকগুলি শব্দের অর্থ সংশোধিত হইয়াছে। ছন্দ ও রাগরাগিণীর সূচী এবারে নূতন যোগ করা হইয়াছে—নামসূচী ও ভৌগোলিক সূচী অপ্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ও পরিষৎপুথিশালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় নানাভাবে আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

অশোকাষ্টমী
১৩৫০

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গল-জাগরণং লিখ্যতে ॥

গণেশবন্দনা ॥

কামোদরাগ ।

জয় জয় লম্বোদর আদি পুরুষবর
জগদীশ জগত-কারণ ।
জয় প্রভু গণরায় প্রণাম তোমার পায়
কৃপা কর গজেন্দ্র-বদন ॥
বন্দোঁ গণপতি গৌরীর তনয় ।
যে তোমার পাদপদ্ম চিত্তে করয়ে সদ্ম
তারে তুমি হওত সদয় ॥
ব্যাস আদি কবি যত তোমার চরণে নত
করিলেন পুরাণ প্রকাশ ।
যত কিছু ভেদাভেদ ব্যক্তাব্যক্ত চারি বেদ
কৃপা করি পূরাইলে আশ ॥
নিগম কলপতরু সকল বিদ্যার গুরু
জপমালা কুশ পাশ করে ।
প্রভাত কালের রবি সু-রঙ্গ দেহের ছবি
কুঙ্কুম চর্চ্চিত কলেবরে ॥
খর্ব্ব পীবর ঠান দ্বিপচর্ম্ম পরিধান
সিন্দুরে মণ্ডিত গণ্ডস্থল ।
জটাজূট শিরে শোভে[1] অলিকুল ফিরে লোভে
মদগন্ধে হইয়া বিকল ॥[2]
নাভি গভীর সর বাহু লম্ব সিকবর (?)
গলে শোভে পারিজাতমালা ।
গলে যোগপাটা সাজে চরণে নূপুর বাজে
কে বুঝিতে পারে তব লীলা ॥
ব্যক্তাব্যক্ত সৃষ্টি স্থিতি
তুমি নাথ পালন প্রলয় ।
... ...
রিপুকুলে নাহি করে ভয় ॥
কৃপা কর দেবরাজ উরহ আসর মাঝ
মৃত্যুদোষ করহ মোচন ।
বলরাম চক্রবর্ত্তী মাগে তব পদে ভক্তি
কর প্রভু কৃপাবলোকন ॥

[রামবন্দনা]

গৌরীরাগ ।

অযোধ্যা নগরে হরি লোকের উদ্ধার করি
কৌশল্যানন্দন বন্দোঁ রাম ।
অপরাধ ক্ষম মেরি শরণ লইনু তেরি
প্রণত জনের পুর কাম ॥
বন্দোঁ রাম কমললোচন ।
কোদণ্ড শোভয়ে হাতে সীতা শোভে বাম ভিতে
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ ॥
সম্মুখেতে হনুমান্ অনুক্ষণ করে ধ্যান
চাঁদ বয়ান দেখে শোভা ।
সীতার জীবন-বন্ধু অশেষ গুণের সিন্ধু
নীল ইন্দীবরদল আভা ॥
শারদ চাঁদের আভা মুখরুচি করে শোভা
শিরে শোভে কনকমুকুট ।
কামের কামান ভুরু অশেষ লাবণ্য গুরু
মাথায় শোভয়ে জটাজূট ॥
দুই পদ ইন্দীবর নাভি গভীর সর
অজানুলম্বিত বাহুদণ্ড ।
গলায় রতনহার উপমা নাহিক জার
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড ॥[3]
পরিধান পীত বাস মুখেতে মধুর হাস
পুরাতন পুরুষপ্রধান ।

১। তন্ত্রসারোক্ত একপঞ্চাশৎ গণেশের মধ্যে একজনের নাম জটী।
২। তুল :—'প্রস্তন্দনন্দনগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্'—গণেশধ্যান।
৩। কুণ্ডল আগণ্ডবিলম্বী হওয়ায় কুণ্ডলের দ্বারা গণ্ডের শোভা হইয়াছিল।

অখিল তন্ত্রের গুরু নির্ম্মল কল্পতরু
রিপুনাশ হেতু ধর বাণ ॥
রামচন্দ্র নাম ধরি লোকের উদ্ধার করি
রঘুবংশ করিলে পালন।
লোকের নিস্তার হেতু বাঁধিলে সমুদ্রে সেতু
দেবরিপু বধিলে রাবণ ॥
অনাথের নাথ রাম পূরহ ভকত-কাম
চরণে করিয়ে পরিহার।
বলরাম চক্রবর্ত্তী মাগে তব পদে ভক্তি
অপরাধ ক্ষম একবার ॥

[সরস্বতী-বন্দনা[১]]

শ্রীরাগ ॥

ইন্দু-কুন্দ-ক্ষীরসিন্ধুবিন্দু রদ আভা।
পুণ্ডরীক সম কম্বুগ্রীবাধিক শোভা ॥
বন্দোঁ বন্দোঁ সরস্বতী বচনবাদিনী।
দীপ্তরৌপ্যগিরিকরসমানবরণী ॥
শ্বেতপদ্মকৃতসদ্ম করে যন্ত্র তন্ত্র।
মৃদঙ্গনাদিনী রঙ্গে সুবলিত মন্ত্র ॥
করিকুম্ভকৃত দম্ভ কুচদ্বন্দ্ব হরে।
বিম্বওষ্ঠকৃতদম্ভ রঙ্গ রাগ করে ॥
দেহ চণ্ড করে খণ্ড ঘোর অন্ধকারে।
অঙ্গরাগ নাগদণ্ড সুর শঙ্খ সারে ॥
শোভন তাটঙ্ক কর্ণে করে দোলমান।
মালতীমণ্ডিত খোপা শোভে কেশজাল[২] ॥
নিরবধি পরিধান ধবল বসন।
সেবন করয়ে ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥
জগতজননী যারে হও কৃপাদৃষ্টি।
সভামাঝে তার বাক্য জেন সুধাবৃষ্টি ॥

জেই জন তোমার কমল-পদ ভজে।
বিদ্যা-রস-সাগরেতে সেই জন মজে ॥
সবে মাত্র তোমা কিছু জানে পঞ্চানন
ব্রহ্মা আদি নাতি……… ॥[৩]
কৃপা কর সরস্বতি উরহ আসরে।
বলরাম বলে কৃপা করহ কিঙ্করে ॥

[চৈতন্য-বন্দনা]

সুই রাগ ॥

নবদ্বীপে বন্দোঁ হরি দ্বিজরূপে অবতারি
চৈতন্য চৈতন্য দিল নরে।
অনাথ জনেরে ধরি সঘনে বলায় হরি
পার কৈল এ ভবসাগরে ॥
কনক গউর দেহা কপট সন্ন্যাসী নেহা
নিত্যানন্দ দোসর সন্ন্যাসী।
অনেক ভকত সঙ্গে ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে
প্রেমে[৪] তনু অভিলাষী ॥
ঘন বলে হরিবোল বাজান কর্ত্তাল খোল
সঘনে নাচয়ে বাহু তুলি।
কমললোচনে ঘন প্রেম-জল বরিষণ
হরিরসে হইয়া আকুলি ॥
হরিরসে হৈয়া ভোর পরিয়া কৌপীন ডোর
হরি হরি সঘনে বলাই।
ধন্য শচী ঠাকুরাণী পুত্রভাবে চক্রপাণি
নিজ ঘরে রাখিবারে চাই ॥
না শুনে মায়ের বোল হরিরসে হৈয়া ভোল
সন্ন্যাসে চলিল দ্বিজমণি।
নিত্যানন্দ আদি সঙ্গে ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে
হরিনামে উদ্ধারে ধরণী ॥
জগাই মাধাই নাম অশেষ পাপের ধাম
প্রাণ বধে হৈয়া দুরন্ত।

১। এই অংশের পাঠ অত্যন্ত অশুদ্ধ; প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা দুষ্কর। যতদূর সম্ভব, আনুমানিক শুদ্ধ পাঠ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লিপিকর সংস্কৃতজ্ঞ না হওয়ায় সংস্কৃতবহুল অংশ নকল করিতে সকল স্থলেই ভুল করিয়াছেন।

২। সরস্বতীর কেশ-বেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনার জন্য অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকৃত 'সরস্বতী' দ্রষ্টব্য।

৩। পত্রের পার্শ্বদেশ ছিঁড়িয়া যাওয়ায় এই স্থান পড়িতে পারা যায় নাই।

৪। এই স্থানে একটী শব্দ ত্রুটিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

দিয়া তারে হরি-রস　　করিলে জীবের বশ
হরিরসে হৈয়া তারা অস্ত ॥
কলি ঘোর দরশনে　　উদ্ধারিলে সর্ব্বজনে
অকিঞ্চনে দিয়া হরিনাম।
চৈতন্যচরণ-পদ্ম　　চিত্তেতে করিয়া সদ্ম
বিরচিলা দ্বিজ বলরাম ॥

[দশাবতার-বন্দনা]

নায়র গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ। ধ্রু।

প্রণতি করিয়া বন্দোঁ দশ অবতার।
মীনরূপে কৈলে প্রভু বেদের উদ্ধার ॥
পৃষ্ঠেতে ধরিলে ক্ষিতি কূর্ম্ম ধরাধর।
বরাহরূপেতে দন্তে ধরিলে সংসার ॥
নৃসিংহরূপেতে বন্দোঁ দেবতা শ্রীহরি।
হিরণ্যকশিপুতনু নখেতে বিদারি ॥
বলিরে ছলিতে রূপ বন্দোহু বামন।
পদনখনীরে জীব করিলে পালন ॥
বন্দোহু পরশুরাম ক্ষত্রিয়-নিধন।
নিঃক্ষত্রিয় করি কৈল ক্ষিতির পালন ॥
রাম অবতার বন্দোঁ বধিলে রাবণ।
সীতার চরণ বন্দোঁ সুন্দর লক্ষ্মণ ॥
ভারাবতারণে বন্দোঁ রাম দামোদর।
গোপগোপীগণ বন্দোঁ গোকুল নগর ॥
বৃন্দাবন বন্দোঁ আর আবাল গোপাল।
যমুনার তীরে বন্দোঁ বিনোদ রাখাল ॥
বৌদ্ধরূপ বন্দোঁ বেদ করিলে নিধন।
কলিরূপে[১] বন্দোঁ আমি দেব নারায়ণ ॥

[অন্য দেবাদি বন্দনা]

...[২]দেব জগন্নাথ।
সুভদ্রা বলাই বন্দোঁ যোড় করি হাত ॥
বারাণসীক্ষেত্র বন্দোঁ গয়া গদাধর।
অতুল মহিমা বন্দোঁ প্রভু তারেশ্বর[৩] ॥

নবদ্বীপের চাঁদ বন্দোঁ শচীর কুমার।
হরিনাম দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার ॥
পঞ্চ দেবতা বন্দোঁ দশ দিক্‌পাল।
একাদশ রুদ্র বন্দোঁ ভৈরব বেতাল ॥
নবগ্রহগণ বন্দোঁ পঞ্চদশ তিথি।
যোগ করণ তারা সপ্তবিংশতি ॥
সপ্ত সমুদ্র[৪] বন্দোঁ অষ্ট কুলাচল[৫]।
গঙ্গাদেবী বন্দোঁ কর করিয়া যুগল ॥
কামরূপে কামাখ্যা বন্দোহু যোড়পাণি।
লক্ষ লক্ষ সঙ্গে বন্দোঁ ডাকিনী যোগিনী ॥
জ্বালামুখী রৌদ্রমুখী উর্দ্ধকপালিনী।
জল অপেক্ষণ যথা জনমে আগুনি ॥

[দিগ্‌বন্দনা]

তিলট কোণায় বন্দোঁ দেবী সিদ্ধেশ্বরী।
বিক্রম আদিত্য যথা নিত্য পূজা করি ॥
আমুয়া মুলুকে বন্দোঁ দেবী ভদ্রকালী।
কালীঘাটে ভদ্রকালী[৬] করহ শিয়লি ॥
বালিডাঙ্গায় বন্দিলাম দেবী রাঢ়েশ্বরী।[৭]
ভাঙ্গাডা ধামেতে বন্দোঁ চামুণ্ডাসুন্দরী ॥
সমুখে সরোবর দেখি সুশোভন।
ব্রত সাঙ্গ কৈল যথা বিদ্যাধরীগণ ॥
ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার বন্দিনু চরণ।[৮]
পাড়া আম্বুয়ায় কামারবুড়ী বন্দোঁ একমন ॥

১। বিশুদ্ধ পাঠ 'কল্কিরূপে' বলিয়া মনে হয়।
২। পত্রের পার্শ্বদেশ ছিন্ন হওয়ায় এই অংশ লুপ্ত হইয়াছে।
৩। রামদাসকৃত অনাদিমঙ্গল (পৃ. ৩)।

৪। প্রাচীন গ্রন্থে ও গণিত-জ্যোতিষে সমুদ্রের সংখ্যা চারি। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল, এই সপ্ত পদার্থে সপ্ত সমুদ্র পূর্ণ, এইরূপ ধারণা।

৫। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র, এই সপ্ত কুলপর্ব্বত প্রসিদ্ধ। ভাগবতে (৮।৭।৬) মন্দরপর্ব্বতকেও কুলাচল বলা হইয়াছে। কুলাচলের মধ্যে মন্দরপর্ব্বতের গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ অষ্ট কুলাচল হয়। শঙ্করাচার্য্য অষ্ট কুলাচল ও সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মোহমুদ্গর, ১০ম শ্লোক।

৬। রামদাসকৃত অনাদিমঙ্গল (পৃ. ৩)।

৭। রাঢ়েশ্বরী ক, ক, চ, ১৮।

৮। ক, ক, চ, ১৮। রামদাসকৃত অনাদিমঙ্গল (পৃ. ৩)।

মৌলায় রঙ্কিণী[১] বন্দোঁ যোড় করি পাণি।
ভাণ্ডারহাটে বন্দিলাঙ সাবিত্রী গোসানি ॥
বিক্রমপুরে বিশালাক্ষী বন্দিলাম থাটে।[২]
রাজবল্লভী বন্দোঁ রাজবল হাটে ॥[৩]
জরুড়ের[৪] ভগবতীর চরণ বন্দিয়া।
আমতার মেলাই[৫] বন্দোঁ একমন হৈয়া ॥
দাধার চণ্ডিকা বন্দোঁ যোড় করি পাণি।
বালিয়ায় বন্দিলাম জয়সিংহবাহিনী ॥
ঘুরাল্যে মাখাল বন্দোঁ পুরাসের ঘাটু।
তালপুরে ষষ্ঠী[৬] বন্দোঁ হাসনানের বটু ॥
কালীঘাটে বন্দিলাম দেবী ভদ্রকালী।
ব্রহ্মা স্থাপিয়া যথা দিল অঙ্গবলি ॥
সঙ্গীত রচিতে মাতা কহিলে আপনি।
উরহ আসর মাঝে কঙ্কালমালিনী ॥
স্বপনে কহিলে মোরে দেবী কাত্যায়নী।
স্মরণ করিলে মাত্র আসিবে আপনি ॥
নাহি জানি তাল মান নাহি জানি ছন্দ।
আসর রঞ্জায়্যা তুমি করহ প্রবন্ধ ॥
সেবক স্মরণ করে উরহ আসরে।
উরিয়া করহ কৃপা প্রণত কিঙ্করে ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দোঁ দেবী সিদ্ধেশ্বরী।
চাম্পানগরে[৭] বন্দোঁ দেবী বিষহরী ॥
ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ মস্তকের পাগে।
গীতের ভাল মন্দ দায় সবাকারে লাগে ॥

অন্তরীক্ষচর আর কুজ্ঞানী বিজ্ঞানী।
মস্তকের পাগে বন্দোঁ যোড় করি পাণি ॥
বিনি অপরাধে মোর আসরে দেই ঘা।
নিজ গুরুর মাথায় পাথালে বাম পা ॥
সভার পণ্ডিত বন্দোঁ আর গুরুজন।
অপরাধ মাগ্যা লই বন্দিলু চরণ ॥
দোষ বিনে গুণ কভু না ধরি শরীরে।
অপরাধ যত কিছু ক্ষেমিবে আমারে ॥
একে একে বন্দিলাম সভার চরণ।
ব্যাস বাল্মীকি আদি যত মুনিগণ[৮] ॥
ভকতি করিয়া বন্দোঁ গুরুর চরণ।
যাঁহার কবিত্ব আমি গাই অনুক্ষণ ॥
অজ্ঞানতিমির মহা ঘোরদরশন।
প্রসন্ন করিলে দিয়া জ্ঞান অঞ্জন ॥[৯]
পিতার চরণ বন্দোঁ হৈয়া একমন।
অবনি লোটায়্যা বন্দোঁ মায়ের চরণ ॥
মাতা হৈতে দেখিলাম সয়ালের মুখ।
আমা পুত্র হৈতে মা পাইলা বড় দুঃখ ॥
কার নাম জানি কারো নাম নাহি জানি।
একে একে বন্দিলাম যোড় করি পাণি ॥
বন্দনা বন্দিতে ভাই হয় অনেকক্ষণ।
গাও ভাই পালি গানি গীতে দেহ মন ॥
কালীপদসরসিজে করিয়া প্রণাম।
দিগ্‌বন্দনা গান দ্বিজ বলরাম ॥

বন্দনা সাঙ্গ ॥

গীত আরম্ভ ॥

[সুন্দর কর্ত্তৃক কালিকার পূজা]

পাইয়া উপাক্ষণ নৃপতি-নন্দন
পূজয়ে দেবী ভদ্রকালী।

১। ক, ক, চ—১৭। ক, ক, চতে ঘাটশিলা, পাঁচড়া ও ভেরুয়ার রঙ্কিণীদেবীরও উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। 'বিক্রমপুরের বন্দিলাম বিশাল লোচনী' (রামদাসকৃত অনাদিমঙ্গল, পৃ. ৬)।

৩। ক. ক. চ.—১৮। 'বিশালাক্ষী বন্দিলাম রাজবোলহাটে'—অনাদিমঙ্গল, (পৃ. ৬)।

৪। 'জোড়ুরেতে নাম মায়ের ভোগবতী ঠাকুরাণী' (রামদাসকৃত অনাদিমঙ্গল, পৃ. ৬)।

৫। ক. ক. চ.—১৮। রামদাসের অনাদিমঙ্গল (পৃ. ৬)।

৬। ক. ক. চ.—১৮। রামদাসকৃত অনাদিমঙ্গল (পৃ. ৬)।

৭। ইহা বেহুলার স্মৃতিপূত চম্পকনগর হইতে পারে।

৮। এই প্রসঙ্গে কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় কবির—বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দরকাব্যরচয়িতার অনুল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৯। তুল :—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

রজনী নিশাভাগে মন্ত্র জপি জাগে
শতেক ছাগ দিয়া বলি ॥
জবা পুষ্প শত চন্দনে ভূষিত
নৈবেদ্য দিয়া ধূপ ধুনা।
প্রণতি নুতি স্তুতি করিয়া ভকতি
পূজয়ে দেবী ত্রিনয়না ॥
সমরে চণ্ড মুণ্ড করিলে খণ্ড খণ্ড
রক্তবীজে কৈলে নাশ।
করিয়া মহাদম্ভে বধিলে বীর শুম্ভে
গগনে করিলে নিবাস ॥
যতেক গোপনারী তোমার পূজা করি
স্বামী পাইল নারায়ণ।[১]
করিয়া তোমা পূজা আপনি রাম রাজা
বধিল বীর দশানন ॥
রঙ্কিণী শূলিনী নৃমুণ্ডমালিনী
তোমারে গায় হরিবংশে।
তোমার পূজা করি আপনি শ্রীহরি
তবে সে জিনিলা কংসে ॥
কামের নন্দন হৈয়া একমন
তোমারে করিল স্তুতি।
তোমার চরণ করিয়া পূজন
তবে সে পাইল উষাবতি ॥[২]
তোমার চরণ করিল পূজন
অর্জ্জুন একমন হৈয়া।
সেই সে কারণ প্রভু নারায়ণ
সুভদ্রা তারে দিল বিয়া ॥
এতেক স্তবন নৃপতি-নন্দন
সুন্দর করে বারে বার।
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী কাত্যায়নী
কপালে পড়িল টঙ্কার ॥
চামুণ্ডা বলে হাসি শুন লো প্রিয় দাসি
কে মোরে স্মরণ করে।
যক্ষ রক্ষ কিবা কিন্নর কিন্নরী
কিবা নাগলোক নরে ॥
শীঘ্র খড়ি পাতি[৩] বলহ যুবতি
কে মোরে করয়ে স্মরণ।
কিসের কারণ চঞ্চল হয় মন
ঠেকয়ে দশনে দশন ॥
সর্ব্বতোভদ্র[৪] পাতি বিমলা[৫] যুবতী
জানিঞা তারে কিছু বলে।
শ্রীকবিশেখর করিয়া যোড় কর
বলে কালীপদতলে ॥

১। পৃথিবীতে যে যাহা কিছু বড় কাজ করিয়াছে, তাহা সকলই দেবীর অনুগ্রহে, ইহা প্রমাণ করাই এই কয় পঙ্‌ক্তির উদ্দেশ্য। ঠিক এই ভাবেই এই ঘটনাগুলির উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া না গেলেও শাক্তদিগের ধারণা এইরূপই। অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য অন্য দেবতার উপাসকগণ সেই সেই দেবতার এইরূপ মহিমা প্রচার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিবপুরাণের ভৌমসংহিতার মতে পুত্র না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ শিবোপাসনার জন্য কৈলাসে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মযামলোক্ত সূর্য্যকবচের মতে এই কবচের জ্ঞান ও ধারণের ফলেই মহাদেব গণাধিপতি, বিষ্ণু জগৎপালক ও ইন্দ্রাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য গোপীগণ কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান ও ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন (ভাগবত ১০।২২)।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য রাধিকাকে চণ্ডীপূজা মানত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।—(কৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃ, ৩৪১)।

২। কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে (পরিষদের পুথি, পত্র ১০খ) স্বামিলাভের জন্য উষার গৌরীপূজার কথা আছে। ভাগবতে কিন্তু এই বিষয়ের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩। খড়ি পাতি—খড়ি দিয়া লিখিয়া ও গণনা করিয়া।

৪। সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল।

৫। দেবীপুরাণে নৌকাবাহিনী এক বিমলা দেবীর উল্লেখ আছে। কালিকাপুরাণের মতে বাসুদেবের নায়িকা বিমলা। পীঠবর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভৈরব জগন্নাথ এবং দেবী বিমলা। (শব্দকল্পদ্রুমে বিমলা শব্দ দ্রষ্টব্য)।

[বিমলা কর্ত্তৃক কালিকার নিকট সুন্দরের বৃত্তান্তকথন]

পয়ার ॥

বিমলা বলেন মাতা কর অবধান।
যে জন স্মরণ করে কহি তব স্থান ॥
মাণিকানগরে[১] রাজা শ্রীগুণসাগর[২]।
স্মরণ করয়ে তার কুমার সুন্দর ॥
বীরসিংহ নৃপতির কন্যা বিদ্যা সতী।
লোকমুখে শুনিলেক বড় রূপবতী ॥
বিদ্যারে করিতে বিভা তাহার কারণ।
তেঞি সে সুন্দর করে তোমারে স্মরণ ॥
করযোড়ে বিমলা এতেক বাক্য বলি।
বর দিতে সুন্দরে চলিলা ভদ্রকালী ॥
শ্মশান-মণ্ডপে যথা মন্ত্র জপ করে।
হাসিয়া চামুণ্ডা দেখা দিলেন সুন্দরে ॥

[ভদ্রকালী কর্ত্তৃক সুন্দরকে বরদান][৩]

কিসের কারণে বালা মোরে জপ কর।
আমি দেবী ভদ্রকালী মাগ্যা লহ বর ॥
এতেক কালীর বাক্য শুনিঞা কুমার।
প্রদক্ষিণ নুতি স্তুতি কৈল শতবার ॥
করাঞ্জলি হৈয়া বলে পূর মোর আশা।
তোমার চরণপদ্ম কেবল ভরসা ॥
সকলি জানহ মাতা মনের মানস।
আপনি সৃজিলে তুমি নরনারী-রস ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
নিভৃতে বিদ্যার সনে হৈব দরশন ॥
দয়া কর ভদ্রকালি দেহ মোরে বর।
একেলা যাইব আমি দেশ দেশান্তর ॥
হাসিয়া বলেন কালী শুনহ কুমার।
স্মরণ করিলে দেখা পাইবে আমার ॥
লহ মোর নিদর্শন সুয়া করি হাথে।
কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জানে সুয়া বিচারে পণ্ডিত।
প্রেমালাপে সুয়া সনে পাবে বড় প্রীত ॥
কার্য্যসিদ্ধি হব পুত্র করহ গমন।
থাকিব তোমার সঙ্গে আমি অনুক্ষণ ॥
এতেক বলিয়া মাতা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সুয়া বলে শুভ ক্ষণে করহ পয়ান ॥
দ্বিতীয় লোকেরে নাহি কহে এই কথা।
গুণবতী নাহি জানে সুন্দরের মাতা ॥
গুণসাগর রাজা ইহা নাহি জানে।
না কহিল সুন্দর মাধব ভাট[৪] স্থানে ॥

[বিদ্যার উদ্দেশ্যে সুন্দরের যাত্রা]

ধরিল পড়ুয়া বেশ সুন্দর কুমার।
উদ্দেশে গুরুর পদে কৈল নমস্কার ॥
স্বর্ণময় অলঙ্কার যত মনোহর।
বহুমূল্য ধন রাখে খুঙ্গির ভিতর ॥
করিয়া উত্তর মুখ চলিল কুমার।
শ্রীকবিশেখর কহে দাস কালিকার ॥
রাজার কুমার তবে চলিল একেলা।
কক্ষতলে খুঙ্গি পুথি নৃপতির বালা ॥
নিশির ভিতরে বালা গেল বহুদূর।
খুরদা এড়ায়্যা গেল শ্বেতরাজার পুর ॥

১। বিভিন্ন গ্রন্থে এই নগরের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরে ও কাশীনাথের বিদ্যাবিলাপে যথাক্রমে এই নগরের নাম রত্নাবতী ও রত্নপুরী। গোবিন্দদাসকৃত বিদ্যাসুন্দরে ইহার নাম কাঞ্চননগর (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃ. ৪৮৯)। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের হাতে ইহা কাঞ্চীরূপে পরিণত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার পিতা বীরসিংহের বাসস্থান 'কাঞ্চপুর' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নিয়মে তরুণে তেজা বীরসিংহ মহারাজা
নিবাস করএ কাঞ্চপুরে।—(পরিষদের পুথি)।

২। বররুচি ও কাশীনাথের মতে গুণসাগর। কবিচন্দ্র, কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্রের মতে গুণসিন্ধু।

৩। এই বরদান বিষয় অন্যান্য বিদ্যাসুন্দরকাব্যে পাওয়া যায় না।

৪। ভাটের নাম কবিচন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের মতে গঙ্গাভাট।

চড়ই পর্ব্বত বালা পশ্চাত করিয়া।
শালগিরি পর্ব্বতেতে উত্তরিল গিয়া॥
না করে বিলম্ব ঝাট্ ঝাট্ চলে বালা।
কোথা ক্ষীর খণ্ড খায় কোথা চিড়া কলা

[সুন্দরের পুরীদর্শন]

সুয়ার সহিত[1]……কুতূহলে।
প্রবেশ করিল গিয়া দেশ নীলাচলে॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া পুরী জিজ্ঞাসে সুয়ারে।
কেমত দেবতা এই পুরীর ভিতরে॥
সুয়া বলে কহি শুন রাজার নন্দন।
পুরীর ভিতরে অবতারি নারায়ণ॥
পরমপুরুষ জগন্নাথ নীলাচলে।
মহিমা কহিতে পারি পঞ্চমুখ হৈলে॥
দারুরূপে অবতারি প্রভু জগন্নাথ।
নাহি ভেদ চারি বর্ণে কিন্যা খায় ভাত[2]।
কুমার বলেন চল দেখি জগন্নাথ।
সর্ব্বতীর্থ দেখাইবে কিন্যা খাব ভাত॥
দেখাইতে চাহ সুয়া যত আছে ইথে।
সফল করিব আখি তোমা সুয়া হৈতে॥
কথোপকথনে তথা পুরী প্রবেশিয়া।
একে একে দেখে পুরী সুখে জিজ্ঞাসিয়া॥
সুভদ্রা বলাই সঙ্গে দেখে জগন্নাথ।
প্রদক্ষিণ স্তুতি স্তুতি কৈল প্রণিপাত॥
বটবৃক্ষে[3] নৃপসুত দিল আলিঙ্গন।
দশ অবতার দেখে দেউল বেষ্টন॥
দেখিল রোহিণীকুণ্ডে বাজে করতাল।
নানাবিধি বাদ্য বাজে ফুকরে কাহাল॥
জয়ঢোল বাজে কোথা বাজে জগঝম্প।
শব্দ শুনিয়া কোথা উপজয়ে কম্প॥
দেখিল রন্ধনশালে অনেক ব্রাহ্মণ।
কেহ রান্ধে কেহ বাড়ে রহে অনুক্ষণ॥
শ্বেতগঙ্গা স্নান করি মাধব দেউলে।
মার্কণ্ড হ্রদে[4] স্নান করে কুতূহলে॥
কৌতুকে দেখিয়া ফিরে অন্নের বাজার।
হরিষে সকল দ্রব্য কিনিল কুমার॥
কিনিয়া খাইল অন্ন নাভরা ব্যঞ্জন।
মধুলুচি ছেনা লাড্ডু কিনিল তখন॥
পদ্মচিনি কলাবড়া লাড্ডু গঙ্গাজল।
খাইল তোড়ানি কিনি অমৃত তরল॥
শাক সুপ পলাকড়ি ভাজা কিনে সুখে।
কৌতুকে আনিঞা অন্ন কেহ দেই মুখে॥
ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করি পুনঃ গেলা পুরী।
সমুখে দেখিল প্রভুর বিমলা ঈশ্বরী॥
কুমার বলেন সুয়া কহ শুনি কথা।
প্রভুর সমুখে কেন বিমলা দেবতা॥
সুয়া বলে কহি শুন রাজার কুমার।
শ্রীকবিশেখর কহে দাস কালিকার॥

[জগন্নাথপুরীর উৎপত্তি-বিবরণ][5]

সুই রাগ।

শুনহ নৃপতিসুত উৎকল খণ্ডের মত[6]
আছিল দ্রাবিড়[7] মহীপাল।

১। কালি উঠিয়া যাওয়ায় এই স্থান পড়িতে পারা যায় না।

২। রঘুনন্দনের পুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্বে এই প্রথার উল্লেখ নাই। স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড, ৩৮শ অধ্যায়ে জগন্নাথের প্রসাদ ও নির্ম্মাল্যের অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৩। পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ অক্ষয় বটের বিবরণ স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৪। স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ডে (৩।৪৯-৫১) মার্কণ্ডেয়খাতের উৎপত্তি ও উহাতে স্নানের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

৫। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বঙ্গ হইতে দিল্লী যাত্রার পথে মানসিংহ ভবানন্দের নিকট হইতে এইরূপ বিবরণ শুনিয়াছিলেন।

৬। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে কিন্তু ঠিক এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। উহাতে স্বর্ণ ও রজত দ্বারা পুরী নির্ম্মাণ ও বিমলা দেবীর স্থাপনের কোনও উল্লেখ নাই।

৭। উৎকলখণ্ডের মতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সূর্য্যবংশীয় রাজা ও তাঁহার রাজধানী অবন্তী (উৎকলখণ্ড—৭।৬,১৪)।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা কম্বিত বিষ্ণুর পূজা
তপস্যা করিল চিরকাল ॥
এই নীলাচল পুরী কাঞ্চনে নির্ম্মাণ করি
অবতারি হেতু জগন্নাথ।
কাঞ্চনে দেউল ইথি নির্ম্মাইল নরপতি
গেল রাজা ব্রহ্মার সাক্ষাত ॥
আপনার নিজকাজ কহিল দ্রাবিড়রাজ
যত কিছু ব্রহ্মার চরণে।
শুনিঞা রাজার কথা সায় নাহি দিল ধাতা
সন্ধ্যা হেতু করিল গমনে ॥
দুয়ারে রাজার স্থিতি সন্ধ্যা করে প্রজাপতি
গেল ষাটি সহস্র বৎসর।
সন্ধ্যা সাঙ্গে ব্রহ্মা আসি রাজারে কহিল হাসি
কোন্ কার্য্য কহ নৃপবর ॥
করে রাজা নিবেদন অবতারি নারায়ণ
হৈব মোর পুরীর ভিতর।
আমার মানসবাণী কহিলাঙ পদ্মযোনি
এই হেতু তোমার গোচর ॥
ব্রহ্মা বলে শুন রায় বুঝিলাঙ অভিপ্রায়
দেখ গিয়া আপনার পুরী।
যদি পুরীখণ্ড থাকে পুন আইস ব্রহ্মলোকে
তবে যাব যথা প্রভু হরি ॥
শুনিঞা ব্রহ্মার বাণী হরষিতে নৃপমণি
নিজ গৃহে করিল গমন।
মনে সাত পাঁচ করি কবে দয়া করে হরি
কবে হব সফল জীবন ॥
আসি রাজা মহীতলে পুরীখণ্ড চাহি বুলে
নাহি পুরী নাহি নিজ লোক।
নাহি পুরী নাহি চিহ্ন নৃপতি-হৃদয় ভিন্ন
পৌর জন হেতু কৈল শোক ॥
রজতে দেউল করি আরাধন হেতু হরি
পুন গেলা বিধাতার স্থান।
সেই মতে গেল কাল শোকাকুলি মহীপাল
তাম্রে পুরী করিল নির্ম্মাণ ॥

পুন গেল ব্রহ্মলোকে পাইয়া পরম শোকে
গেল ষাটি সহস্র বৎসর।
পাথরে নির্ম্মায়্যা পুরী আরাধন হেতু হরি
ব্রহ্মলোকে গেল নৃপবর ॥
শোকাকুলি মহীপতি দেখি তথা বৃহস্পতি
রাজারে কহিল উপদেশ।
শুনহ ধরণীনাথ অকারণে গতায়াত
বিধির সেবায় পাহ ক্লেশ ॥
কার্য্য সিদ্ধি হব রাজা করহ দেবীর পূজা
বিমলার করহ স্থাপন।
উপদেশ শুন মোর মানস পূরিব তোর
অবতারি হব নারায়ণ ॥
পায়্যা উপদেশবাণী গৃহে আসি নৃপমণি
বিমলার করিল স্থাপন।
দেবীর পূজার ফলে দারুরূপে নীলাচলে
অবতারি হৈলা নারায়ণ ॥
পঞ্চ ক্রোশ নীলাচলে জন্ম মাত্র এই স্থলে
মৈলে মুক্তি পায় ততক্ষণে।
দেশান্তরে যদি যায় দেবের প্রসাদ পায়
তার পুণ্য না যায় কথনে ॥
এ পুরীখণ্ডের কথা কহিতে না পারে ধাতা
আমি পক্ষ কি বলিতে জানি।
কালীর কমল পায় দ্বিজ বলরাম গায়
বদনে নাচয়ে যার বাণী ॥

[সুন্দরের মায়া-সরোবর দর্শন]

পয়ার ॥

এতেক সুয়ার কথা শুনিয়া কুমার।
প্রদক্ষিণ জগন্নাথে কৈল নমস্কার ॥
ত্বরা করি তথা হৈতে চলিলা কুমার
মানস করিতে পূর্ণ সুন্দরী বিস্তার ॥
সুয়া বলে কুমার এ কার্য্য ভাল নয়।
পাছে না কাহার সনে দরশন হয় ॥

পথ ছাড়ি বামে বালা করিল গমন।
নীলগিরিশিখরেতে দিল দরশন॥
মরকতগঠিত দেখিল মহেশ্বর।
প্রণাম করিয়া তথা চলিল সুন্দর॥
তার কাছে শ্বেতগিরি পশ্চাৎ করিয়া।
জঙ্গম পর্ব্বতে বালা উত্তরিল গিয়া॥
কাঞ্চনে রচিত তথা আছে ভগবতী।
দেখিয়া সুন্দর বহু করিলেন স্তুতি॥
যদি মনোরথ সিদ্ধি হয়ত আমার।
নীলপাথরে দেউল গঠিব তোমার॥
প্রণাম করিয়া বালা ত্বরাত্বরি যায়।
শাল পিয়াল বন সঙ্কটে এড়ায়॥
সেই বনে আছে এক দিব্য সরোবর।
মাঝেতে দেউল তার দেখিতে সুন্দর॥
নানা বৃক্ষ শোভা করে ঘাট শানবান্ধা।
দেখিয়া বিটপিমূল লাগে বড় ধান্ধা॥
আম্র.পনস তাল খাজুর শ্রীফল।
বার মাস ফলে তারা অমৃতরসাল॥
শাল পিয়াল চাঁপা কাঞ্চন বকুল।
মালতী মল্লিকা আদি শোভে শত ফুল॥
দক্ষিণপবনে জল করে ঢল ঢল।
কুমুদ কহ্লার তাহে ফুটে শতদল॥
রাজহংসগণ শোভা করে তার জলে।
পেখম ধরিয়া শিখী নৃত্য করে কূলে॥
কোকিল করয়ে ধ্বনি গুঞ্জরে ভ্রমর।
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে দেখিতে সুন্দর॥
শরভ গবয় গণ্ডা মহিষ কুঞ্জর।
সারস হরিণী যত দেখি মনোহর॥
দেখিয়া সুয়ার তরে জিজ্ঞাসে কুমার।
এমত কাননে সর দেখি যে কাহার॥
মনুষ্যের গতায়াত নাহিক কাননে।
মনোহর সরোবর দেখি যে বিপিনে॥
সুয়া বলে কহি শুন নৃপতিনন্দন।
সংক্ষেপে কহিব কিছু ইহার কারণ॥

চন্দ্রবংশে মহারাজা ছিল যুধিষ্ঠির।
ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব পাঁচ বীর॥
বনে প্রবেশিল রাজ্য হারিয়া পাশায়।
তার মন বুঝিবারে প্রভু ধর্ম্মরায়॥
মায়াসরোবর ধর্ম্ম কৈল এই বনে।[১]
তার কথা কহি রায় কর অবধানে॥
কালীপদসরসিজে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী॥

[মায়াসরোবরের উৎপত্তি-বিবরণ]

কর রায় অবগতি যুধিষ্ঠির নরপতি
পাশায় হারিয়া নিজ দেশ।
নারী সঙ্গে নরনাথে চারি ভাই করি সাথে
কাননে করিল প্রবেশ॥
কাননে ভ্রমিয়া বুলে তীর্থ করে নানা স্থলে
দরি গিরি ভ্রময়ে কানন।
চারি ভাই নারী সাথে দুঃখিত ধরণীনাথে
প্রবেশ করিল এই বন॥
তৃষ্ণায় আকুল হৈয়া বনে বনে জল চায়্যা
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
বসিলা তরুর তলে ভাসিয়া লোচন-জলে
চারি ভাই সঙ্গে মহাবীর॥

১। দ্বৈতবনে ব্রাহ্মণের অরণিসহিত মন্থনদণ্ড লইয়া পলায়মান মৃগের অনুসন্ধানে শ্রান্ত হইয়া জলান্বেষণে পাণ্ডবগণ এইরূপ সরোবর দেখিতে পান। মহাভারত বনপর্বান্তর্গত আরণেয় পর্ব্বে (৩১০ ১১ অধ্যায়ে) এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সাহারাণপুর জিলান্তর্গত মিরাট নামক স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তরস্থিত দেওবন্দকেই দ্বৈতবনের বর্ত্তমান সংস্থান বলিয়া মনে করা হয়। এই স্থান হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যেই দেবীকুণ্ড নামে একটা সরোবর আছে (নন্দলাল দে-প্রণীত—*Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India* দ্রষ্টব্য)। পাণ্ডবগণের উড়িষ্যাভিমুখে আগমন ও মায়াসরোবর দর্শনের বিবরণ গ্রন্থকার কোথায় পাইলেন, বলা যায় না।

তৃষ্ণায় আকুল রাজা দেখি ভীম মহাতেজা
প্রবেশিলা কানন ভিতরে।[১]
গদা আস্ফালিয়া আস্তে বন ভাঙ্গে দুই পাশে
তরু গিরি পড়ে পদভরে ॥
বিড়ম্বিতে নৃপবরে ধর্ম্ম মায়াসরোবরে
বুঝিবারে পুত্রের চরিত্র।
এই সরোবর-নীরে আসি বীর বৃকোদরে
পরশনে মরে আচম্বিত ॥[২]
ভীমের বিলম্ব দেখি মনে রাজা হইয়া দুঃখী
পাঠাইয়া দিলেন অর্জ্জুনে।
আসি পার্থ সরোবরে জল পরশনে মরে
যুধিষ্ঠির রাজা নাহি জানে ॥
অর্জ্জুন জলেরে গেল তাহার বিলম্ব হৈল
আদেশিল নৃপতি নকুলে।
সেহ আসি সরোবরে জল পরশনে মরে
সহদেবে পাঁচে মহীপালে ॥
সেহ আসি মরে এথা বিলম্বে নৃপতি তথা
দ্রৌপদীরে পাঠায় সত্বরে।[৩]
পতিব্রতা নৃপরাণী শুনিঞা স্বামীর বাণী
আস্যা মরে এই সরোবরে ॥
পাঁচ জন মৈল জলে একা রাজা তরুতলে
বিলম্ব দেখিয়া ভাবে মনে।
পাঁচ জন জলে গেল কেহ না ফিরিয়া আইল
কোন পরমাদ হৈল বনে ॥
আমা সনে পায়্যা ক্লেশ ছাড়ি কিবা গেল দেশ
চারি ভাই দ্রৌপদী ভাবিনী।
রবি নিজ স্থানে গেল কেহ না ফিরিয়া আইল
কুশলাকুশল নাহি জানি ॥
পাইয়া মনেতে ব্যথা নৃপতি চলিলা তথা
অন্বেষণ করিতে কাননে।
ভীমের নিশান বনে দেখে রাজা স্থানে স্থানে
শ্রীকবিশেখর সুরচনে ॥

[ধর্ম্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ]

শোকাকুলি নরপতি প্রবেশিল বনে।
ভীমের নিশান সব দেখে স্থানে স্থানে ॥
গদায় ভাঙ্গিয়া ভীম গেছে তরু লতা।
উছটে পর্ব্বত সব উপাড়্যাছে কোথা ॥
সেই পথে আইল রাজা এই সরোবরে।
প্রথমে আসিয়া রাজা দেখিল ভীমেরে ॥
দুর্জ্জয় অর্জ্জুন দেখে ভাস্যা বুলে জলে।
সহদেব তার পাছে দেখিল নকুলে ॥
সুন্দরী দ্রৌপদী ভাসে জলের উপর।
কান্দিতে লাগিল রাজা হইয়া কাতর ॥
চারি দিক্ নেহালিল নাহিক দোসর।
কোথা গেলে ভাই মোর বলে নৃপবর ॥
ধরণী লোটায়্যা কান্দে ধর্ম্মের নন্দন।
মোর সনে পায়্যা ক্লেশ তেজিলে জীবন ॥
কার সনে নাহি ভাই বাদ বিসম্বাদ।
না জানি কি হেতু হৈল এত পরমাদ ॥
পাপ দুর্য্যোধন রাজ্য নিলেক কাড়িয়া।
করিলু কাননবাস তোমা সভা লৈয়া ॥
বারেক উত্তর দেহ ভাই চারি জন।
একত্র থাকিব সভে কি আর জীবন ॥
আর না যাইব দেশে জলে দিব ঝাঁপ।
মরমে রহিল সবে তোমা সভার তাপ ॥
আকুলি হইয়া রাজা মরিবারে যায়।
পশ্চাৎ থাকিয়া তারে ডাকে ধর্ম্মরায় ॥
কিসের কারণে রাজা হইলে কাতর।
অপমৃত্যু কিসেরে মরিবে নৃপবর ॥

১। প্রথমে নকুল, তৎপরে সহদেব, তৎপরে অর্জ্জুন ও সর্ব্বশেষ ভীম জলানয়নের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, মহাভারত বনপর্ব ৩১১ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

২। মহভারতের মতে যক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জল স্পর্শ করায় নকুলাদির মৃত্যু হয়।

৩। মহাভারতে দ্রৌপদীর জল আনিতে যাইবার কথা নাই।

অপমৃত্যু হৈলে স্থান নাহি ত্রিভুবনে।
কেহ কার নহে রাজা বিচারহ মনে॥
রাজা বলে কৃষ্ণ মোরে করিল বঞ্চন।
তাঁহা স্তঙরিয়া আমি তেজিব জীবন॥
কিবা গুরুজন মোরে দিল ব্রহ্মশাপ।
তথির কারণে আমি পাই এত তাপ॥
ধর্ম্ম বলে বর মাগ নৃপতিনন্দন[১]।
মোর বরে জীব তোর ভাই একজন॥
এমত শুনিঞা রাজা হরিষ অন্তর।
কারে জীয়াইব মনে ভাবে নৃপবর॥
মনেতে ভাবিয়া রাজা যুক্তি কৈল সার।
জীয়াইতে চাহি আমি মাদ্রীর কুমার॥
মাতামহকুলে পাইব শ্রাদ্ধ তর্পণ।
হেন জন জীলে হব ধর্ম্মের রক্ষণ॥
রাজা বলে বর মোরে দেহ অভিমত।
জীয়াইয়া দেহ মোর ভাই মাদ্রীসুত॥
ধর্ম্ম বলে জ্ঞানহত হৈলে নৃপবর।
কোন্ কার্য্যসিদ্ধি হব জীয়াইলে পর॥
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রণে মহাতেজা।
ইহার তরে নাহি জীয়াইলে মহারাজা॥
বাড়িল প্রচণ্ড রিপু রাজা দুর্য্যোধন।
মাদ্রীসুতে জীয়াইলে কোন্ প্রয়োজন॥
রাজ্য রাখ ভাই রাখ শুন নৃপবর।
জীয়াইয়া লহ যে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
পালিলে পরের সুত কিবা হবে সুখ।
উপকার নাশ আর পশ্চাতে মনদুঃখ॥
রাজা বলে যেবা হকু ধর্ম্মের কারণ।
বর দেহ জীকু মোর মাদ্রীর নন্দন॥
আমি জীলে শ্রাদ্ধ পাব মাতামহকুলে।
মাদ্রীসুত মৈলে তার সকল নির্ম্মূলে॥

রাজার ধর্ম্মের মতি দেখি ধর্ম্মরায়।
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে হৈলা বরদায়॥
নিজমূর্ত্তি দেখি রাজা বন্দিল চরণ।
অভিমত বর ধর্ম্ম দিলেন তখন॥
পুত্রে বর দিয়া প্রভু অন্তর্ধান হৈল।
মরিয়াছিল পঞ্চ জন জীয়াইয়া উঠিল

[সুন্দরের অগ্রসর হওয়া]

শুনিয়া অপূর্ব্ব কথা নৃপতিনন্দন।
সরোবরে স্নান করি করিলা গমন॥
সাত দিন মনুষ্যের সনে দেখা নাঞি।
ত্রাস পায়্যা নৃপসুত স্তঙরে গোসাঞি॥
শিব নৃপতির পুরী পাইল কুমার।
রন্ধন ভোজন কোথা করে ফলাহার॥
ত্বরায় যাইতে লোক দেখে স্থানে স্থান
তাহারে জিজ্ঞাসে কত দূর বর্দ্ধমান॥
চলিল ত্বরায় তথা বিষ্ণুপুর দিয়া।
রাজার কুমার বর্দ্ধমান পাইল গিয়া॥
রাজার কুমার যদি পাইল বর্দ্ধমান।
কালীপদে শ্রীকবিশেখর রস গান॥

[বিদ্যার নিকট শুকের গমন]

পয়ার।

কুমার বলেন সুয়া হইবে বিদায়।
কুমারীর সমাচার জিজ্ঞাসিব কায়॥
আপনি জানহ তুমি কুমারীর মন[২]।
তবে সে তাহার পুরে করিব গমন॥
সুয়া বলে এই স্থলে বৈসহ কুমার।
রূপ গুণ জ্ঞান জান্যা আসিব বিদ্যার॥

১। মহাভারতের মতে যুধিষ্ঠির প্রথমে বকরূপী ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিলে, ধর্ম্ম সন্তুষ্ট হইয়া বরদানের প্রস্তাব করেন।

২। শুকপক্ষীর এই দৌত্যের বিবরণ কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদে নাই। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে হংসের দৌত্যের বিবরণ হইতে এই উপাখ্যানাংশ কবি কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

কুমার বসিয়া তথা রহে তরুমূলে।
উধা করি চলে সুয়া গগনমণ্ডলে ॥
একে একে দেখে সুয়া রাজার বাজার।
অবশেষে প্রবেশিল পুরেতে রাজার ॥
দুয়ারী প্রহরী দেখে চতুরঙ্গ সেনা।
নানাজাতি জন্তু দেখে আর বীরবানা[১] ॥
দেখিল নৃপতি তথা পাত্রগণ সঙ্গে।
পণ্ডিত বিচার করে নানা কাব্য রঙ্গে[২] ॥
তথা হৈতে গেল সুয়া যথা অন্তঃপুরী।
দেখিল রাজার রাণী খেলে পাশাসারি ॥
তথা হৈতে গেল সুয়া যথা বিদ্যা আছে।
চৌদিগে বেষ্টিত তার সখীগণ কাছে ॥
দেখিল বিদ্যার রূপে পুরী আলো করে।
সুয়া বলে এত রূপ না দেখি সংসারে ॥
চারি দিগে সখীগণ করয়ে বাতাস।
বিরহিণী বিদ্যা ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে খাটের উপরে।
হাস-পরিহাস ক্ষণে সখী সনে করে ॥
হেন কালে সুয়া গিয়া বসিল সমুখে।
কোথা হৈতে আইস বিদ্যা জিজ্ঞাসে কৌতুকে ॥
সুয়া বলে কি বলিব আমি পক্ষজাতি।
কোন সমাচার মোরে জিজ্ঞাস যুবতী ॥
তোমা নির্ম্মাইল বিধি করি মহাযত্ন।
তাহাতে অধিক শোভা গায়ে নানা রত্ন ॥
এতেক পক্ষীর বাক্য শুনি চন্দ্রমুখী।
পক্ষমুখে নরভাষা শুনিয়া কৌতুকী ॥
শয়নেতে ছিল বিদ্যা উঠিয়া বসিল।
আস্ত আস্ত বিদ্যা তারে কৌতুকে ডাকিল ॥
ধরিয়া আনহ বিদ্যা সখীগণে বলে।
ঘৃত অন্ন দিয়া সুয়া রাখিব অঞ্চলে ॥
এতেক শুনিয়া সুয়া বলিল হাসিয়া।
না কর প্রয়াস রামা রাখিতে ধরিয়া ॥
থাকিব তোমার কাছে যদি সুখ পাই।
নতুবা যাইব দেশে যত্ন কর্য্য নাঞি ॥
পুনর্ব্বার বিদ্যা সতী সুয়ারে জিজ্ঞাসে।
কালীপদে শ্রীকবিশেখর রস ভাষে ॥

[শুক কর্ত্তৃক বিদ্যার নিকট সুন্দরের পরিচয় প্রদান]

বিদ্যা বলে শুক শুনিতে কৌতুক
পক্ষমুখে নরবাণী।
পুষিল যে তোরে কহিবে আমারে
পীযূষ বচন শুনি ॥
সুয়া বলে রামা কহিব কি তোমা
সর্ব্বশাস্ত্র তুমি জান।
আমি পক্ষজাতি মনুষ্য-ভারতী
শুনিঞা কৌতুক মান ॥
পুষিল যে মোরে কহিয়ে তোমারে
শুন তাহা মন দিয়া।
সর্ব্বশাস্ত্র জান মন দিয়া শুন
কহি আমি বিবরিয়া ॥
বীর কহি তাকে আদ্য অন্তে থাকে
অতঃ মধ্যে মধ্যে দেশে।
ভ্রমিতে সংসারে পাঠাইল মোরে
সেই জন অভিলাষে ॥
শুনিঞা কৌতুকী ভাবি চন্দ্রমুখী
পুন জিজ্ঞাসিল তায়।
তার গুণগ্রাম কহ শুনি নাম
পুষিল যেই তোমায় ॥
সুয়া বলে পুন মন দিয়া শুন
পুষিল যে জন মোরে।

১। উড়ে কত নান (?) বালা প্রথমে পাঠান সেনা
খোরাসানি মঙ্গল সকল।
সোনার বরণ তনু গোপ দাড়ি শোভে অধু
মেরুশৃঙ্গে বান্ধিল চামর।—(কৃষ্ণরাম, ৫৫)।

২। পরস্পর সুকৌতুক, কাব্য ছাড়া একটুক, কদাচিৎ মুখে নাহি ভাষা।—(রামপ্রসাদ, পৃ. ১৩৭)।

আন্ত অন্তে রয় সূর্য্য নাম কয়
অথ মধ্যম ধরাক্ষরে ॥
শুনি পক্ষবাণী নৃপতি-নন্দিনী
হাসি জিজ্ঞাসিল তায়।
কত রূপ ধরে পাঠাল্য যে তোরে
জানি তারে অভিপ্রায় ॥
সুয়া বলে শুন তার রূপ গুণ
কহি তোমা চন্দ্রমুখি।
আমি পক্ষ হৈয়া বুলিয়ে ভ্রমিয়া
তার রূপে নাহি দেখি ॥
গোধর জঠরে জন্মি সুরপুরে
করয়ে যাঁহার সেবা।
রূপে নাহি জিনে দেখিলু নয়নে
অন্য মনে নাহি কেবা ॥
প্রাণ যার সখা রূপে নাহি লেখা
যমুনা-সোদর নহে।
যেবা পুণ্যজন না হয় গণন
বনপতি যারে বহে ॥
আয়ত লোচন যাহার বাহন
সেহ রূপে নহে সম।
সেহ নহে লেখা গৌরীপতি সখা
গৌরীসুত রূপে কম ॥
সুয়ার ভারতী শুনি বিদ্যা সতী
পুন জিজ্ঞাসিল তায়।
কালীর চরণ লইতে শরণ
শ্রীকবিশেখর গায় ॥

[ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কে, জানিতে চাহিলে শুক কর্ত্তৃক সুন্দরের উল্লেখ]

বিদ্যা বলে সুয়া তুমি ফির তিন লোকে।
রূপে গুণে বিদ্যায় দেখিলে ভাল কাকে ॥
সুয়া বলে শুন রামা কহি তোর তরে।
যত দেশ ভ্রমিলাঙ সংসার ভিতরে ॥
কাশী কাঞ্চী অবন্তী মথুরা বৃন্দাবন।
মগধ পঞ্চাল দেশ করিল ভ্রমণ ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কর্ণাট গুজরাট।
ভ্রমিল নেপাল দেশ আর হিঙ্গুলাট ॥
দেখিল দ্বারিকানাথ অযোধ্যা নগর।
দেখিল হস্তিনা আর লঙ্কার ভিতর ॥
ভ্রমণ করিল আমি একে একে ক্ষিতি।
দেখিলাঙ রাজপুত্র রাজচক্রবর্ত্তী ॥
অবশেষে গিয়াছিলাম মাণিকানগর।
দেখিল সুন্দর গুণসাগর-কুমার ॥
তাহার সমান রূপ না দেখি ভুবনে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ আর রূপে গুণে ॥
তার যত রূপ গুণ শুন মর্ম্মবাণী।
আমি পক্ষজাতি তার কি কহিব বাণী।
মুখের তুলন নহে পূর্ণ শশধর।
গুহ গণপতি নহে রূপের সোসর ॥

[বিদ্যা কর্ত্তৃক সুন্দরের নিকট শুককে দূতরূপে প্রেরণ]

বিদ্যা বলে সেই দেশ হয় কত দূর।
মোর দূত হৈয়া তুমি চল সেই পুর ॥
সোনায়ে বান্ধাব পাখ পায়ের নূপুর।
আমার মনের তাপ যদি কর দূর ॥
সুয়া বলে তোর সম না দেখি সুন্দরী।
অপ্সরী কিন্নরী কিবা যেন বিদ্যাধরী ॥
অহল্যা দেখ্যাছি সীতা আর মন্দোদরী।
দ্রৌপদী দেখিল আমি পাণ্ডবের নারী ॥
দেখ্যাছি উমা ভবানী আর দময়ন্তী।
সত্যভামা তিলোত্তমা রম্ভা মাদ্রী কুন্তী ॥
তোর রূপে উপমা নাহিক ত্রিভুবনে।
ধরিবে সমান রূপ সুন্দরের সনে ॥
যদি পাঠাইতে পারি কহিল তোমারে।
নিভৃতে আসিয়া বিভা করিব তোমারে ॥

দিন দুই তিন বই দেখিবে তাহারে।
বিদায় হইয়া আমি যাই তথাকারে ॥
হাসিয়া নৃপতিসুতা দিল আখি ঠার।
হরষিতে গেল সুয়া যেখানে কুমার ॥
বিদ্যার যতেক কথা কহিল সুন্দরে।
বিদায় হইয়া সুয়া গেল নিজপুরে ॥
শ্রীকবিশেখর কহে কালিকার পায়।
ভক্ত নায়েকে মাতা হবে বরদায় ॥

———

[সুন্দরের রূপবর্ণনা]

কক্ষতলে খুঙ্গি পুথি কান্ধে শোভে দিব্য ছাতি
রতনজড়িত জুতা পায়।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দনসার গলায় রত্নের হার
সামলি গামছা দিয়া গায় ॥
পরিল ক্ষীরোদ বাস মুখে মন্দ মন্দ হাস
দুই করে রতনবলয়া।
মাণিক অঙ্গুরী পরে অতিশয় শোভা করে
মন্দ মন্দ চলিল নিলয়া ॥
কনকের তাড় হাথে অতিশয় শোভা তাতে
কনক মাদুলি বাহুমূলে।
বদন শরদ চাঁদ কামিনী-মোহন ফাঁদ[১]
মকর কুণ্ডল কর্ণে দোলে ॥
দেখিতে সুন্দর কিবা সিংহ-মাঝা কম্বুগ্রীবা
চাঁচর চিকুর অতি শোভা।
কনক চম্পক আভা অতিশয় তনু শোভা
কামিনীকুলের মনোলোভা ॥

[বর্দ্ধমান বর্ণনা]

বর্দ্ধমান স্থানপর বীরসিংহ নৃপবর
মহীতলে যেন সুরপুরী।
নগরে নাগরী লোক কারো নাহি রোগ শোক
নারী সব যেন বিদ্যাধরী ॥
প্রবেশ নগর কাছে দিব্য সরোবর আছে
শোভা করে কুমুদ কমলে।
ঘাট সব শান-বান্ধা দেখিয়া লাগয়ে ধান্দা
রাজহংস কেলি করে জলে ॥
চম্পক বকুল ফুল পাথরেতে বান্ধা মূল
শোভা করে কেলি-কদম্বে।
যতেক অশ্বত্থবরে সারি সারি শোভা করে
নারিকেল গুবাক আম্র জাম্বে ॥
বেলা হৈল অবসান দেখি বালা রম্য স্থান
বসিল কদম্বতরুতলে।
হেন কালে যত নারী কাখে তারা কুম্ভ করি
জল আনিবার তরে চলে ॥
তরুমূলে পড়ে আখি মনোহর রূপ দেখি
মূর্চ্ছিত যতেক রমণী।
সে রূপ লখিতে নয় সভে পরস্পর কয়
বলরাম কহে শুদ্ধ বাণী ॥

[সুন্দরদর্শনে নাগরীগণের অবস্থা[২]]

পয়ার।

না রহে কাহার কাখে কুম্ভ পড়ে খসি।
না হয় নিমিক কার দেখি মুখশশী ॥
দ্বিরদগামিনী সব ধীরে ধীরে চলে।
দেখিয়া বিনোদ রূপ পরস্পর বলে ॥
এক সখী বলে সই শুন গ ভারতী।
তরুমূলে দেখি কিবা কেমন মূরুতি ॥

১। বাহু কাকোদর চিকুর চাঁচর
কামিনী মনের ফাঁদ।—(কৃষ্ণরাম, ৫৭)।

২। পরপুরুষদর্শনে রমণীবৃন্দের এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্যের বর্ণনা বহু কাব্যে পাওয়া যায়। [তুলঃ—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে বরবেশী লখীন্দরের দর্শনে সমাগত সধবাগণের আত্মস্বামিনিন্দা—পৃ. ১৭৬-১৭৮]। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেও এইরূপ বর্ণনা আছে। তবে কবিশেখরের মত সংযত ভাব অন্য কাহারও বর্ণনায় দেখা যায় না।

আর জন বলে সই বিধি নিরমিল।
এমন সুন্দর শিশু কোথা হৈতে আইল॥
মানুষ না হয় এই মোর মনে লয়।
আর সখী বলে সই এই কথা হয়॥
প্রশংসা করয়ে লোক শরদের চাঁদ।
তাহারে বধিতে বিধি নিরমিল ফাঁদ॥
আর সখী বলে হরকোপে ভস্ম হৈয়া।
সেই কাম বুলে কিবা শিবেরে চাহিয়া[1]॥
আর সখী বলে সই মনে লয় আর।
স্বর্গে হৈতে আইল কিবা অশ্বিনীকুমার॥
কেহ বলে রসবতি দেখ গৌর দেহা।
কোন্ রসবতী ভোগ করে প্রেমলেহা॥
খঞ্জন-নয়ন দেখ চকোর-বয়ান।
দেখ ভুরুলতা যেন কামের কামান॥
কেহ বলে কনক-কমল দেহজুতি।
কেহ বলে গৌরীসুত গুহের মূরুতি॥
কেহ বলে মানুষ না লয় মোর চিতে।
এ রূপে কামিনী মন নারিব ধরিতে॥
শুনিয়াছি গোকুলেতে দেবতা শ্রীহরি।
মজিল তাহার রূপে যতেক আভীরী॥
আর সখী বলে সই শুন মোর কথা।
মনোহর রূপ ধরে কেমন দেবতা॥
কেহ বলে দেখ বাহু কনক-মৃণাল।
কেহ বলে এই রূপ ধরে দিক্‌পাল॥
সুন্দরের রূপ দেখি যতেক নাগরী।
কটাক্ষ করিয়া রহে লজ্জা পরিহরি॥
কলসী ভরিল জল নাহি রহে কাখে[2]।
ভাঙ্গিয়া পড়িল কুম্ভ হাথ দিল নাকে॥
চলিল আপন ঘরে যতেক নাগরী।
কহিতে কহিতে পথে যায় ঘরাঘরি॥
আর যত কুলবধূ শুনিঞা এমন।
জল আনিবার ছলে করিল গমন॥
দেখিয়া তাহার রূপ মজাইল চিত।
শ্রীকবিশেখর গায় কালিকার গীত॥
গতায়াত করে লোক দেখিয়া সুন্দর।
সেইখান হৈতে পুন চলিল নগর॥
নগরের মাঝে গিয়া করিল প্রবেশ।
দেখিল পার্ব্বতীনাথ সোনার মহেশ॥
নগরে নাগরী লোক নানা রঙ্গ করে।
সুন্দর দেখয়ে রঙ্গ নগরে নগরে॥
ধীরে ধীরে কুমার নগর মাঝে যায়।
নগরে নাগরী সব ফিরি ফিরি চায়॥

—

[সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎকার]

নগরে পসারি সব আছে সারি সারি।
আপন ইৎসায় সভে বেচা কিনি করি॥
দেখিল মালিনী[3] বৃক্ষতলে ফুল বেচে।
পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে॥
ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বৃক্ষতলে।
কৌতুকে মালিনী মাল্য দিল তাঁর গলে॥
ধীরে ধীরে মালিনী জিজ্ঞাসে তাঁর তরে।
শ্রীকবিশেখর কহে কালিকার বরে॥

—

[মালিনীর সহিত সুন্দরের কথোপকথন]

শুন হে কুমার জিজ্ঞাসি তোমার
ঘর বটে কোন্ দেশে।

১। আর ধনি বলে এই তরুতলে
নিশ্চয় মদন রায়।
পোড়াইল হর নাহি পঞ্চ শর
আর জন বলে তায়॥—(কৃষ্ণরাম, ৬ক)।

২। অবশ শরীর হৃদয় অস্থির
খসি পড়ে কার কুম্ভ।—(কৃষ্ণরাম, ৬ক)।

৩। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মতে এই মালিনীর নাম 'হীরা'; কৃষ্ণরামের মতে 'বিমলা'।
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্ত অবিরাম॥—ভারতচন্দ্র।

লোকে বলে ধন্য এ রূপ লাবণ্য
কেন আইলে পরবাসে ॥
তুমি কোন্ জন কাহার নন্দন
কোন্ কুলে উতপতি।
সত্য করি কহ কিবা দেব হয়
ভ্রমণে আইলে ক্ষিতি[১] ॥
বলেন কুমার বসতি আমার
বটে বহু দূর দেশে।
ছাড়িয়া বসতি লৈয়া খুঙ্গি পুথি
এথা পড়িবার আশে ॥
অনেক পণ্ডিত তর্কশাস্ত্রযুত
আছয়ে এই নগরে।
যদি বাসা পাই থাকি সেই ঠাই
কহিনু তোমার তরে[২] ॥
যে রাখে আমারে তুষিব তাহারে
দিয়া বহুমূল্য ধন।
তাহার প্রসাদে পড়ি অবিবাদে
করি এই নিবেদন ॥
শুনি এত বাণী বলেন মালিনী
বাসা কর মোর ঘরে।
মুঞি অভাগিনী হই অপুত্রিণী
কহিল তোমার তরে ॥
পতি-পুত্র-হীনা আমি ত কুলীনা
নাহি মোর অন্য জন।
তুমি পুত্রসম ইথে নাহি কম
চল মোর নিকেতন ॥
বলেন সুন্দর কোনখানে ঘর
নামে হৈলে মোর মাসী।[৩]
বলেন কুমার তুমি যে আমার
হৈলে বড় হিতাশী ॥

[সুন্দরের মালিনীর গৃহে যাত্রা]

হরিষে মালিনী ঝাঁপি সাজিখানি
চলিল আপন ঘর।
হাতে করি ফুলে আগে আগে চলে
পশ্চাতে চলিল সুন্দর ॥
প্রাচীর চৌদিকে ঘর মধ্যভাগে
শোভয়ে ফুলের গাছে।[৪]
বড় রম্য স্থল নিকটেতে জল
পড়সী নাহিক কাছে ॥[৫]
হরিষ কুমার নিকটে বাজার
অন্তরে রাজার পুরী।

১। নিজ পরিচয় দিবা মউর বাহনে কিবা
মোহনিয়া রুহিণীর মন।—(কৃষ্ণরাম, ৬খ)।

২। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, শ্লেষের মধ্য দিয়া 'বিদ্যা'-লাভের আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত এই স্থানে স্পষ্ট ভাবেই দিয়াছেন।
সুন্দর আমার নাম কাঞ্চীনগরে ধাম
গুণসিন্ধু রাজার কুমার।
কবি পণ্ডিতের রসে আসিয়াছি গৌড়দেশে
হইয়া বিদ্যার অভিলাষ।—(কৃষ্ণরাম, ৬খ)।
হাসি কহে গুণধাম সুন্দর আমার নাম
গুণসিন্ধু রাজার নন্দন।
কিন্তু বিদ্যাব্যবসাই বিদ্যা অন্বেষণে যাই
বিদ্যাহেতু বিদেশ গমন।—(রামপ্রসাদ)।
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যাব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই।
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাই পাই যদি তবে করি বাসা।—(ভারতচন্দ্র)।

। আর শুন গুণযুত তব নামে ভগ্নীসুত
কহিতে বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর থাকহ আমার ঘর
ধর্ম্মত তোমার আমি মাসী।—(রামপ্রসাদ)।
কিন্তু মাসী একা থাকে দেখি নষ্টরীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে দেখি বিপরীত।
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতি বলে পাছে মাসী দেখে ভয় লাগে।—(ভারতচন্দ্র)।

। চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি কুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি—(ভারতচন্দ্র)।

। বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়সী না থাকে কাছে কন্দলের দায়।—(ভারতচন্দ্র)।

চৌদিকে সহর মাঝে সরোবর
গুপ্ত স্থল পরিহরি ॥
বসিবারে স্থল দিল দিব্য জল
কুমার হরিষ মনে।
কালীর চরণ লইতে শরণ
শ্রীকবিশেখর ভণে ॥

[সুন্দরের মালিনীগৃহে গমন ও নিজ পরিচয় প্রদান]

পাণি পদ প্রক্ষালিয়া বসিল আসনে।
এড়িলেক খুঙ্গি পুথি ছাতা সেইখানে ॥
মালিনী করিয়া স্থল ডাকিল সুন্দরে।
ক্ষীরখণ্ড কলা কিছু দিল খাইবারে ॥
খাইয়া কুমার ফিরি কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূল কৈল মুখের শোধন ॥
শয্যা করি দিল তাহে করিল শয়ন।
মালিনী জিজ্ঞাসে তাহে মধুর বচন ॥
কোন্ গ্রাম তোমার মায়ের কিবা নাম।
কোন্ নাম ধরে তব পিতা গুণধাম ॥
বিবাহ করিছ কিবা এ নব যৌবনে।
পরবাসী হৈলে বাপু কোন্ প্রয়োজনে ॥
কেমতে তোমার মাতা ধরিব পরাণ।
এ রূপে মঞ্জরে গাছ মিলায় পাষাণ ॥
ঘরেতে পণ্ডিত কেন নাহি রাখে বাপ।
কেমতে সহিব সেই এত বড় তাপ ॥
কি করিব ধনজন আর পরিবার।
তোমার বিহনে বাপু সকলি আন্ধার ॥
কেকয়ীবচনে রাম গেলেন কানন।
দশরথ সেই শোকে তেজিল জীবন ॥
গোকুলে গোবিন্দ বৈসে প্রভু নারায়ণ।
বিহার করিল প্রভু লৈয়া শিশুগণ ॥
কংস বধে গেলা প্রভু মথুরা নগর।
নন্দ যশোদা শোকে হৈলা পাথর ॥
সুন্দর বলেন মাসি করি নিবেদন।
বারে বারে জিজ্ঞাসহ কতেক বচন ॥

নাম মোর সুন্দর জননী গুণবতী।[১]
বাপ মোর শ্রীগুণসাগর মহামতি ॥
বিভা নাহি করি আমি কহিল তোমারে।
এই হেতু মাতা পিতা দুঃখিত আমারে ॥
যদি ধনী বটে পিতা পণ্ডিত না রাখে।
বহু গুণবতী মাতা কি বলিব তাঁকে ॥
বহু ধন দিল মাতা পড়িবার তরে।
তে কারণে আইলাম তোমার নগরে ॥
তুমি মোর মাতা খুড়ী তুমি মোর মাসী।
তুমি মোর বন্ধুজন তুমি সে হিতাশী ॥
বিংশতি দিনের পথ বটে মোর ঘর।[২]
উৎকল দ্রাবিড় দেশ মাণিকানগর ॥
কুমার বলেন মাসি কহ মোরে কথা।
কেমত পণ্ডিত সব নিবসয়ে এথা ॥
কেমন নৃপতি করে পণ্ডিত বিচার।
কেমত নগর এই সুখিত রাজার ॥
কেমত রাজার পুরী পুত্র বটে কি।
কতেক রমণী রাজার বটে কত ঝি ॥
এতেক কুমার যদি জিজ্ঞাসে তাহারে।
মালিনী সকল কথা কহে ধীরে ধীরে ॥
কালীপদসরসিজে করি অভিলাষ।
শ্রীকবিশেখর কহে কালিকার দাস ॥

[রাজা বীরসিংহ ও তাঁহার রাজ্যের বর্ণনা]

বসন্ত রাগ ॥

শুন হে কুমার দেখিবে রাজার
কেবল অমরাবতী।[৩]

১। বিভিন্ন গ্রন্থে ইঁহার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। বররুচি ও কাশীনাথের মতে ইঁহার নাম কলাবতী।

২। পঞ্চ মাসের পথ বীরসিংহ দেশ।
দশম দিবসে গিয়া করিল প্রবেশ ।—(কৃষ্ণরাম, ৫ক)।

৩। দেখিতে দেখিতে দুর দেখিলেন রাজপুর
অমরাবতী প্রায় লাগে।—(রামপ্রসাদ, পৃ. ১৩৭)।

বীরসিংহ রাজা লোকে করে
যেন দেখি সুরপতি ॥
শাস্ত্রে সরস্বতী বুদ্ধে বৃহস্পতি
বাল্মীকি সমান কবি।
স্থির শশধর গম্ভীর সাগর
তেজেতে যেমত রবি ॥
কি কহিব কথা কর্ণসম দাতা
তম্বুরু সমান গানে।
যুদ্ধে যেন যম নাহি তার সম
পবন সমান যানে ॥
বল জপরাতি পতি প্রজাপতি
হরি জপ সুত দানে।
বলি ভুজারাতি বাহন সন্ততি
সত্যে বুঝি অনুমানে ॥
এই ত নগর ভ্রমি নিরন্তর
মাস ছয় রাত্রি দিনে।
পঞ্চমুখ হই তবে তাহা কই
সহস্র ধরি নয়নে ॥
নিবসয়ে লোক নাহি রোগ শোক
দুঃখী সুখী নাহি চিনি।[১]
নগরে নাগরী নয়নে চাতুরী
ভূষণ পরশমণি ॥
যেন বিদ্যাধরী দেখি যত নারী
দ্বিরদগামিনী চলে।
দেখিতে তড়িত মাণিক জড়িত
হার সভাকার গলে ॥
কতেক হাজার রাজার বাজার
চতুরঙ্গ দল সেনা।
মাদল কাঁসর দামামা দগড়
বাজয়ে কত বাজনা ॥
আছে সুত লক্ষ সর্ব্ব কর্ম্মে দক্ষ
দাসীগণ বিদ্যাধরী।
নৃপতির রাণী যেমত ইন্দ্রাণী
তেমত নাহি সুন্দরী ॥
স্বর্ণময় পুরী কি বর্ণিতে পারি
সকল ধবলময়।
সুবর্ণ কলস করে রস রস
কত গণ্ডা শয় শয় ॥

[বিদ্যার বর্ণনা[২]]

আছে নৃপকন্যা সর্ব্বগুণে ধন্যা
বিদ্যা হয় তার নাম।
সীতা মন্দোদরী অপ্সরী কিন্নরী
রূপেতে নহে উপাম ॥
পুরুষবিদ্বেষী পরম রূপসী
শাস্ত্রে যেন সরস্বতী।
অন্তঃপুরে থাকে পুরুষ না দেখে
সেবয়ে হরপার্ব্বতী ॥
শুনিঞা সুন্দর হরিষ অন্তর
পুনঃ জিজ্ঞাসিল তায়।
কালীর চরণ লইতে শরণ
শ্রীকবিশেখর গায় ॥

[বিদ্যার বিবাহ না হইবার কারণ বর্ণন]

কামোদ রাগ ॥

অপূর্ব্ব কহিলে মাসি কোথাহ না শুনি।
পুরুষবিদ্বেষী যদি রাজার নন্দিনী ॥
হরগৌরী সেবে তবে কিসের কারণ।
না দেখিব কন্যা যদি পুরুষবদন ॥
চতুর্দ্দশ সম যদি কন্যার বয়েসে।
কেমতে রহিব সেই কাম ধরি পাশে ॥

১। নৃত্য গীত আনন্দিত যত প্রজালোক।
অকালমরণ নাহি নাই দুঃখ শোক।—(কৃষ্ণরাম, ৫ক)।

২। কবিশেখরের বিদ্যাবর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত ও কবিত্ববর্জ্জিত। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অতি মনোহর ও কবিত্বপূর্ণ।

বীরসিংহ নৃপতি কেমতে আছে সুখে।
বিকচযৌবন কন্যা শুনি লোকমুখে ॥
অবিবাহি কন্যা রাখে আপনার ঘরে।
বীরসিংহ নৃপতি কেমনে প্রাণ ধরে ॥
শুনিঞা তোমার কথা মনে লাগে ধন্ধ।
অবশ্য বিদ্যার রাজা কর‍্যাছে সম্বন্ধ ॥
সুন্দরের কথা শুনি বলেন মালিনী।
সে সকল সমাচার আমি ভাল জানি ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ কুন্তী পাটরাণী।[১]
নৃপতির স্থানে নিত্য হয়ে অভিমানী ॥
বিদ্যা রূপবতী কন্যা যত রূপ ধরে।
নিত্য নিত্য নৃপরাণী কহে নৃপবরে ॥
শুনিঞা কন্যার রূপ বীরসিংহ রায়।
দেশে দেশে কত কত ঘটক পাঠায় ॥
যত যত নৃপসুত ঘটকেত আনে।
কোন বর নাহি লয় বিদ্যাবতীর মনে ॥
কুন্তী রাণী বিদ্যারে বিরলে জিজ্ঞাসিল।
বর ইচ্ছ বিদ্যা তোর যৌবন বাড়িল ॥
বিদ্যা বলে মাতা আমি করি নিবেদন।
নিত্য পূজা করি আমি কালীর চরণ ॥
যেই দিন হরগৌরী মোরে বর দিব।
আপন ইৎসায় বর তবে সে ইচ্ছিব ॥[২]

এইমতে হরগৌরী নিত্য পূজা করে।
প্রভাত হইলে পুষ্প যোগাই তাহারে ॥
তবে তারে হরগৌরী কহিল স্বপনে।
গুণসাগর রাজা আছয়ে দক্ষিণে ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ তাহার কুমার।
দিগ্‌বিজয়ী জিনে করিয়া বিচার ॥
সেই রাজা কুলে শীলে সকলে মহৎ।
বর দিল সেই বর পূর মনোরথ ॥
এ সকল স্বপ্নকথা কহে সখীগণে।
সখীগণ কহিলেক পাটরাণী স্থানে ॥
বীরসিংহে পাটরাণী সে কথা কহিল।
শুনিয়া ত নরপতি হরষিত হৈল ॥
মাধব ভাটের তরে পাঠাইল তথা।
নিত্য নিত্য অন্তঃপুরে শুনি এই কথা ॥
সুন্দর বলেন যদি ভাট পাঠাইল।
কত দিন গেছে ভাট কেন না আইল ॥
মালিনী বলেন সেই দেশ বহু দূর।
এক মাস ভাট ছাড়ি গেছে নিজপুর ॥
কথায় প্রভাত নিশি করিল দুজনে।
শ্রীকবিশেখর কহে কালীর চরণে ॥

[বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎকারের উপায় নির্দ্ধারণ]

প্রভাত হৈল নিশি ভাবেন কুমার।
কোন্ বুদ্ধি করি দেখা পাইব বিদ্যার ॥
কেমতে তাহার সনে হয় দরশন।
না দেখিলে তারে প্রাণ না যায় ধরণ ॥
মালিনীরে দিয়া যদি পাঠাই সম্বাদ।
অন্যমত বুঝিলে হৈব পরমাদ ॥

১। কৃষ্ণরামের মতে ইঁহার নাম কাঞ্চনী বলিয়া মনে হয়।
কবিবর করে ধরি কাঞ্চনীর পতি।
সিংহাসনে বসাইল আনন্দেতে অতি ।—(কৃষ্ণরাম, ৩০ক)।

২। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মতে বিদ্যার বিবাহ না হওয়ার কারণ অন্যরূপ।
প্রতিজ্ঞা করিল এই নৃপতির বালা।
যে জন বিচারে জিনে তারে দিবে মালা।
আসিয়া অনেক রাজা কেহ নাহি জিনে।
হারিয়া পলায় নিশি দেখা নাহি দিনে ।—(কৃষ্ণরাম, ৭ক)।
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞার।
যে জন বিচারে জিনি বরিবেক তার।
দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল যত রাজসুত ।—(ভারতচন্দ্র, ২৬)।

পরম রূপসী রামা তুষ্টা শ্যামা গুণধামা
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার হৃদয়েশ খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ
বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ ।—(রামপ্রসাদ, ১৪১)।

মোর কথা মালিনী মুখেতে যদি কয়।
নৃপতিকুমারী মূর্খ জানিব নিশ্চয় ॥
অল্পবুদ্ধি করি রাজা জানিব আমারে।
অবশেষে কিবা তবে করয়ে বিচারে ॥
বিদগধি বিদ্যা পাছে মূর্খ করি জানে।
বিদগধ করিয়া না লব তার মনে ॥
মালিনী যাইব আজি পুষ্প যোগাইতে।
আপনার নিদর্শন পাঠাইব তাতে ॥
লিখন করিয়া রাখি কুসুমের সনে।
অবশ্য পাইব বিদ্যা পড়িব লিখনে ॥
বিদগধি হয় যদি করিব বিচার।
মালিনীর ঠাঞি পুনঃ পাব সমাচার ॥
এতেক বিচার বালা ভাবে মনে মনে।
বলিতে লাগিল কিছু মালিনীর স্থানে ॥
তঙ্কা এক লহ মাসি চলহ বাজার।
কিনিয়া ত ভক্ষ্য দ্রব্য আনহ আমার ॥
মালিনী কহেন বাছা কহি তব ঠাই।
নিত্য নিয়মিত পুষ্প বিদ্যারে যোগাই ॥
দশ দণ্ড ভিতরে কুমারী পূজে গৌরী।
তথা হইতে আইলে যাইতে আমি পারি ॥
কানন ভিতরেতে তুলিব শত ফুল।
গাঁথিবারে চাহি ফুল করি সমতুল ॥
এ সকল কর্ম্ম আমি আগেতে করিব।
উচুর হইলে বেলা কুমারী গঞ্জিব ॥
কুমার বলেন মাসি শুন মোর বাণী।
অপরূপ মালা আমি গাঁথিবারে জানি ॥
তুলিয়া সকল ফুল গাঁথি দিব মালা।[১]
সন্তুষ্ট হইব তোমা নৃপতির বালা ॥
বাজার হইতে মাসি আইস শীঘ্রগতি।
পুষ্প লৈয়া যাবে তবে বিদ্যার বসতি ॥
এতেক কুমার যদি কহিল কাহিনী।
তঙ্কা লৈয়া বাজারেতে চলিল মালিনী ॥

*　*　*　*

বলরাম কহে দয়া কর ঠাকুরাণী ॥

[সুন্দরের পুষ্পচয়ন ও মাল্যগ্রথন[২]]

মালিনী বাজার চলে　　কুমার কুসুম তোলে
জাতি, যুথী মল্লিকা মালতী।

*　*　*　*

তোলে চাঁপা নাগেশ্বর　　রঙ্গন শ্বেত করবীর
পারিজাত তুলিল দুলাল।
সেহালী লেহালী ঝাটা　　বক পুষ্প দুবুটা
সূর্য্যমণি তুলিল গুলাল ॥
তোলে ফুল ভরদ্বাজী　　কাঞ্চনে পূরিল সাজি
গন্ধচাঁপা তুলিল অতসী।
কোদাবরী কর্ণপূর　　রক্ত জবা করবীর
শ্বেত জবা দেখিতে রূপসী ॥
বকুল রঙ্গন তোলে　　ঘলঘষি বাগ লোলে
রক্তোৎপল কুমুদ কহ্লার।
তুলিল মরুয়া বেলা　　দূর্ব্বাদল শ্বেত জলা
হরষিত হইয়া কুমার ॥
তুলিল টগর জটা　　বিল্বপত্র তেজি কাঁটা
কেলিকদম্ব তুলিল কস্তুরী।
শত ফুল তুলি বালা　　গাঁথে অপরূপ মালা
বিনি সূতে নানা চিত্র করি ॥[৩]
দিয়া তাতে শত ফুল　　গাঁথেন মালা সমতুল
তাহে শতেশ্বরী করি হার।

১। তঙ্কা দশ লইয়া বাজারে যাও মাসি।
গাঁথিব সকল মালা আজি আমি বসি।
বহুদিন পুজি নাই হরের ঘরণি।
উপহার আন তার কিনিয়া আপনি।—(কৃষ্ণদাস, ৮ খ)।
প্রমথ-পতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।
এত বলি বায় টাকা ফেলে দিল কাছে।—(রামপ্রসাদ, ১৪ খ)।

২। কৃষ্ণরাম দুই বার মাল্যরচনার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম বারে পুষ্পচয়ন ও মাল্যরচনার এই দীর্ঘ বর্ণনা নাই।

৩। বিনাসূত কি অদ্ভুত গাঁথে পুষ্পহার।—(রামপ্রসাদ)।
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে।—(ভারতচন্দ্র)।

চিত্র বিচিত্র করি চাঁদ তহি সারি সারি
মনোহারী করিতে বিস্তার ॥[১]
নানা বর্ণে ফুল গাঁথে রক্ত নীল শ্বেত পীতে
কোনখানে করিল শ্যামল।
কোনখানে যেন স্বর্ণ শোভা করে নানা বর্ণ
এক সম না হয় রচন ॥
গুণসাগরের বালা বিনি সূতে গাঁথে মালা
নিরমায় কুসুম সাঁপুড়া।[২]
নারুণেতে কাটি পাতে নানা চিত্র করে তাতে
দিয়া খিল সোনার আঁকুড়া ॥
চিত্র করে নানা বিধি মাছ পক্ষ গাছ আদি
সিংহ বরা কুঞ্জর হরিণী।
কুসুম সাঁপুড়া করি নানা চিত্র পরিহরি
মাঝে শোভে সিংহবাহিনী ॥
সাঁপুড়া নির্ম্মাণ করি নানা পুষ্প তায় ভরি
শত ফুল রাখে ঠাঞি ঠাঞি।
বিনি সূতে গাঁথে হার মধ্যে রাখিল তার
বিনি সূতে সাঁপুড়া বানাই ॥[৩]
দিব্য তালের পাতে লিখন করিল তাতে
ভাবিয়া কুমার মনে মন।[৪]
কালীপদ সরসিজে লুব্ধ মধুপ দ্বিজে
শ্রীকবিশেখর সুরচন ॥

১। গন্ধরাজ চাপামাঝে বকুলের মালা।
যা ধরিলে বিরহী জনের বাড়ে জ্বালা।—(কৃষ্ণরাম, ৮খ)।

২। সুন্দর মদন, রতি, ফুলধনু প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়াছিল, ভারতচন্দ্র এইরূপে বর্ণনা পাওয়া যায়।

৩। কৃষ্ণরাম মাল্যমধ্যে সাপুড়াদি অঙ্কনের কোনও উল্লেখ করেন নাই।

৪। ভাবিয়া হৃদয় মাঝে রাজার কুমার।
লিখিল কেতুকি ফুলে নিজ সমাচার।
যতনে লইয়া কবি ফুল্ল সরসিজ।
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ।—(রামপ্রসাদ)।
চিত্র কাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়া পাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তথাতে।

[মাল্যের মধ্যে বিদ্যার পত্র প্রেরণ]

স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল বিদ্যা সতি।
লোকমুখে শুনি তুমি বড় রূপবতী ॥
শিশুকাল হৈতে পূজ কালীর চরণ।
এতদিনে ভদ্রকালী হৈলা সুপ্রসন্ন ॥
পরিচয় কহি সত্য তোমার গোচর।
আমার পিতার নাম শ্রীগুণসাগর ॥
মাণিকানগরে ঘর মাতা গুণবতী।
দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশ আমার বসতি ॥
মোর নাম সুন্দর গুণসাগরতনয়।
তোমার কারণে কন্যা দিল পরিচয় ॥
তোমার জনক রাজা বীরসিংহ রায়।
আমারে আনিতে ভাট করিলা বিদায় ॥
মোর দেশে গেল ভাট মাণিকা নগরে।
কহিল সকল কথা আমার বাপেরে ॥
ভাল মন্দ বাপ মোর না কহিল কথা।
নিজ পুরে গেল ভাট যথা মোর মাতা ॥
মোর মায়ে কহিলেক তোমার বারতা।
ভাটের শুনিঞা কথা হরষিত মাতা ॥
মাতা বলে সম্বন্ধ করিব বিচারিয়া।
বিনয় পূর্ব্বকে আমি করাইব বিয়া ॥
ভাট বলে বিলম্ব না সহে নৃপরাণি।
পুত্রে বিভা দেহ ঝাঁট শুনহ কাহিনী ॥
এতেক শুনিঞা মাতা কহে মোর বাপে।
মাতা বলে কথো দিন কর কাল যাপে ॥
রাজ্য সমেতে আমি গঙ্গাস্নানে যাব।
সেই কালে সুন্দরের বিভা করাইব ॥
এত বাক্য শুনিঞা জননী নিবর্ত্তিল।
সব কথা ভাট গিয়া আমারে কহিল ॥
কহিল মাধব ভাট তব রূপ গুণ।
যতেক কহিল ভাট কিছু নহে উন ॥

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্।—(ভারতচন্দ্র)।

আর দিন কহে বাপা ডাকিয়া ভাটেরে।
এক বৎসর ভাট থাক মোর পুরে॥
তবে সে বিদায় আমি করিব তোমার।
ভাটের সহিত বাপা করিল বিচার॥
শুনিল বিশেষ কথা জননীর ঠাই।
এদেশে আসিয়া বাপা বিভা দিব নাই॥
তুমি কর মোর লাগি কালীর পূজন।
নিরবধি কর সেবা শিবের চরণ॥
সেই ফলে বিধাতা আনিল এইখানে।[১]
তোমার কারণে এই কৈল নিবেদনে॥
এই কথা সংসারেতে কেহ নাঞি জানে।
করহ বিচার কন্যা যেবা লয় মনে॥
নাহি জানি কোন কহিল তোমারে।
প্রভাত কালেতে বিধি যেবা কিছু করে॥
গুপতে থাকিব এথা গুপত রভস।
পশ্চাতে যে করে কালী যশ অপযশ॥
এতেক লিখিয়া তবে কুমার সুন্দর।
গুড়াইয়া থুইল পাতি কুসুম ভিতর॥
কালীপদ সুঙরিয়া দিলেক ঢাকুনি।
হেন কালে তথা হৈতে আইল মালিনী॥
কালীপদ সরসিজে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী॥

[পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন]

মালিনী আইল ঘর হরষিত সুন্দর
হাসি হাসি বলয়ে বচন।
শুন গ শুন গ মাসি আজি বিদ্যা হব খুসী
দেখি চিত্র কুসুম-রচন॥
যাবা মাত্রে তার স্থানে পাইবে অনেক মানে
গণিয়া বলিল আমি তোরে।
শুন গ শুন গ মাসি আছি আমি উপবাসী
মিষ্ট কিবা আন্যাছ আমারে॥
মালিনী বলেন বাছা যেই দ্রব্য কর ইৎসা
সেই দ্রব্য আন্যাছি কিনিয়া।
স্নান কর শুন বালা খাও ক্ষীরখণ্ড কলা
যাহা চাহ দিব ত আনিয়া॥
কুমার বলেন ছলা উছুর হইল বেলা
ঝাঁট চল নৃপতির ঘরে।
তথা হইতে আল্যে তুমি তবে সে ভুঞ্জিব আমি
শীঘ্র চল বিদ্যার মন্দিরে॥
কুমারের বাণী শুনি শীঘ্র চলে মালিয়ানী
গেল বিদ্যাবতীর ভবনে।
বাজারে বাজারে যায় পাছু পানে নাহি চায়
পাছে বিদ্যা করয়ে গঞ্জনে॥
নগর রাখিয়া পাছে গেলেন গড়ের কাছে
উপনীত রাজার দুয়ারে।
গেল খড়গির পথে ফুল করিয়া হাতে
যথা বিদ্যা আছে অন্তঃপুরে॥
গঙ্গাজলে করি স্নানে আছয়ে পূজার স্থানে
মালিনী আসিব কতক্ষণে।
করিয়া পূজার সাজে আছয়ে পুষ্পের ব্যাজে
ঘন আদেশয়ে সখীগণে॥
সখীগণ বলে বাণী অই আইল মালিনী
বলে বিদ্যা নৃপতিনন্দিনী।
হইল উছুর বেলা মোর কার্য্যে কর হেলা
কবে আমি পূজিব রঙ্কিণী॥[২]
মালিনী সম্ভ্রমযুতা বিনয়ে বলেন কথা
মোরে রোষ কর অকারণে।

১। তোমার প্রতিজ্ঞা কথা শুনি লোকমুখে।
মালাকার ভবনেতে আইলাম কৌতুকে।
দরশন করণে মনের কুতূহল।
স্বপনে শিবার মুখে ব্যাকত সকল।—(কৃষ্ণরাম, ৮খ)।

২। সুখে থাক নিজালয় আমারে না করো ভয়
ফুল আন যখন তখন।
প্রায় করো অবহেলা তৃতীয় প্রহর বেলা
কবে আর পূজিব ভবানী।—(কৃষ্ণরাম, ৯ক)।

নাহি আমি করি হেলা উছুর হইল বেলা
পুষ্প খুজি বুলি বনে বনে ॥
পুষ্প করিয়া হাতে ধায়্যা আসি ঘরে হৈতে
নাহি ব্যাজ করি কোনখানে।
এতেক বলিয়া বাণী হাতে হৈতে মালিনী
কুসুম এড়িল সেইখানে ॥
বিচিত্র সাঁপুড়া দেখি হাসি বলে চন্দ্রমুখী
এ চিত্র করিল কোন জনে।
ফুলেতে না দেখি হেন অব্যক্ত সাঁপুড়া যেন
বিশ্বকর্ম্মা কর্যাছে নির্ম্মাণে ॥
বুঝিল দেবতা সেই এ চিত্র করিল যেই
সত্য করি কহ গ মালিনি।
সাঁপুড়া ঘুচায়্যা বালা দেখে অপরূপ মালা
বলরাম রচিল কাহিনী ॥

[বিদ্যার পত্র-পাঠ]

পায়ে ত তাহার মাঝে এক লিখা দেখি।
মনে মনে সেই লেখা পড়ে চন্দ্রমুখী ॥
লিখা পড়ি মনে মনে করেন বিচার।
অপরূপ কথা কিবা হৈল চমৎকার ॥
হরিষ বিষাদ মনে হইল বিদ্যার।
মানস করিল পূর্ণ চামুণ্ডা আমার ॥
পূজা তেয়াগিয়া বিদ্যা বলে কিছু বাণী।
সত্য করি মোর তরে বলহ মালিনি ॥
বিনি সূতে মালা কেবা গাঁথিল এমতে।
সে জন মানুষ নহে লয়ে মোর চিত্তে ॥
এমত অপূর্ব্ব মালা মানুষে রচয়ে।
সত্য করি কহ মোরে নাহি তোর ভয়ে ॥
এমত মালিনী শুনি ভাবে মনে মনে।
জানিল সুন্দর কিবা লিখিল লিখনে ॥
না জানি ফুলের মধ্যে কোন দোষ পাইল।
কি জানি সুন্দর মোরে কাল হৈয়া আইল ॥
পুরুষবিদ্বেষী কিবা দোষ পাইল ফুলে।
না জানি কি করে আজি করি প্রতিকূলে ॥
সাত পাঁচ ভাবিয়া মালিনী কিছু বলে।
নিবেদন করি কিছু তব পদতলে ॥
আমার ভগিনীসুত আছে মোর ঘরে।[১]
আজি ফুল গাঁথিতে বলিল তার তরে ॥
সর্ব্ব ফুল গাঁথিয়া দিলেন মোর ঠাঞি।
সত্য কথা বৈল আমি মিথ্যা কহি নাঞি ॥
সত্য করি মোর তরে কহ গ মালিনী।
কোন দেশে বৈসে সেই তোমার ভগিনী ॥
তোমার ভগিনীসুত বৈসে কোন গ্রাম।
কেবা তাঁর জনক তাঁহার কিবা নাম ॥
যোড়হাতে মালিনী কহেন কিছু বাণী।
গুণবতী নাম ধরে আমার ভগিনী ॥
আমার ভগিনীপতি শ্রীগুণসাগর।
ভাগিনার নাম মোর বটে ত সুন্দর ॥
সত্য কহিলাম আমি শুন বিদ্যা সতি।
দক্ষিণ দ্রাবিড় দেশে তাঁহার বসতি ॥
পড়িবারে আসিয়াছে আমার মন্দিরে।
না পায় পণ্ডিত যোগ্য এই ত নগরে ॥
হাসিয়া কুমারী কিছু পুনঃ কহে বাণী।
দ্বিজ বলরাম কহে ভাবিয়া ভবানী ॥

১। কৃষ্ণরাম-কৃত কাব্যে মালিনী মালারচকের আদৌ পরিচয় না দিয়া বলিল,—

আজি হেন কহ কেন নৃপতির বালা।
যাহা জানি গাঁথি আমি আর কেবা আছে।
নাহি যুবা আর কেবা আসি থাকে কাছে।
ভাবি বুঝ উচ্চ কুচ এ ভর যুবতী।
ফুলগন্ধে পড়ো ধন্দে স্থির নহে মতি।
পোড়ে মন অনুক্ষণ বিরহ আগুন।
বর আনি নৃপমণি না দেয় দারুণ।—(৮ ক)

[সুন্দরের রূপ-বর্ণনা]

সত্য করি বাণী কহ গ মালিনী
কত রূপ ধরে সেই।
ভাগিনা তোমার কি বয় তাহার
এ মালা গাঁথিল যেই ॥
সেই তোর ঘরে কত রূপ ধরে
তাহার বরণ কি।
শঙ্কা তেয়াগিয়া কহ সত্য বাণী
শুন গ মালীর ঝি ॥
নাহি করি রোষ তোর নাহি দোষ
কহ না মালিনী মোরে।
সত্য কহ ফুল যে জন গাঁথিল
ভূষিত করিব তোরে ॥
যোড় করি পাণি কহেন মালিনী
শুন নৃপতির সুতা।
ভাগিনা আমার বরণ তাহার
যেন কনকের লতা ॥
তাহার বরণ তপত কাঞ্চন
মুখ শরদের চাঁদ।
তার মধ্যস্থান কেশরিগঞ্জন
রূপ যুবতীর ফাঁদ ॥
গিধিনীগঞ্জন[১] যুগল শ্রবণ
কদলী বিশেষ উরু।
বিসবর জিনি বাহুর বলনি
কামের কামান ভুরু ॥
চরণ যুগল রকত কমল
তাহে পড়ি কাঁদে বিধু।
তাহার লোচন খঞ্জনগঞ্জন
বচনে বরিষে মধু ॥
মাথার চিকুর ঠেকয়ে নূপুর
আন্বাইয়া থাকে যবে।
অলিরথ নাথ একোদর জাত
নাসিকা তুলন খগে ॥
কবি বিশারদ মনোহর পদ
কালিদাস নহে তুল।
সর্ব্বগুণধর আমার সুন্দর
সেই গাথ্যা দিল ফুল ॥
বিংশতি বৎসর বয়েস তাহার
দেখিতে যেমন ভূপ।
মার কাট কিবা মনে লয় যেবা
কহিল আমি স্বরূপ ॥
শুনি তার বাণী নৃপতিনন্দিনী
দিলেন গলার হার।[২]
নিত্য নিয়মিত ফুল গাঁথি দিব
ভগিনীসুত তোমার ॥
কত রূপ ধরে সেই ত কুমারে
তাহারে দেখিব আমি।
সত্য কহি বাণী শুন গ মালিনি
দেখাইতে চাহ তুমি ॥
এত কহি কথা নৃপতির সুতা
হরিষ বিষাদ মনে।
কালীর চরণ লইয়া শরণ
শ্রীকবিশেখর ভণে ॥

[বিদ্যা কর্ত্তৃক মালিনীর সমাদর]

শুন ল মালিনি আমি কহি তোর তরে।
এ সকল কথা আর না কহিবে কারে ॥
খানিক থাকহ কালী করি গ পূজন।
পূজা সাঙ্গ হৈলে গৃহে করিবে গমন ॥

১। গৃধিনীগঞ্জিত মুকুতারঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতিমূলে।—(ভারতচন্দ্র, ৩৬)।

২। ছিঁড়িয়া গলার হার তৎক্ষণাতে দিল।
চারিদিগ নিরক্ষিয়া কহিতে লাগিল।—(কৃষ্ণরাম, ১০)।
ইহা বলি ছিঁড়িয়া দিলেন গলহার।
হীরা কহে ঘটকের পাছে পুরস্কার।—(রামপ্রসাদ, ১৪৩)।

এতেক বলিয়া বিদ্যা পূজায় বসিল।
হরিষ বিষাদ মন মালিনীর হৈল ॥
পূজা সাঙ্গ করি বিদ্যা ডাকে সখীগণে।
সন্নিধানে আইল যতেক সখীগণে ॥
বিদ্যা বলে সখীগণ শুনহ বচন।
মালিনীর তরে দেহ ভক্ষ্য আওজন ॥
গঙ্গাজল লাড়ু দেহ দিব্য সন্দেশ।
মাহেষিয়া দধি দেহ ছেনাত বিশেষ ॥
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দেহ আর দিব্য চিনি।
কর্পূর তাম্বূল দেহ আর দিব্য ফেনি ॥
দিব্য নারিকেল দেহ ক্ষীরখণ্ড কলা।
নিত্য মালিনী যেন দেই দিব্য মালা ॥
এতেক আদেশ যদি করে সখীগণে।
আজ্ঞামাত্র সখীগণ দিল ততক্ষণে ॥
বিদ্যা বলে মালিনী কহিল তোর তরে।
অবশ্য দেখিব আমি তব ভাগিনারে ॥
সরোবরে স্নান আমি করিব যখন।
কেমন ভাগিনা তোর দেখিব তখন ॥[1]
নানা দ্রব্য মালিনী বিদ্যার ঠাঞি পায়।
বিদায় হইয়া তবে নিজ ঘরে যায় ॥

[সুন্দরের নিকট বিদ্যার বার্ত্তা কথন]

আসিয়া আপন ঘরে দিল দরশন।
হাসিয়া কুমারে কিছু বলেন বচন ॥
তোমার গাঁথুনি ফুল কুমারী দেখিল।
চিত্রবিচিত্র দেখি মোরে জিজ্ঞাসিল ॥
একে একে আমি তারে সকল কহিল।
শুনিঞা কুমারী বড় হরষিত হৈল ॥
আমার ভগিনীপুত্র কহিল তোমারে।
শুনি বিদ্যা বলে আমি দেখিব তাহারে ॥
সরোবরে স্নান আমি করিব যখন।
কহিল কুমারী আমি দেখিব তখন ॥
হেটমুখে যাবে বাপু না কহিবে কথা।
পুরুষবিদ্বেষী বড় নৃপতির সুতা ॥
বড় অনুগ্রহ করে কুমারী আমারে।
নানা দ্রব্য দিল মোরে খাইবার তরে ॥
আমার ভাগিনা তেঞি দেখিবারে চায়।
হেটমুখ হৈয়া যাবে না দেখিবে তায় ॥
বড়ই দুর্জ্জয় রাজা বীরসিংহ রায়।
আগেতে হানয়ে বাপু যার দোষ পায় ॥
এ বোল শুনিয়া বালা মনে মনে হাসি।
এতেক অভব্য মোরে না জানিহ মাসি ॥
রহিনু তোমার বাড়ী পড়িবার তরে।
কোন কার্য্য হব মোর দেখিলে বিদ্যারে ॥
পুরুষবিদ্বেষী সেই নৃপতিনন্দিনী।
মোর তরে মাসি কেন বল হেন বাণী ॥
কহিয়া হাসিল তবে নৃপতি সুন্দর।
শ্রীকবিশেখর কহে কালীর কিঙ্কর ॥

[বিদ্যার ভাবনা]

এথায় নৃপতিসুতা ভাবে মনে মনে।
বিদেশে কুমার আইল কিসের কারণে
কিবা রূপগুণ যত শুনিয়া আমার।
দেখিতে আইল কিবা নৃপতিকুমার ॥
শ্রীগুণসাগর কিবা বলিল বচন।
কুমার আইল এথা তথির কারণ ॥
কিবা সে আমার মন বুঝিবার তরে।
তথির কারণে আইল আমার নগরে ॥

[1] ১। বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাজ।
স্নান ছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ।—(রামপ্রসাদ, ১৪৯)।
মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে।
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার।—(ভারতচন্দ্র, ৩৮)।
এইরূপ ছলে বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পর সাক্ষাৎকারের উল্লেখ কৃষ্ণরাম করেন নাই।

বহু শাস্ত্র পড়িয়াছে নৃপতিনন্দন।
কিবা সে পুরাণ কথা করিল গ্রহণ ॥
যেই কালে হৈলা হরি ভারাবতারণ।
হৈল ছাপ্পান্ন কোটি তাহার নন্দন ॥[১]
দৈত্যবধ করি প্রভু রাখিল সংসার।
বজ্রনাভ বধ কৈল তাহার কুমার ॥
প্রভাবতী বিভা কৈল কৃষ্ণের নন্দন।[২]
সে কথা কুমার কিবা করিল শ্রবণ ॥
সেই ভাবে আইল কিবা বিভা করিবারে
গোপতে পিরীতি কিবা করিব আমারে ॥
যে হকু সে হকু আমি লজ্জা পরিহরি।
গোপতে কুমার আমি স্বয়ম্বর করি ॥
যেই দিন হরগৌরী কহিল স্বপনে।
সে কথা আসিয়া মোর হৈল বিগুমানে ॥
নহলি যৌবন মোর কুমার মদন।
তে কারণে বিধি মোরে করিল ঘটন ॥
এতেক কুমারী তবে ভাবে মনে মনে।
একান্ত করিল চিত্ত করিব ভজনে ॥
এ সব বারতা নাহি জানে সখীগণে।
শ্রীকবিশেখর কহে কালীর চরণে ॥

[স্নানব্যপদেশে সরোবরে বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ]

নানা মত ভাবি মনে কুমারী সে রাত্রি দিনে
জাগরণে পোহাল্য রজনী।
মদনে দহিল অঙ্গ করিতে পুরুষসঙ্গ
সখী সঙ্গে গদগদ বাণী ॥
সকল সখীরে বলে স্নান করিবার ছলে
আজি আমি যাব সরোবরে।
যত সখীগণ রঙ্গে চলহ আমার সঙ্গে
যেন করি জলের বিহারে ॥
শুনি যত সখীগণ আনি গন্ধ চন্দন
অঙ্গে তার করিল লেপন।
মণি অঙ্গে তুলি তায় নারায়ণ তৈল গায়
দিয়া কৈল অঙ্গের মার্জন ॥
আমলকী গন্ধ শেষে দিলেন তাহার কেশে
চলে সবে সরোবরজলে।
আগে পাছে যত সখী মাঝে চলে চন্দ্রমুখী
যেন মেঘে বিজলী বিলোলে ॥
দ্বিরদগামিনী রঙ্গে কর দিয়া সখী অঙ্গে
রুণু ঝুনু চরণে নূপুর।
অলঙ্কার ঝলমলি শ্রবণে কনক বৌলি
ললাটেতে সুরঙ্গ সিন্দূর ॥
অতি সুকোমল তনু রৌদ্রে মিলায় জনু
সখীগণ আৎসাদিল শিরে।
সখী অঙ্গে দিয়া হেলে রাজহংসিনী চলে
কুরঙ্গনয়নী ধীরে ধীরে ॥
গেল সরোবরজলে সখী সঙ্গে জলে উলে
করিবারে জলেতে বেহারে।
মালিনী নাহিক জানে ভাবিয়া আপন মনে
অন্য ছলে চলিলা কুমারে ॥
মাখি নারায়ণ তৈলে কুমার স্নানের ছলে
সরোবরে হৈল উপনীতে।
দুঁহে দুঁহা করে দৃষ্টি যেন চন্দ্রে সুধাবৃষ্টি
চিত্র যেন নিরমিল রীতে ॥[৩]
দুঁহে নেহালয়ে রূপে পড়িয়া মদনকূপে
দুই ঘাটে থাকি দুই জন।
অন্য ছলে কথা কহে কেহ নাহি লখয়ে
অন্য ছলে অন্য বিবরণ ॥

১। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশ পঞ্চদশ অধ্যায় অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রসংখ্যা এক লক্ষ আশী হাজার। বঙ্কিমচন্দ্র হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব (কৃষ্ণচরিত্র, ৩য় খণ্ড, ৭ম অধ্যায়)। তবে কথা এই যে, এই সকল সংখ্যার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। ইহারা বহুত্বের সূচনা করে মাত্র।

২। বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীর সহিত কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্নের বিবাহের বৃত্তান্ত হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
উর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব।—(ভারতচন্দ্র, ৪০)।

অন্য ছলে কহে কথা কুমারী কুমার তথা
দুঁহাকার সঙ্কেত বচন।
কালীপদ সরসিজে ভণে বলরাম দ্বিজে
কাছে থাকি অন্য নাহি জানে॥

[বিদ্যাসুন্দরের সঙ্কেতে আলাপ]

দুঁহে দুঁহাকার রূপ করে নিরীক্ষণ।
অন্য উপদেশে কহে মধুর বচন॥
সেই সরোবরে আছে কমলের বন।
কমলে আসিয়া এক বসিল খঞ্জন॥
খঞ্জন কমলে দেখি বিদ্যা কিছু বলে।
সকল সখীর মাঝে করি নানা ছলে॥
দেখ দেখ হোর সখি কমলে খঞ্জন।
কি কারণে কমলে বুঝিতে নারি মন॥
শুন্যাছি খঞ্জন দেখে কমলের দলে।
সেই দিন রাজা হয় দরশনফলে॥[১]
শুনহ খঞ্জন তুমি বড়ই চতুর।
উড়িয়া যাইবে তুমি মোর নিজপুর॥
তোমারে রাখিব আমি করিয়া যতন।
মোর পুরে থাকিলে বাড়িব তোর মান॥
শুনহ খঞ্জন তোরে কথা কিছু কই।
তোর তরে ভাবিতে যেমন রূপ হই॥
আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।
সাপি ত্বদ্‌বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ন্ শার্দূলবিক্রীড়িতম্॥[২]

বিপিন সমান দেখি মোর নিকেতন।
জলের সমান দেখি এই সখীগণ॥
মলয়ের সমীরণ মোর হৈল কাল।
কুঙ্কুম কৌস্তুরী গন্ধ অঙ্গে লাগে শাল॥
হরিণী আমার মন কোকিলী কিরাত।
রজনী সময় হৈলে করে ঘন ঘাত॥
কন্দর্প হৈল যম নিবসয়ে পাশে।
নাহি জানি কোন দিন ধরিয়া গরাসে॥
নিবারণ নাহি তারে করে অন্য জন।
এই হেতু সতত পোড়য়ে মোর মন॥
চতুর খঞ্জন তুমি চল মোর ঘরে।
যদি অন্যমত করি বিড়ম্ব আমারে॥
তোমারে দেখিয়া মোর মনে অন্য নাঞি।
কহিলাম পিছে মোরে যে করে গোসাঞি
এতেক কুমারী যদি কহিলেক ছলে।
বুঝিয়া কুমার তার মন তুষি বলে॥
মনে ভাবে কুমার কুমারী কহে কথা।
না দিলে উত্তর পাছে জানয়ে মূর্খতা॥
খঞ্জন উদ্দিশে বিদ্যা কহিল বচন।
কুমারী তুষিব কহি বিরহ বর্ণন॥
দুই জনে নিরখয়ে দুঁহার বয়ান।
চতুর চাতুরী কথা নয়নে নয়ান॥
এমত সময়ে বৈসে কমলে ভ্রমরী।
দেখিয়া কুমার কিছু বলেন চাতুরী॥

১। বসন্তরাজশাকুন (১০।১৩-১৪) গ্রন্থে পদ্মে খঞ্জন দর্শনে অন্ন, পান, অশ্ব, বস্ত্র প্রভৃতি লাভের উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। গীতগোবিন্দ ৪।১০। পুথিতে লিপিকরদোষে এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্তী শ্লোক এত অশুদ্ধ যে, পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় গীতগোবিন্দ হইতে ইহার মূল অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬, পৃ. ১২৫)।

গীতগোবিন্দের এই শ্লোক ছাড়া কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে অন্যান্য বিদ্যাসুন্দরের গ্রন্থের ন্যায় চৌরপঞ্চাশিকার কয়েকটী শ্লোক পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আর যে কয়েকটী শ্লোক বিদ্যাসুন্দর পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহাদের আকর জানিতে পারা যায় না। পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ শ্লোকগুলি এবং বররুচির গ্রন্থেরও কতকগুলি শ্লোক বিশেষ প্রচলিত। তাহারাও কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইতে পারে। অন্যের গ্রন্থে এক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শ্লোক অপর গ্রন্থকার কর্তৃক স্বগ্রন্থে প্রসঙ্গান্তরে ব্যবহার করিবার উদাহরণ অন্যত্রও পাওয়া যায়। রূপগোস্বামী ভবভূতির উত্তররামচরিতের দুইটী শ্লোক রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক বলিয়া তাঁহার পদ্যাবলীতে নিবেশিত করিয়াছেন।

শুন মধুকরি আমি বলি তোর তরে।
বলিব তোমারে কিছু বিরহ কাতরে॥
পূর্ব্বং[১] যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি॥
রতিপতি বাসাসিদ্ধ করিবার তরে।
শুন মধুকরি কিবা তেই সরোবরে॥
মদনের তীর্থস্থল কিবা এই ঠাঁই।
তোমার আলাপে মন্ত্র জপি এই ঠাঁই॥
সকল বান্ধব ছাড়ি ফিরি একাকিনী।
তোর কুচে আলিঙ্গন করিয়া বাঞ্ছনি॥
আজি মনোরথ মোর পূরিব নিশ্চয়।
শুন মধুকরি তোর যাইব নিলয়॥
এত বলি স্নান করি চলিলা কুমার।
কুমারী চলিল তবে পুরী আপনার॥
কুঞ্জরগামিনী চলে সখীগণ সঙ্গে।
আপনার পুরেতে প্রবেশ করে রঙ্গে॥
বাড়িল মদন মনে নাহি অন্য কাজ।
মদনমঙ্গল[২] গায় পরিহরি লাজ॥
সমর্পিল পূজা কিছু করিল ভক্ষণ।
শুইল খট্টায় চারি ভিতে সখীগণ॥
কৌতুকে মদনকড়ি দিয়া নিজ কর্ণে।
বসন্ত আলাপে গীত গায় নানা বর্ণে॥

মধুর বচনে মোহে যত সখীগণে।
প্রেমে গদগদ চিত্ত হরল গেয়ানে॥
সব সখীগণ রঙ্গে মদনে মোহিত।
রাধার মঙ্গল গায় বিরহচরিত॥[৩]
কালীপদ সরসিজে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী॥

[সখীগণের আনন্দোৎসব ও স্বপ্নবৃত্তান্ত]

বসন্ত রাগ

সব সখী মিলি দিয়া করতালি
গায় মনোহর গীত।
রামকড়ি কানে যত সখীগণে
মদনে আকুল চিত॥
জয়দেব গীত সকল অদ্ভুত
সকলি কুমারী জানে।
করি নানা সঞ্চ পাঁচালী প্রপঞ্চ
গায় সব সখীগণে॥
হরিষে কুমারী বাজায় ঝাঝরী
বিরহ মঙ্গল গায়।
কেহ ধরি বীণা বাজায় বাজনা
কেহ হাসি লুটি যায়॥
রাধা আদি করি যত গোপনারী
বসন হরণ কালে।
আসি যদুবর ছলে হইয়া চোর
বসন বান্ধিল ডালে॥
যতেক গোপিনী পূজি নারায়ণে
পাইল আপন স্বামী।
সেই সব গীত লোকেতে বিদিত
তাহা গায় হইয়া কামী॥
কৃষ্ণের চরিত গায় নানা গীত
কুমারী হরিষ মনে।

১। গীতগোবিন্দ ৫।২
রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে প্রথম দর্শনে বিদ্যাসুন্দরের এই মন্ত্রজালাপের উল্লেখ নাই। এই দর্শনের পূর্ব্বে বিদ্যা পুষ্পমধ্যে সুন্দরের প্রেরিত পত্রের উত্তরে একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি।
বিদ্যা বিদ্যানামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি॥
সবিতা পত্মাম্বুজানাং ভুবি তে নাস্তাপি সমঃ।
দিবি দেবাস্তা বসন্তি দ্বিতীয়পঞ্চমেঽপ্যাহম্॥—(ভারতচন্দ্র, পৃ. ৩৮)।
২। মদনমঙ্গল—মদনের গুণকীর্ত্তনাত্মক কোন মঙ্গলকাব্য বা কাব্যাংশ হইতে পারে।

৩। ইহা চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহ-খণ্ডের অনুরূপ কাব্য বা কাব্যাংশ হইতে পারে।

বিরহে আকুলী হইয়া ব্যাকুলী
বলে যত সখীগণে ॥
শুন সখীগণ দেখিল স্বপন
আজি রজনীর শেষে।
একই সুন্দর বহু গুণধর
শুইয়াছিল মোর পাশে ॥
আপনি স্বপনে হাসি তার সনে
হার দিল তার গলে।
সেই হইতে মোর চিত্ত হইল চোর
না জানি কি ফল ফলে ॥
শুন সখীগণ কর আওজন
কালী পূজিবার তরে।
আজি নিশাকালে কালী পূজি ভালে
তবে মন হয় স্থিরে ॥
শুনি এত কথা সখীগণ তথা
করে নানা আওজন।
কুঙ্কুম কস্তরি ধূপ ধুনা করি
কটোরা পূরি চন্দন ॥
মৃগমদ আদি গন্ধ নানা বিধি
গাঁথিয়া কুসুমমালা।
যত আওজন করি সখীগণ
হরিষ রাজার বালা ॥
সখীগণ বসে বঞ্চেন দিবসে
হইল রজনীমুখ।
আসিব সুন্দর আজি মোর ঘর
বিভার অন্তরে সুখ ॥
তেয়াগিয়া লাজ বিদ্যা করে সাজ
কালী পূজিবার ছলে।
বিধির লিখন না যায় খণ্ডন
শ্রীকবিশেখর বলে ॥

[বিদ্যার সাজ]

সাজে কন্যা বিদ্যা সতী রাজহংসী জিনি গতি
চরণে নূপুর ঘন বাজে।
কদম্বকোরক কুচ গজকুম্ভ জিনি উচ্চ
মধ্যদেশ গঞ্জে মৃগরাজে ॥
সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে চন্দনের রেখা তলে
ভুরুযুগ মদন কামানে।
শ্রবণে কনকবৌলী মকরকুণ্ডল দোলি
কজ্জলেতে ভূষিত নয়নে ॥
কবরী চাঁচর চুলে বেষ্টিত মালতী মালে
তার মাঝে গন্ধরাজ চাঁপা।
গলায় শোভিছে তার মুনি শতেশ্বরী হার
পিঠেতে মাণিকযুত খোপা ॥
কনক মৃণাল ভুজে তাড় কঙ্কন সাজে
কটিদেশে কনক কিঙ্কিণী।
কনকের তাড় হাতে অতি শোভা করে তাতে
দোথরী পইছা তাহে মণি ॥
মরকত জড়াজড়ি কনকে গঠিত চুড়ি
বাহুমূলে কনক মাদুলি।
দশন কুন্দের পাঁতি তাম্বূলের রস তথি
যেন মেঘে পড়িছে বিজুলি ॥
পড়িল ক্ষীরোদ বাস মুখে মৃদু মন্দ হাস
মুখরুচি শরদের চাঁদ।
কনক কমলদাম দেহরুচি অনুপাম
বিরহী জনের হৈল ফাঁদ ॥
চরণ অঙ্গুলি মাঝে মাণিক পাশুলি সাজে
করাঙ্গুলে বিচিত্র অঙ্গুরী।
হার কেয়ূর গলে সুশোভন পরিমলে
সাজে কন্যা নৃপতিকুমারী ॥
হাসিয়া ত চন্দ্রমুখী সর্ব্বাঙ্গ দর্পণে দেখি
নিজরূপ চিত্রের সমান।
বিশ্বকর্ম্মা করি যত্ন দিয়া কিবা কত রত্ন
কত কালে কৈল নিরমাণ ॥

কিবা তার রূপসীমা সুবেশা হইয়া রামা
ভদ্রকালী পূজিবার ছলে।
ভাবিয়া কুমারী শ্যাম ভণে দ্বিজ বলরাম
কালিকার চরণকমলে॥

[সুন্দরের চিন্তা]

এথায় সুন্দর গিয়া মালিনীর ঘর।
দিবসে বঞ্চিল দুহেঁ মদনের শর॥
ভাবিল কুমার আমি কি বুদ্ধি করিব।
কোন ছলে বিদ্যার মন্দিরে আমি যাব॥
যদি খিরকীর পথে করিয়ে গমন।
কোটাল পাইলে লাগ বধিব জীবন॥[১]
সখীসঙ্গে যাই যদি সখীরূপ ধরি।
সে কথা সঙ্কেত নাহি করিল কুমারী॥
মালিনী যখন গেল পুষ্প যোগাইতে।
কুমারী সঙ্কেত কিছু না করিল তাতে॥
সাত পাঁচ কুমার ভাবেন মনে মন।
কেমনে যাইব কুমারীর নিকেতন॥
কুমারী কহিল মোরে খঞ্জন উদ্দেশে।
নিজপুর যাইবারে পুরুষবিদ্বেষী॥
যত দিন দেখা নাহি ছিল তাঁর সনে।
ভালই ছিলাঙ আমি নিজ নিকেতনে॥
দেখা দিয়া না যাইব আপন মন্দিরে।
কুমারীর প্রাণ নাহি রহিব শরীরে॥
আপন ইৎসায় বাড়াইল প্রেমলেহা।
দরশন বিনেতে ধরিতে নারি দেহা॥
রাত্রিদিন সম কৈল যাহার কারণে।
জীবন মরণ মানি বিষম কাননে॥
কেমতে যাইব আজি বিদ্যার মন্দিরে।
ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ না রহে শরীরে॥
বিরহিণী বিদ্যা আছে মোর প্রতিআশে।
কোন বুদ্ধি করি আমি যাব তার পাশে॥
যেই দিন ঘরে হৈতে করিল গমন।
একান্তে করিল কালীর চরণ পূজন॥
সেই দিন কেন মোরে দিল আশ্বাসন।
দরশন-পাবে যবে করিবে স্মরণ॥
একান্তে করিয় কালীর চরণ পূজন।
তবে মনোরথ তোমার করিব পূরণ॥
কালীপদসরসিজে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী॥

[সুন্দরের কালীস্তব]

কায়েতে কমলা কালরাত্রিস্বরূপিণী।[২]
কুমুদ কণিকা কালীরূপে কাদম্বিনী॥
কর গ করুণামই কৃপা একবার।
কঙ্কালমালিনী কৃপা কামের বিহার॥
কৃষ্ণারূপিণী তুমি কৃশোদরীরূপে।
কামাতুর কুমারে মজাল্য কামকূপে॥
খট্টাঙ্গধারিণী কাতি-কর্পর-ধারিণী।
খট্টাঙ্গ ধরিয়া দৈত্যে কৈলে খানি খানি॥
গোকুল রাখিলে গোপগণে করি দয়া।
গোপিনী পূজিল তোমা গোবিন্দ লাগিয়া
ঘোররূপা ঘন জিনি ঘর্ঘরবাদিনী।
ঘণ্টার নিস্বনে ঘোর দনুজনাশিনী॥
চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডে কৈলে নাশ।
চণ্ডবতী চণ্ডেশ্বরী পূর মোর আশ॥

১। কেমনে যাইব রাজকন্যার আলয়।
কোটাল দুরন্ত পথে বড় লাগে ভয়।—(কৃষ্ণরাম, ১২খ)
কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখী এড়াইতে নারে মানুষ কি পারে।—(ভারতচন্দ্র, ৪৪)

২। কালীর চৌতিশা। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে 'ক' ও 'ক্ষ' এই দুই অক্ষরের দ্বারা এই স্তব সম্পন্ন হইয়াছে। চৌর্য্যাপরাধে ধৃত ও মশানে নীত সুন্দরের দ্বারা কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র চৌতিশা পাঠ করাইয়াছেন। তবে কৃষ্ণরামের স্তবকে ঠিক চৌতিশা বলা চলে না; কারণ, তাহাতে সকল অক্ষর নাই।

ছলাবতী ছলেশ্বরী ছলা কৈলে মোরে।
ছলিলে আমার মন দেখাইয়া বিদ্যারে॥
যশোদানন্দিনী জয়া জগৎজননী।
জয় কৈলে যদুবংশে জয়পতাকিনী॥
ঝড় বৃষ্টি যেই কালে করিলে গোকুলে।
ঝড়াব পাইয়া তুমি হইলে অনুকূলে॥
টঙ্কাররূপিণী ধনুঃ করিলে টঙ্কার।
টলমল করাইলে সকল সংসার॥
ঠায়ে ঠাকুরালী ঠার সৃজিলে ভুবনে।
ঠকনা বড়ে নাম ধরে তে কারণে॥
ডিণ্ডিম ডমরু নাদে কর অবতার।
ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গেতে তোমার॥
ঢালিনু আপন তনু তোমার চরণে।
ঢাক ঢোল বাদ্যে নৃত্য করহ আপনে॥
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানি।
তাপিত তনয়ে কৃপা করহ তারিণী॥
স্থাবর জঙ্গম স্থূল করহ আপনি।
থর থর কৈলে দৈত্যে রাখিলে রঙ্কিণী॥
দয়া কর দক্ষসুতা দুর্গতিনাশিনি।
দুর্গমে দনুজ-শুম্ভ-নিশুম্ভনাশিনী॥
ধূম্রলোচন বীর গেল ধরিবারে।
ধ্বনি শুনি ভস্ম হৈয়া উড়িল সমরে॥
নমো নিত্য নারায়ণী নৃমুণ্ডমালিনী।
নন্দঘোষ-সুতা নমো নগেন্দ্রনন্দিনী॥
পার্ব্বতী পর্ব্বতজাতা পার কর মোরে।
পাতি নানা ছল নাশ করিলে অসুরে॥
ফাফর হইনু আমি আসি পরবাসে।
ফাস দিলে ফরমানি করিলে নৈরাশে॥
বিরহিণী বিদ্যা বটে বিরহে আকুল।
বিবাহ করিব তারে হও অনুকূল॥
ভগবতী ভবানী ভৈরবী ভীমরূপা।
ভরসা করিতে নারি না করিলে কৃপা॥
মায়াজালে মন মোহিলা আপনি।
মন পোড়ে মদনেতে মাতলনাশিনী॥
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধরী পূজিল তোমারে।
জয় জয় দেবগণে বধিলে অসুরে॥
রক্তলোচনী রক্ত পান কৈলে রণে।
রক্তবীজ বধি রক্ষা কৈলে দেবগণে॥
লম্বোদরজননী লজ্জিত কৈলে লোকে।
লক্ষ্মীরূপা নতে কিছু দেহ গ আমাকে॥
বলোঁ ভগবতী মাতা পূজে জগজনে।
বধিয়া অসুর রক্ষা কৈলে দেবগণে॥
সংসার সাগরে মাতা তুমি সরস্বতী।
সরোবরে ভেট করাইলে বিদ্যা সতী॥
হরিষবাহিনী হের দয়া কর মোরে।
হরিল আমার মন দেখিয়া বিদ্যারে॥
ক্ষেমঙ্করি কর দয়া ক্ষেম অপরাধ।
ক্ষেমিয়া সকল দোষ করহ প্রসাদ॥
আপনি কহিলে পূর্ব্বে থাকিব সংহতি।
কখন নহিব মিথ্যা উর শীঘ্রগতি॥
এতেক কুমার যদি কৈল স্তুতিবাণী।
সাক্ষাৎ হইলা কালী কঙ্কালমালিনী॥
কুমার করিল তাঁর চরণে প্রণাম।
মধুর সঙ্গীত গান দ্বিজ বলরাম॥

—

[সুন্দরের বরলাভ]

করুণা॥

যুগল করিয়া পাণি কুমার বলেন বাণী
কৃপাময়ী কৃপা কর মোরে।
পূর্ব্বেতে কহিলে মোরে বরদাতা হব তোরে
যাইবারে বিদ্যার মন্দিরে॥
তুমি হৈলে বরদাতা ছাড়িলাম মাতা পিতা
একাকিনী আইলাম প্রবাসে।
বর দেহ মোর তরে যাইব বিদ্যার ঘরে
এই মোর পূর অভিলাষে॥
কুমারের শুনি বাণী কৃপাময়ী নারায়ণী
ভদ্রকালী কঙ্কালমালিনী।

চলহ বিদ্যার ঘরে অভয় দিলাঙ তোরে
হইবেক সুলঙ্গ সরণী[১] ॥
পূরিবেক মনোরথে চলহ সুলঙ্গ পথে
যথা বিদ্যা নৃপতিকুমারী।
মালিনী বিদ্যার ঘরে সুলঙ্গ হইব বরে
অন্তর্দ্ধান হৈলা মহেশ্বরী ॥

[সুড়ঙ্গপথে সুন্দরের বিদ্যার গৃহে প্রবেশ]

সম্পূর্ণ হইল আশে ধরি নটবর বেশে
হরষিতে চলিলা সুন্দর।
এথা বিদ্যা নিকেতনে কুমার ভাবিয়া মনে
ঘন ঘন করে বারি ঘর ॥
গন্ধে কৈল আমোদিত নানা পুষ্পে সুশোভিত
পালঙ্কের উপরে মশারি।
শোভে মুকুতার ঝারা হীরা মাণিকের তারা
তাহে একা আছয়ে সুন্দরী ॥
বিরহে ব্যাকুলী হৈয়া কুমারের নাম লৈয়া
কান্দে বিদ্যা বিরহে আকুল।
কুঙ্কুম কস্তুরী যত অঙ্গের ভূষণ শত
মলয়জ অঙ্গে লাগে শূল[২] ॥
দুয়ারে কপাট দিয়া সখীগণে তেয়াগিয়া
কান্দে বিদ্যা বিরহে কাতর।
ছাড়িয়া আমার তরে গেল সে কুমারবরে
নৃপতি সুন্দর নিজ ঘর ॥
কুমারী ভাবেন ব্যথা হেন কালে গেল তথা
সুন্দর নৃপতিকুমার।

কপাট নাহিক খসে বসিলা বিদ্যার পাশে
দেখি ত্রাস হইল বিদ্যার[৩] ॥
কুমার পাশেতে দেখি কুমারী লজ্জিতমুখী
চাঁদমুখ ঝাঁপয়ে বসনে।
হাসিয়া কুমার ধরে বিদ্যাবতীর অম্বরে
শ্রীকবিশেখর সুরচনে ॥

[বিদ্যার সহিত সুন্দরের রহস্যালাপ[৪]]

কুমার বসিল পাশে দেখিল কুমারী।
হরিষ বিষাদ মনে হৈয়া চমৎকারী ॥
কপাট নাহিক লড়ে খিল নাহি খসে।
অলক্ষিতে কুমার আইল মোর পাশে ॥
না জানি দেবতা কিবা না জানি মানুষ।
অলক্ষিতে কোন পথে আসিল পুরুষ[৫] ॥
হাসিয়া কুমারী কিছু বলে ধীরে ধীরে।
শুনহ পুরুষ কেন আইলে মোর পুরে ॥
ভাল নহে তোমার এ সব ব্যবহার।
কি কারণে বসনেতে ধরিলে আমার ॥
বিভা নাহি হয় মোর সেবি হরগৌরী।
পুরুষবিদ্বেষী বলি লোকে নাম ধরি ॥
দেবতা মানুষ কিবা হও কোন জন।
আপন ইৎসায় আসি ধরিলে বসন ॥

১। বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গ পথ অতি মনোহর।
চন্দ্রকান্তমণি কত জ্বলে ঠাঞি ঠাঞি।
রজনী দিবার প্রায় অন্ধকার নাঞি।—(কৃষ্ণরাম, ১৩ ক)।

ভারতচন্দ্র সিঁধ কাটার জন্য কালিকার দ্বারা সুন্দরকে সিঁধ কাটিবার মন্ত্র ও সিঁধকাঠি দেওয়াইয়াছেন।

২। চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুনকণা।—(ভারতচন্দ্র, ৪৬)।

৩। চন্দ্রের উদয় কিবা যামিনী হইল দিবা
সখীসঙ্গে রামা চমকিত।
স্বর্ণঝারি বারিপূর্ণ কিঙ্করী দিলেক তূর্ণ
গুণনিধির নন্দন।—(কৃষ্ণরাম, ১৩ক)।

৪। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে এইরূপ রহস্যালাপ নাই।

৫। দেব কি দানব নাগ কি মানব
কেমনে এল এখানে।
কপাট না নড়ে গুঁড়াটি না পড়ে
কেমনে আইল নর।—(ভারতচন্দ্র, ৪৮)।

মোর বাপ বীরসিংহ বড়ই দুর্ব্বার।
দেখিলে অকার্য্য বড় হইব তোমার॥
ছাড় ছাড় কুমার না ছোঁয় মোর অঙ্গ।
না ধর বসন মোর ব্রত হইব ভঙ্গ॥
এত বাক্য কুমারী বলিল যদি ছলে।
হাসিয়া কুমার তার মন তুষি বলে॥
বিভা নাহি [কর] তুমি পুরুষবিদ্বেষী।
কালীর চরণপদ্ম কি লাগি সেবসি॥
বিভা নাহি হয় যদি শুনহ সুন্দরি।
না করিলে বিভা আমি নাহি পরিহরি॥
যেবা বল দুরবার বীরসিংহ রায়।
কি করিতে পারে তুমি হইলে সহায়॥
তুমি যদি সহপক্ষ জিনিব সংসার।
এই হেতু বসনেতে ধরিল তোমার॥
হাসিয়া চাহিল বিদ্যা বঙ্কিম নয়নে।
গদ গদ বলে কিছু মধুর বচনে॥
কি নাম তোমার তুমি বৈস কোন দেশে
কহ নিজ পরিচয় সকল বিশেষে॥
কুমার বলেন বসি মাণিকানগরে।
লোকেতে বলয়ে নাম ধরিয়া সুন্দরে॥
একে একে কুমার দিলেন পরিচয়।
কালীর চরণে দ্বিজ বলরাম কয়॥
কুমারী শুনিল যদি এতেক বচন।
কি বলিব বিদ্যা তবে ভাবে মনে মন॥

—

[বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার]

সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ শুন্যাছি কুমার।
জিনিয়াছে বিজয়ীরে করিয়া বিচার॥
কালিদাস জিনি কবি শুনি নিজকানে।
সে কথা শুনিতে চাহি নিজ বিদ্যমানে॥
এমত সময়ে তথা ময়ূর ডাকিল।
রহ রহ বলি বিদ্যা কুমারে বলিল॥[১]

না জানি কি ডাকে হোর শুন মন দিয়া।
কুমার বলেন কিছু তারে বর্ণাইয়া॥

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥[২]

এ মনোমোহিনী ধনি কর অবধান।
কি কহব কথা তোমা হরল গেয়ান॥
মরালবাহন পতি রমণী বাহন।
তোর মধ্যদেশ দেখি প্রবেশিল বন॥
গোধর জঠর গর্ভপতির কিঙ্কর।
তাহার সুহৃদ ডাকে গোহার ভিতর॥
পরাণ ভোজন ভক্ষ ডাকে ঘনে ঘন।
কি কব কুমারী তোমা তাহে দেহ মন॥
এতেক কুমার যদি বলিল বিদ্যারে।
বিস্ময় হইয়া বিদ্যা ভাবিল অন্তরে॥
কিবা সে পরের কবি কুমার পড়িল।
না জানি আপনি কিবা কবিতা করিল॥
পুনরপি পড়ে যদি এই ত বচন।
তবে সে জানিব মিথ্যা সকল কারণ[৩]॥
পুনরপি বিদ্যা সতী কুমারে জিজ্ঞাসে।
কালীপদে শ্রীকবিশেখর রস ভাষে॥

১। শুনহ সকল লোকে গিরি মাঝে দৈবযোগে
মউর ডাকিল হেন কালে।
বুঝিয়া বিদ্যার মতি সুলোচনা গুণবতী
কি ডাকিল কহ কহ বলে।—(কৃষ্ণরাম, ১৩৭)।

২। কবিশেখর কোথাও সংস্কৃত শ্লোকের পূর্ণ অনুবাদ করেন নাই। তিনি সাধারণ ভাবে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অনেক সময় কোনও অর্থের প্রতীতি হয় না।

৩। কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ।
এখনি করিল কিবা করিল অভ্যাস॥
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে।
তবে ত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে।—(ভারতচন্দ্র, ৫২)।

শুনহ কুমার তুমি বলিলে যে কি।
অন্য ছলে আছিলাম মন নাহি দি[1] ॥
হাসিয়া কুমার বলে দেহ তুমি মন।
কবিতা কৌতুক রস করিব বর্ণন ॥

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং।
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু ॥
তমোহরিবিম্ব প্রতিবিম্বধারী।
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥

আপনার যোনি যেই খায় কুতূহলে।
তার ধ্বজে জনমিঞা নিবসে পাতালে ॥
বিষ্ণুপদে আসি যবে দেই দরশন।
মনোরথ সবে নাচে তাঁর বন্ধুগণ ॥
শর্ব্বরীনাথের বিম্বপ্রতিবিম্ব ধরে।
জগতের প্রাণ ভক্ষ্য ভক্ষক কুহরে ॥
শুনিঞা কন্যার মনে লাগে চমৎকার।
নিশ্চয় জানিল গুণসাগরকুমার[2] ॥
বিদ্যা বলে এক বাক্য করি নিবেদন।
বিজয়ীর জয়পত্র দেহ নিদর্শন ॥
হাসিয়া কুমার তারে জয়পত্র দিল।
রাজার নন্দিনী তাহা পড়িতে লাগিল ॥
তিন দিক্ জিনিলাম করিয়া বিচার।
জিনিল আমারে গুণসাগরকুমার ॥
জয় মোর পরাজয় সুন্দর করিল।
আপন ইৎসায় আনি জয়পত্র দিল ॥

জয়পত্র পড়ি বিদ্যা ভাবে মনে মন।
ইহা বই বর মোর নাহি অন্য জন ॥
সুন্দর বলেন মনে থাকিলি সুন্দরী।
ভাল মন্দ বল কিছু লজ্জা পরিহরি ॥
ঈষৎ হাসিয়া বিদ্যা ভাল ভাল বলে।
শ্রীকবিশেখর বলে কালীপদতলে ॥

[সুন্দরের বিবাহ]

ছুঁহার বদন দেখি দুই জন
মজিল মদনদলে।
হরিষে কুমারী লাজ পরিহরি
মাল্য দিল তার গলে ॥
হরিষে কুমার নিজকণ্ঠহার
বদল করিল রঙ্গে।
কুঙ্কুম চন্দন করিল লেপন
বিদ্যা সুন্দরের অঙ্গে ॥
হেমঘট পাতি বিদ্যা রূপবতী
পূজা কৈল দিবাকর।[3]
বলে বিদ্যা সতী শুন দিনপতি
সুন্দর আমার বর ॥
ছুঁহে বলে বাণী শুন দিনমণি
আমার গন্ধর্ব্ববেহা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত তোমা অনুগত
দোষ গুণ প্রেমলেহা ॥

[বিদ্যাসুন্দরের বিহার[4]]

এত বলি বাণী রাজার নন্দিনী
খাটের উপর বৈসে।

১। বুঝিয়া সখীরে বিদ্যা বলে এই ভাষা।
শুনিতে না পাই পুন্থ করহ জিজ্ঞাসা।
সুকবি পণ্ডিত যদি হয় গুণালয়।
অবিলম্বে শ্লোক আর করিবে নিশ্চয়।—(কৃষ্ণরাম, ১৩খ)।
না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্যমনে—ভারতচন্দ্র, ৫২।

২। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মতে এই সময় কুমারের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় এবং কুমার "বসুধা বসুনা লোকে" এই শ্লোকের (২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দ্বারা নিজ নাম প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্র ইহার পরও অন্যান্য শাস্ত্রের বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়পত্রের উল্লেখ কেহ করেন নাই।

৩। পুজিয়া পাবক আগে যুবকযুবতী।
যোড়হাতে প্রণিপাত পরম ভকতি।—(কৃষ্ণরাম, ১৪ক)।
বর্ত্তমানেও বিবাহের সময় অগ্নি সাক্ষী রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

৪। আর কোনও বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা বলরামের মত সংযতভাষায় বিদ্যাসুন্দরের সম্ভোগ বর্ণনা করেন নাই। এত অল্পেও অন্য কেহ এই বর্ণনা সমাপ্ত করেন নাই।

দুহোঁ রমণিলে দুহোঁ দুহাঁ গলে
বাঁধা গেল ভুজপাশে ॥
কুচ বিলেপন সুন্দর সঘন
বসায় জঘন মাঝে।
হাসিয়া ব্যাকুল দুহে রিত রোল
অধোমুখী ধনী লাজে ॥
নিবিড় জঘন চুম্ব আলিঙ্গন
মদনের বশ অতি।
নাহি নিবারণ দুরন্ত মদন
জিনিলেক বিদ্যা সতী ॥
বদনে বদন জঘনে জঘন
দুই বাহু ভেল চাপে।
আয়ত লোচন ঘন বরিষণ
সঘন রহিয়া দাপে ॥
নাহি সমাধান করে মধু পান
অধর অমৃত যত।
কাম ভেল উন ছিণ্ডি গেল গুণ
নিবারণ শত শত ॥
প্রথম সমর দুহ জর জর
অনঙ্গ সমর রঙ্গে।
বাজিহত রথ নাহি চলে পথ
মনসিজ দিল ভঙ্গে ॥
নিবড়িল কাজ উপজিল লাজ
বাসে ধনী মুখ ঝাঁপে।
বলরাম ভণে কালীর চরণে
অক্ষর রহিল দাপে ॥

[স্বপ্নচ্ছলে সখীদিগের নিকট
বিদ্যার সুন্দরের সহিত মিলন বর্ণনা[১]]

হরিষে করিল দুঁহে চুম্ব আলিঙ্গন।
কর্পূর তাম্বুল দুঁহে করিল ভক্ষণ ॥
সজ্জ কর্‌য়া রাখ্যাছিল দিব্য নারিকেল।
ক্ষীর খণ্ড খাইয়া খাইল তার জল ॥
প্রেম আলিঙ্গনে দুঁহে বঞ্চিল রজনী।
প্রভাত হইল নিশি উদয় দিনমণি ॥
ধরিয়া বিদ্যার করে মাগিল বিদায়।
সুলঙ্গের পথে পুনঃ মালিগৃহে যায় ॥
সুলঙ্গের পথ বিদ্যা গুপতে রাখিল।
কপাট ঘুচায়্যা যত সখীরে ডাকিল ॥
সন্নিধানে আইল যতেক সখীগণ।
ভাণ্ডিয়া কহেন বিদ্যা নিশির স্বপন ॥
শুনহ স্বপন সখি বৈস মোর পাশে।
স্বপন দেখিয়া বড় পাইল তরাসে ॥
এমত স্বপন নাহি দেখি কোন কালে।
না জানি বিধাতা কিবা লিখিল কপালে ॥
এক যে পুরুষবর বড়ই সুন্দর।
নাহি জানি কোন পথে আইল মোর ঘর ॥
চন্দ্রবদন তার রূপ মনোহর।
হাসি হাসি বসিয়া ধরিল মোর কর ॥
করে ধরি বসন কাড়িয়া নিল বলে।
মাণিকরচিত হার দিল মোর গলে ॥
লাজ পরিহরি তোরে কহিল স্বপন।
রতিরস মাগি মোরে দিল আলিঙ্গন ॥
নিদ্রা ভাঙ্গিল নিশি হইল প্রভাত।
নাহি জানি কোন পথে গেল প্রাণনাথ ॥
সখীগণ বলে বিদ্যা কর অবধান।
এই ত স্বপনে হব বড়ই কল্যাণ ॥
রাজার কুমার কেহ হব তোর বর।
শ্রীকবিশেখর কহে কালীর কিঙ্কর ॥

[বিদ্যাসুন্দরের গোপনজীবন যাপন]

স্নান দান প্রভাতে করায় সখীগণ।
হরিষে কুমারী পূজে কালীর চরণ ॥
ভোজন করিয়া খাটে করিল শয়ন।
কুমার আসিয়া গৃহে ভাবে মনে মন ॥

১। অন্ত কোনও কবি সখীদিগের অগোচরে বিদ্যাসুন্দরের সম্ভোগ বর্ণনা করেন নাই। ফলে অন্ত কোনও গ্রন্থে বিদ্যাকে আত্মরক্ষার জন্ত মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই।

কথঞ্চিত দিবস গোঙায় নিদ্রাসুখে।
পুনরপি আসি উপনীত নিশামুখে॥
এথায় কুমার দিন বঞ্চি মালিঘরে।
নিশিযোগ পায়্যা গেল বিদ্যার মন্দিরে॥
হরিষে করিল দুহেঁ চুম্ব আলিঙ্গন।
সুরতি বিহার করে নিশির বঞ্চন॥
এই মতে নিত্য নিত্য করয়ে বিহার।
বাড়িল বড়ই প্রেম সুন্দর বিদ্যার॥
এই মতে গতায়াত করেন কুমার।
বিদগধি বিদ্যা সঙ্গে করেন বিহার॥
বিদগধ কুমার বিদ্যা বড় বিদগধি।
বাড়িল বড়ই প্রেম নাহিক অবধি॥
দিবস হইল রাত্রি রাত্রি হইল দিন।
অনঙ্গ সনঙ্গ রঙ্গে দুজনে প্রবীণ॥
এই মত মাস ছয় করেন বিহার।
বাড়িল বড়ই প্রেম সুন্দরী বিদ্যার॥
একদিন দৈববশে মালিনীর ঘরে।
নিদ্রা যায় নৃপসুত খট্টার উপরে॥
নিবাড়িয়া যায় দূর তৃতীয় প্রবেশ।
কুমারের নাহি হয় নিদ্রা অবশেষ॥
জাগিয়া কুমারী আছে কুমারের আশে।
কি কারণে কুমার না আইসে মোর পাশে॥
সুলঙ্গদুয়ার ঘন করে বিলোকন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষেণেক শয়ন॥
মানিনী হইয়া বিদ্যা করেন রোদন।
নিদারুণ হইল প্রিয়া কিসের কারণ॥
কিবা সে আপন কাজ সাধিবার তরে।
সাধিয়া আপন কাজ গেল নিজ ঘরে॥
দিবস করিল রাতি রাতি কৈল দিন।
হেন বুঝি বিধি মোরে কৌতুকে বিহীন॥
কালীপদসরসিজে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী।

[বিদ্যার গর্ভ]

বিধির নির্ব্বন্ধ কিছু না যায় খণ্ডন।
এই সব কথা নাহি জানে সখীগণ॥
কৌতুকে বঞ্চেন দুঁহে এক বৎসর।
সুলঙ্গেতে গতায়াত করেন সুন্দর॥
এই মতে বিদেশেতে রহিল কুমার।
মনেতে পড়িল তখন দেবী কালিকার॥
কালিকা বলেন প্রিয়ে! বিমলা কিঙ্করী।
উপায় বল না ঝিয়ে কোন বুদ্ধি করি॥
কৌতুকে রহিল দাস কুমারী কুমার।
কহ না কেমতে পূজা হইব প্রচার॥
বিমলা বলেন মাতা কঙ্কালমালিনী।
গর্ভবতী হয় যদি রাজার নন্দিনী॥
তবে সে কোটাল ধরে নৃপতি সুন্দরে।
বিপত্তে রাখিলে পূজা হইব সংসারে॥
এতেক শুনিঞা মাতা দেবী কাত্যায়নী।
পাতালে আছিল দৈত্য ডাক:দিয়া আনি॥
পান দিয়া তার তরে দিলেন আরতি।
বিদ্যার উদরে গিয়া জন্ম শীঘ্রগতি॥[১]
তোমা হৈতে পূজা যেন হয়ত প্রচার।
আচম্বিতে গর্ভ আসি হইল বিদ্যার॥
মাস দুই তিন গর্ভ হইল যখন।
সখীগণ দেখে তার গর্ভের লক্ষণ॥
কালিমা কুচের আগে অতি সে প্রচণ্ড।
অলকা বিলোলে শোভা করে পাণ্ডু গণ্ড॥
নাহি বাসে উদন অলস নিরন্তর।
ঘন নখরেখ তাহে কুচের উপর॥
বিদ্যারে সকল সখী জিজ্ঞাসে কারণ।
গর্ভের লক্ষণ তব দেখি কি কারণ॥
লাজ পরিহরি বিদ্যা কহিল সভারে।
মোর দিব্য এই কথা না কহিবে কারে॥

১। কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদে এইরূপ কোনও বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

হইল বিষম সখী ভাবে নিরন্তর।
পাছে না সভার প্রাণ বধে নৃপবর ॥
তাহার মধ্যেতে এক ছিল তুষ্ট সখী।
ত্রাস পাইল সেই গর্ভচিহ্ন দেখি ॥[১]
কালীর কমলপায় মধুলুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী ॥

[বিদ্যার গর্ভসংবাদ রাণীর নিকট বিজ্ঞাপন]

বড়ই বিষম সখী নাম বিকটামুখী
চলিল কহিতে গর্ভ দেখি।
গর্ভ ধরে বিদ্যা সতী দেখিয়া বিষম অতি
ত্রাসে হইয়া অশ্রুমুখী ॥
কাঁদিয়া রাণীর স্থলে করযোড় হইয়া বলে
অবধান কর পাটরাণি।
হৈল বড় পরমাদ বিধি কৈল বিসম্বাদ
বিপাক হইল ঠাকুরাণি ॥
কহিবারে করি ভয় সত্য কিবা মিথ্যা হয়
দেখ গিয়া বিদ্যার উদরে।[২]
আচম্বিতে গর্ভচিহ্ন ধরয়ে কনকবর্ণ
দেখি ত্রাস জন্মিল অন্তরে ॥
পুরুষ নাহিক দেখি গর্ভ ধরে চন্দ্রমুখী
অলসে লোটায় মহীতলে।
কেমত প্রকারে রাণী মোরা কেহ নাহি জানি
নিবেদন কৈল পদতলে ॥

[সংবাদ শ্রবণে রাণীর বিলাপ]

শুনিয়া সখীর বাণী অচেতন পাটরাণী
মহীতলে পড়িল মূর্চ্ছিতা।
দশ বিশ সখী মেলি শিরে তার জল ঢালি
নাহি রাণী পাইল সম্বিতা ॥
কর্ণে ডাকে সখীগণ অতি ঘোর দরশন
কতক্ষণে চেতন পাইল।
পুরুষবিদ্বেষী ঝি কর্ম্ম করিল কি
ইহা বলি দেখিতে চলিল ॥
অঝোর নয়ানে কাঁদে কেশ বাস নাহি বান্দে
গেল অন্তঃপুরীর ভিতর।[৩]
বিদ্যা ইহা নাহি জানে নিদ্রা যায় অচেতনে
অলসেতে মহীর উপর ॥
বিকটা সখীর বাণী বিদ্যমানে দেখে রাণী
গর্ভের লক্ষণ যত আছে।
নিরক্ষয় একে একে গর্ভচিহ্ন যত দেখে
অশ্রুমুখে গিয়া তার কাছে ॥

১। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মতে বিদ্যার গর্ভের লক্ষণ দর্শনে সকল সখীই চিন্তিত হইয়াছিল।

গর্ভবতী হইল যদি নৃপতির সুতা।
সখীগণ দেখিয়া সকল ভয়যুতা ।—(কৃষ্ণরাম, ১৬খ)।
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে জনে জনে ।—(রামপ্রসাদ, ১৫৫)।
গর্ভ দেখি সখীগণ করে কানাকানি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী ।—(ভারতচন্দ্র, ৮৯)।

২। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মতে সমস্ত সখীরা পরামর্শ করিয়াই রাণীর নিকট গিয়াছিল।

রাণীর নিকটে সব সহচরী যায় ।—(রামপ্রসাদ, ১৫৬)।
যত সখীগণ বিরস বদন
রাণীর নিকটে যায় ।—(ভারতচন্দ্র, ৯০)।

কৃষ্ণরামের মতে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া সুলোচনানাম্নী সখী রাণীর নিকট গিয়াছিল।

সুলোচনা বলে এত কেন পাও ভয়।
যে করে সারদা আর ভাবিলে কি হয়।
তোমরা বসিয়া থাকো যত সহচরী।
রাণীরে সকল গিয়া নিবেদন করি।
আমা সবাকার এত ভয় কিবা কারে।
সে থাকু ইহার মাথা এ থাকু তাহারে।
মালিনী পড়িবে দায় যদি বড় বাড়ে।
ঘোড়ার আপদ যেমন বানরের ঘাড়ে ।—(কৃষ্ণরাম, ১৭ক)।

৩। আকুল কুন্তলে বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাটরাণী ।—(ভারতচন্দ্র, ৯০)।

পাইয়া রাণীর স্বাড়ি — উঠে বিদ্যা দড়বড়ি
বসনে মুণ্ডিত কৈল অঙ্গ।
দ্বিজ বলরাম কয় — আর কিছু নাহি ভয়
যত দেখ কালিকার রঙ্গ॥

[রাণী কর্ত্তৃক বিদ্যার তিরস্কার]

করুণা॥

রাণী বলে কহ বিদ্যা কেমন বিচার।
গর্ভের লক্ষণ যত দেখি যে তোমার॥
পুরুষবিদ্বেষী তুমি জানে সর্ব্বজনে।
লোকধর্ম্ম মজাইলি কিসের কারণে॥
পাণ্ডু গণ্ড দেখি তোর অলকা বিলোলে।
সিঁথায় সিন্দুর তোর নয়নে কাজলে॥
কালিমা কুচের আগে কিসের কারণে।
ঘন নখরেখ তাহে পাণ্ডুর বরণে॥
অলসে লোটায় কেন ধরণীর তলে।
নিরবধি উঠে হাই বদনমণ্ডলে॥
উজ্জ্বল বরণ তোর গর্ভের লক্ষণ।
সত্য করি কহ ঝিয়ে কিসের কারণ॥
শিশুকাল হৈতে তোরে শাস্ত্র পড়াইল।
তোমার কারণে কত বর আনাইল॥[১]
বর না ইছিলে ঝিয়ে মোর মাথা খায়্যা।
গুপতে কেমন জনে রসিক পাইয়া॥
নির্ম্মল আছিল ঝিয়ে মোর কুলদর্প।
তুহ পাপমতি তাহে জনমিলি সর্প॥
জনমিঞা কেন নাঞি মরিলি পাপিনি।[২]
রহিলি আমার কুলে হইয়া সাপিনী॥
পুরুষবিদ্বেষী হইয়া রাখিলি খাঁখার।
অপযশ সংসারেতে রাখিলি রাজার॥

এত যদি কুন্তিরাণী কহিল বিস্তারে।
কাঁদিয়া কহেন বিদ্যা ভাণ্ডিয়া মায়েরে॥
কোথাকার গর্ভ দেখ শুন গ জননি।
মাতা হৈয়া মিথ্যাবাদ দেহ নাহি জানি॥
মিথ্যাবাদ দেহ মোরে জননী হইয়া।[৩]
শ্রীকবিশেখর কহে কালিকা ভাবিয়া॥

[বিদ্যার উত্তর]

শুন গ জননি — মিথ্যা বল বাণী
বিপরীত পরিবাদ।
তুমি যে কহিলে — লোকে যে শুনিলে
হইবে বড় পরমাদ॥
গায়ে কণ্ডু দেখ — কুচে নখরেখ
বিষম কণ্ডুর জালে।
যেবা পাণ্ডু গণ্ড — দেখিলে প্রচণ্ড
লেপিত চন্দন কালে॥
জ্বর হৈল পূর্ব্বে — তেঞি দেখ গর্ভে
না জানি কেমন ব্যাধি।
তাহার কারণে — পাণ্ডুর লোচনে
রাত্রে নাহি যাই নিন্দি॥
অঙ্গেতে-সর্জ্জর — হয় নিরন্তর
পোড়য়ে আমার অঙ্গ।
কেন গ জননি — মিথ্যা বল বাণী
মোরে পুরুষের সঙ্গ॥
বয়েস কারণ — বিকচ যৌবন
কৌতুকে লোটাই মহী।[৪]

১। প্রাণ সম বাসি পিতা পড়াইল তোকে।
গালে দিলি কালিচুণ হাসিবেক লোকে।—(রামপ্রসাদ, ১৫৭)।

২। হইয়্যা না মরিলে কেন জিয়া কোন সুখ—(কৃষ্ণরাম, ১৭খ)।
নির্ম্মল রাজার কুলে লাগাইলে কালি—(কৃষ্ণরাম, ১৭খ)।

৩। নাহি কোন ভোগ — মিথ্যা অনুযোগ
মা হইয়া কহ কত।—(ভারতচন্দ্র, ৯৩)।
জিতে আর নাই সাধ — মা দেয় কন্যার বাদ
—(কৃষ্ণরাম, ১৮ক)।

৪। কৃষ্ণরামের মতে বিদ্যা এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন—
ভিন্ন পুরুষ লইয়া — যদি থাকি সুখী হইয়া
তবে সদাশিবের দোহাই।

হইয়া জননী মিথ্যা বল বাণী
তে কারণে আমি সহি ॥
কেমত প্রকারে সিঁথার উপরে
সিঁদূর লাগ্যাছে মোর।
যৌবনের কালে অলকা বিলোলে
কালিমা কুচের ডোর ॥
গরিমা গরিসে লোটাই অলসে
পাইয়া শীতল স্থল।
মুখে দেখ হাই নিন্দ নাই যাই
নাহি রুচে অন্ন জল ॥
কহ মিথ্যাবাদ বড় পরমাদ
দেখিল কি নষ্ট চাঁদ।[১]
দেখিয়া যৌবন করিতে দমন
তেঞি কিবা দেহ ফাঁদ ॥
সম্পূর্ণ কলসে কিবা অভিলাষে
হাথা দিনু মাথা খাইয়া।
সেই কি প্রমাদ বল মিথ্যাবাদ
আমার জননী হৈয়া ॥
নানা মায়া পাতি কাঁদে বিদ্যা সতী
প্রত্যয় না যায় রাণী।
আউদুড় চুলে ধায় সভাতলে
যথা আছে নৃপমণি ॥[২]

মনে যদি কর অন্যা ত্রব্য (দিব্য ?) করি এই জন্যা
নিশ্চয় তোমার মাথা খাই।
যতেক কলঙ্ক বটে হাত দিয়া পুণ্যঘটে
জানিয়া করিনু এ সকল।

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রও কবিশেখরের মত বিদ্যাকে দিয়া অজস্র মিথ্যা কথা বলাইয়াছেন।

১। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন—পৃ. ৩২১। নষ্টচন্দ্র দর্শনের ফল—গুরুপত্নী-গমনরূপ অপবাদ, পুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে। তুল :—

ভাদ্রমাসে নষ্টচন্দ্রা ভগ্না কলসে হাতে।
সীতা এমন সতী কন্যা মিথ্যা অপবাদ।

২। কিছু না বলিল আর রাজার মহিলা।
জিনিয়া খঞ্জনগতি ভবনে চলিলা।

[রাজার নিকট সংবাদ বিজ্ঞাপন]

করি প্রণিপাত শুন প্রাণনাথ
কহি যে তোমারে দড়।
বিদ্যা হেন সতী হইল কুমতি
দেখিল প্রমাদ বড় ॥
নাহি অবধান না শুন পুরাণ
শাস্ত্রে নাহি দেহ মন।
যাহে যত ফল না শুন সকল
কন্যাদান বিবরণ ॥
যত কুলদর্প তাহে হৈল সর্প
বিদ্যা কৈল পাপ কর্ম্ম।
কালীপদতলে বলরাম বলে
নৃপতি না জানে ধর্ম্ম ॥

[সংবাদ শ্রবণে রাজার চাঞ্চল্য]

রাণী বলে বৃথা রাজা শুনিলে পুরাণ।
অষ্টমে নবমে নাহি কৈলে কন্যাদান ॥
অষ্টম বরিষে গৌরী নবমে রোহিণী।[৩]
দশমেতে কন্যাকাল শুন নৃপমণি ॥
একাদশে রজস্বলা সর্ব্বলোকে জানে।
পঞ্চদশ হৈল কন্যা না করিলে মনে ॥

কোপে কাঁপাইয়া কায় না যায় ধরণ।
ঘামেতে তিতিল সতীর সোনার বরণ।—(কৃষ্ণরাম, ১৮খ)।

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আচল ধরায় পড়ে
আলুথালু কবরীবন্ধন।
শয়নমন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায়
সহচরী চামর ঢুলায়।—(ভারতচন্দ্র, ৯৫)।

পূজা করি বসিয়াছে ধরণীভূষণ।
তথা উত্তরিল রাণী বিরস বদন।—(কৃষ্ণরাম, ১৮খ)।

৩। অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।

বিপরীত হৈল রাজা কহিল তোমারে।
পাপমতি বিদ্যা গর্ভ ধরিল উদরে॥
কোথা হৈতে আইল চোর মোর অন্তঃপুরে।
কোন সখী তার মধ্যে লখিতে না পারে॥
এত যদি কুন্তীরাণী কহিল রাজারে।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে নৃপবরে॥[১]
মোহ গেল নৃপতি পড়িল ভূমিতলে।
চারি দিকে পাত্রগণ শিরে জল ঢালে॥

——

[রাজা কর্ত্তৃক কোটালদিগের তিরস্কার]

সম্বিৎ পাইয়া রাজা চাহে চারি পানে।
কোটাল কোটাল বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
এক বলিতে তথা ধায় শত জন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন॥
কোটাল দেখিয়া রাজা অধর কাঁপয়।
নিজ খড়্গ হাতে লৈয়া কাটিবারে ধায়॥
লুট্যা দেশ খাসি বেটা দেশের কোটাল।
ভাল মন্দ মোর পুরে না কর বিচার॥
মোর পুরে চোর আসি করয়ে প্রবেশ।
বিচার না কর বেটা লুট্যা খাও দেশ॥[২]

গলায় কাপড় দিয়া বলেন কোটাল।
অপরাধ বড় মোর বটে মহীপাল॥
দশ রোজ ভিতরে ধরিয়া দিব চোর।[৩]
না পারিলে সবংশে গর্দ্দান মার মোর॥
অন্তঃপুরে চোর আমি ধরিব কেমনে।
যথা পাই চোর ধর্যা দিব দশ দিনে॥
রাজা বলে অন্তঃপুর না কর বিচার।
যথা পাহ চোর ধর দোষ নাহি তোর॥
আজ্ঞা দিল বীরসিংহ চোর ধরিবারে।
সাত বার প্রণাম করিল নৃপবরে॥
চোর ধরিবার তরে চলে নিশাচর।
শ্রীকবিশেখর কহে কালীর কিঙ্কর॥

[কোটালগণ-কর্ত্তৃক চোরের অন্বেষণ[৪]]

জয়রাম (ঞ)

চলিল কোটাল তবে লৈয়্যা সর্ব্বসেনা।
সঘনে কল্যাণ বাজে ব্যালিশ বাজনা॥
সাজ সাজ বলে ঘন কোটাল দুর্ব্বার।
দুই শত পাইকে ধাইল খুরধার॥

১। বিপরীত কথা শুনি বীরসিংহ রায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়।
অনিমিখ নয়ানে হইল জ্ঞানহারা।
সাগরে ডুবিল যেন রতনের ধারা।
অকস্মাৎ কেহ যেন হানিলেক খাঁড়া।
চলিয়া যাইতে যেন বাঘে দিল তাড়া।
পর্ব্বত হইতে যেন পিছিলল পা।
অস্ফুট কদম্বকলি লোম সবে গা।—(কৃষ্ণরাম, ১৯ক)।

২। তিলেক নাহিক ডর সুখে থাক নিজ ঘর
রমণী লইয়া দিবানিশি।
না রাখো আমার পুরী প্রতিদিন যায় চুরি
হেন কর্ম্ম তোমা মনে বাসি।—(কৃষ্ণরাম, ১৯ক)।
লুটিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।—(ভারতচন্দ্র, ৯৭)।

৩। এক নিবেদন করি চোর আনি দিব ধরি
ব্যাজ কর দিন পাঁচ ছয়।
নাগাল না পাই যদি রাখিতে নারিবে বিধি
দৈবেতে বধিবে মহাশয়।—(কৃষ্ণরাম, ১৯ খ)।
সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরীব নেবাজ—(ভারতচন্দ্র, ৯৭)।

৪। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মতে কি চুরি হইয়াছে জানিবার জন্য প্রথমে কোটাল রাণীর নিকট নিজের স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিল।
না জানি রাজার কি যে দ্রব্য গেল চোরে।
সেই রাগে সবংশে বধিতে চায় মোরে।
... ...
রাণীর নিকটে তুমি করহ গমন।
জানিয়া আইস দেখি ইহার কারণ।—(কৃষ্ণরাম, ১৯খ)।

রণসিংহ রণ গেল পাইকের ঠাকুর।
রুনু ঝুনু বাজে পদে সোনার নূপুর ॥
রণমথন বালা রায় ধায় খেদাবাগ।
পাখরিয়া ঘোড়া যার নাহি পায় লাগ ॥
ধাইল পাথর বার চাঁপা ডাল সাথে।
চেয়াড়ে পাথর হানে গোটা বাঁশ হাতে ॥
কেহ গোঁফে দেই তোলা করে ত তর্জ্জন।
তোলপাড় বর্দ্ধমান কাঁপে সর্ব্বজন ॥
বেড়িল বিত্যার পুর কোটাল দুর্ব্বার।
একে একে সব ঠাঞি করয়ে বিচার ॥
পরল দোয়াণ্যা খোজে ঘরের ভিতর।
ঝাপি পেড়ি আদি করি খোজে সর্ব্বঘর ॥
অশ্রুমুখে কোটাল বিদ্যারে পুছে বাণী।
কোন জাতি বটে চোর কহ ঠাকুরাণি ॥
কোন জাতি বটে চোর কহ না আমারে।
নহে আমার বংশের বধ লাগিব তোমারে ॥
কোটালের কথা শুনি বিদ্যা কোপে জ্বলে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি কোটালেরে বলে ॥
কোথা গেল দাসীগণ কোথা গেল চেড়ি।
মুখ ভাঙ্গ কোটালের দিয়া ঝাটার বাড়ি ॥

মিথ্যাবাদ বলে মোরে কোথা আছে চোর।
কবে পুরুষের সনে দেখা আছে মোর ॥
কোটাল বলেন ভাই শুন সর্ব্বজন।
কোন পথে আইসে চোর খোজ তার গন ॥
দুর্ব্বারের সহোদর নাম খুরধার।
ডাক দিয়া বলে ভাই শুন রে দুর্ব্বার ॥[১]

মানুষ না হয় চোরা কিবা দেবগণ।
অলক্ষিতে গতায়াত করয়ে সে জন ॥
কোটাল বলেন বাক্য শুন সর্ব্ব ভাই।
দেখহ তাঁহার চিহ্ন প্রস্থাপের ঠাই ॥
পুরুষ প্রস্থাপে মহীতলে গর্ত্ত হয়।
সবে বলে মনুষ্য দেবতা কভু নয় ॥
জন দশ বার তথা রক্ষক রাখিয়া।
চলিল কোটাল তথা সর্ব্বসৈন্য লৈয়া ॥

[চোর ধরিবার জন্য কোটালগণের নানা উপায় অবলম্বন]

(বিভাষ)

করিয়া যোগীর সাজ ভ্রময়ে সহর মাঝ
স্থানে স্থানে প্রতি ঘরে ঘরে।
আর যত সঙ্গিগণ নানা বেশে অনুক্ষণ
ফিরে তারা নগরে নগরে ॥
ধরিয়া যোগীর বেশ না পাইল উদ্দেশ
পাচিল আপন নারীগণে।
কোটালের যত নারী নাপিতানী বেশ ধরি
ফিরিল লোকের নিকেতনে ॥[২]
যতেক নারীর মেলে কথা কহে নানা ছলে
না পাইল চোরের উদ্দেশ।
যুক্তি করে কোটোয়াল চোরা মোরে হৈল কাল
বুঝিল প্রমাই হৈল শেষ ॥
একে একে সর্ব্বজনে যুক্তি করে অনুক্ষণে
নানামত করিয়া উপায়।
কোটাল বলেন ভাই এই চোর তবে পাই
এক যুক্তি করিতে জুয়ায় ॥

১। রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরামের মতে কোটালের নাম বাঘাই। কৃষ্ণরামের মতে তাহার সহোদরের নাম শক্তিধর। রামপ্রসাদের মতে তাহার নাম মগাই বা মাধাই।

বাঘাই কোটাল বড় হইয়া বিকল।
আপনার স্ত্রীর ভয়ে কহিলা সকল।—(কৃষ্ণরাম, ১৯খ)।
কোটালের সহোদর নাম তার শক্তিধর
ভাবিয়া সভায় বলে ডাকি।—(কৃষ্ণরাম, ২০খ)

ভারতচন্দ্রের মতে কোটালের নাম ধূমকেতু ও তাহার সহোদরদিগের নাম ভীমকেতু, যমকেতু, কালকেতু, চন্দ্রকেতু, সূর্য্যকেতু, হেমকেতু, জয়কেতু, উগ্রকেতু, এবং রুদ্রকেতু।

২। মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে।
চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে।—(রামপ্রসাদ, ১৬২)।

চল বণিকের পুর কিম্বা আন সিন্দুর
সিন্দুরে মণ্ডিত কর ঘর ।[১]
বসনে পাইব চিহ্ন এই বাক্য নহে ভিন্ন
চোর ধরা পড়িব সত্বর ॥
কোটাল করিল যুক্তি একজন শীঘ্রগতি
গেল বণিকের নিকেতন ।
প্রচুর সিন্দুর কিনে গেল বিদ্যার নিকেতনে
হরিযে কোটাল বিচক্ষণ ॥
হইল রজনীকাল দুর্ব্বার কোটোয়াল
সিন্দূরে মণ্ডিত কৈল ঘর ।
ছায় চুপি হৈয়া থাকে কেহ তাহে নাহি দেখে
কেহ চড়ে গাছের উপর ॥[২]

[বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ]

এথা মালিনীর ঘরে নৃপসুত বেশ করে
গেল বিদ্যাবতীর ভবনে ।
বিদ্যাবতী ভাবে ব্যথা কহিল সকল কথা
কুমার বিস্ময় হৈল মনে ॥

শুনিঞা বিদ্যার কথা কুমার বলেন তথা
শুন প্রিয়ে না ভাবিহ ব্যথা ।
ভদ্রকালী যেবা করে সেই সে হইব মোরে
খণ্ডিবারে না পারিব ধাতা ॥
জন্মিলে মরণ হয় সকল পুরাণে কয়
তার কিছু নহে ত খণ্ডন ।
দেখিয়া বদন তোর বিধাতা করিল চোর
ইথে দুঃখ কিসের কারণ ॥
কর বিদ্যা অবধান সেই দিনে দিল প্রাণ
যেই দিন দেখা তোর সনে ।
কালীপদসরসিজে লুব্ধ মধুকর দ্বিজে
শ্রীকবিশেখর সুরচনে ॥

[বিদ্যাসুন্দরের দুঃখ]

বিদ্যা বলে প্রাণনাথ কর অবধান ।
পালাইয়া যাহ দেশে লৈয়া নিজপ্রাণ ॥
কি কহিব প্রাণনাথ ছিল বড় সাধ ।
চিরদিন বঞ্চিতে বিধাতা কৈল বাদ ॥
কাল গর্ভ আসি মোর হইল উদরে ।
পালাইতে নাহি স্থল সংসার ভিতরে ॥
দেহ আনি বিষ আমি করিব ভক্ষণ ।
প্রাণ যেন যায় তুয়া দেখিতে চরণ ॥
প্রেমে গদগদ দুঁহে করেন রোদন ।
দুঁহাকার চক্ষু হইল ধারা শ্রাবণ ॥
সুন্দর বলেন প্রিয়ে না কাঁদিহ আর ।
তোমা লাগি ভদ্রকালী যে করে আমার ॥
যদি নাহি মোর তরে রাখে ভদ্রকালী ।
সুঙরিয়া মোর তরে দিও জলাঞ্জলি ॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ যে গতি তোমার ।
ক্ষণমাত্র বিলম্বেতে সে গতি আমার ॥
যদি বাপ বিচারিয়া না করে রক্ষণ ।
তোমার লাগিয়া বিষ করিব ভক্ষণ ॥

১। আমার বচন ধর বিদ্যার মন্দিরে চল
বসনে সিন্দূর দিয়া রাখি ।—(কৃষ্ণরাম, ২০) ।

বররুচি, কাশীনাথ, কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ সুন্দরকে ধরিবার জন্য একইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন । ভারতচন্দ্র কিন্তু অন্যরূপ উপায় বর্ণনা করিয়াছেন । তাঁহার মতে কোটালগণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া বিদ্যার গৃহে অবস্থান করে এবং বিদ্যাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করে । ইত্যবসরে সুন্দর বিদ্যার সহিত মিলিত হইবার অভিলাষে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ধরা পড়ে । ভারতচন্দ্রের এই বিবরণ স্বকপোলকল্পিত, কি কোনও প্রাচীন আকর হইতে গৃহীত, তাহা বলা যায় না ।

২। তেজিয়া সেই ত পুর বাহির আসিয়া দুর
আনাইল রজক সকল ।
... ...
রজক সভার প্রতি কহিছে কোটাল ।
চোর না পাইয়া মোর হের দেখ হাল ॥
বসনে সিন্দূরচিহ্ন যেবা পাও যার ।
ধরিয়া না আন যদি দোহাই রাজার ।—(কৃষ্ণরাম, ২১ক) ।

আনলে পুড়িব নহে ঝাঁপ দিব জলে।
জন্মে জন্মে থাকি যেন তুয়া পদতলে॥
কথোপকথনে হৈল রজনী প্রভাত।
বিদ্যা বলে মালিগৃহে চল প্রাণনাথ॥
কুমারীর ঠাঞি বালা হইয়া বিদায়।
হরষিতে নৃপসুত মালিগৃহে যায়॥
সুলঙ্গের পথে তথা করিতে গমন।
সিন্দূরে মণ্ডিত দেখে যতেক বসন॥
কোটালের চর যত আছে স্থানে স্থানে
গুপ্তবেশে জন দুই রজক ভুবনে॥
কুমার পাইল যদি মালিনীর পুর।
বসনে মণ্ডিত দেখে সুরঙ্গ সিন্দুর॥
মালিনীর তরে তবে বলেন সুন্দর।
শ্রীকবিশেখর কহে কালীর কিঙ্কর॥

[সুন্দরের সিন্দুররঞ্জিত বস্ত্র রজকগৃহে প্রেরণ]

কুমার বলেন মাসি শুন গ বচন।
রজকের ঘরে চল লইয়া বসন॥
অন্য বসনে বাঁধি সেই বস্ত্র দিল।
না জানে মালিনী তথা সাদরে চলিল॥
রজকে কহিল তথা সাদর করিয়া।
ভাগিনার বস্ত্র মোর দিবেত ধুইয়া॥
এতেক মালিনী তথা কহিয়া বচন।
বস্ত্র এড়ি গেল সেই নিজ নিকেতন॥
সর্ব্ব বস্ত্র লইয়া রজক ঘরে যায়।
কোটালের চর তবে পশ্চাতে গোড়ায়॥
দেখিয়া সকল বস্ত্র রজক গুড়ায়।
সিন্দুরমণ্ডিত বস্ত্র দেখিবারে পায়॥
কোটালের চর বলে রাজার দোহাই।
কার বস্ত্র বটে এই ঝাঁট বল ভাই॥
ধায়্যা তার একজন কোটালে জানায়।
আস্তে ব্যস্তে কোটালিয়া সর্ব্বসৈন্যে ধায়॥

অবিলম্বে রজকেরে পিছমোড়া বাঁধে।
নাথা নোথা গোটা চারি মারে তার কাঁধে
কার বস্ত্র বটে এই বলহ নিশ্চয়।
দেখাইয়া দেহ তারে নাহি তোর ভয়॥
কাঁদিয়া রজক বলে করি নিবেদন।
মালিনী আনিয়া মোরে দিলেক বসন॥[১]
শুনিঞা কোটাল তথা ধায় রড়ারড়ি।
সর্ব্বসৈন্যে মালিনীর ঘর গিয়া বেড়ি॥

[সুন্দরের নারীবেশ ধারণ]

দেখিয়া কোটালে তথা নৃপতি সুন্দর।
সুলঙ্গের পথে গেলা বিদ্যাবতীর ঘর॥
কপাট দুয়ারে বিদ্যা শুয়্যাছিল ঘরে।
বেড়িয়া কোটালগণ আছয়ে বাহিরে॥
বিদ্যারে সকল কথা কহিল সুন্দর।
কোটাল বেড়িল গিয়া মালিনীর ঘর॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ ধর নারীবেশ।
সকল সখীর মাঝে করহ প্রবেশ॥[২]
কুলুপিয়া শঙ্খ পরাইল দুই করে।
ললাটে করিল শোভা সুরঙ্গ সিন্দূরে॥
নানা আভরণ তার পরাইল অঙ্গে।
কামিনী জিনিয়া রহে সখীগণ সঙ্গে॥

১। বসনে সিন্দুর দেখি রজক কৌতুকে।
অবিলম্বে উত্তরিল কোথয়াল সমুখে।
হাসিয়া বিশেষ কথা কহে যোড়পাণি।
কাচাইতে এই বস্ত্র দিল মালিয়ানী।
নিরখিয়া দুকুল কোটাল কুতূহলী।
আলিঙ্গন দিল তারে বন্ধু বন্ধু বলি।—(কৃষ্ণরাম, ২১ক)।

২। এক যুক্তি বলি যদি অন্য নাহি করো।
তেজিয়া পুরুষ বেশ নারীবেশ ধরো।
করিলা পরশুরাম নিঃক্ষত্রি জগতো।
নারীবেশ ধরিয়া বাঁচিল দশরথো।—(কৃষ্ণরাম, ২২ক)।

কালীপদ সরোরুহ মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীকবিশেখর কহে রক্ষ ভগবতি॥

[চোর বাহির করিয়া দিবার জন্য মালিনীকে ভয় প্রদর্শন]

ওথা দুরবার মালিনীর ঘর
বেড়িল সকল দলে।
বেড়িয়া মালিনী কেহ পুছে বাণী
কেহ ধরে তার চুলে॥
জানিলাম চোর ঘরে আছে তোর
দেহ মোরে দেখাইয়া।
নহে তোর ঘর করিব দাদুর
পিছে পাবি আর কিয়া॥
বীরসিংহ রায় কিবা করে তোয়
পিছে ভরিবেক শূলি।
মারিয়া পয়জার মাথায় তোমার
উপাড়িয়া দিব খুলি॥
ত্রাসেতে মালিনী কাঁদি কহে বাণী
কোটাল জীবন রাখ।
ভাগিনা আমার বৈদেশী কুমার
শুইয়াছে ঘরে দেখ॥[১]
মালিনীর বাণী কোটালিয়া শুনি
অবিচারে ঘর ঢোকে।
খোজে লঘুগতি ঘরে নিশাপতি
কার তরে নাহি দেখে॥
মারে মালিনীরে বলহ সত্বরে
কোথায় ভাগিনা তোর।
নিশ্চয় জানিল মোরে বিধি বৈল
তোমার সন্ধানে চোর॥

[সুড়ঙ্গপথে কোটালগণের বিদ্যার গৃহে প্রবেশ]

চাহে সর্ব্বদলে দেখে খট্টাতলে
দিব্য সুলঙ্গের পথ।
একজন রঙ্গে সান্তায় সুলঙ্গে
দ্রুত করে গতায়াত॥
মালিনীর ঘরে সুলঙ্গ ভিতরে
কুমারীর ঘরে এক।
বলে দুরবার বড় চমৎকার
সর্ব্বলোক ভাই দেখ॥
জানে কোন জন সুলঙ্গে গমন
মালিনী রাজার ঘরে।
দেখহ চরিত হেন বিপরীত
রাজা দোষে মোর তরে॥
রাখে জন চারি সুলঙ্গ প্রহরী
চলিল বিদ্যার ঘর।
চারি দিকে বেড়ী বলে দড়বড়ি
এই ঘরে আছে চোর॥
জানিল নিশ্চয় আর কিবা ভয়
বিদ্যা যত বড় সতী।
কাছে রাখি চোর প্রাণ বধে মোর
লঘু দোষে নরপতি॥
এতেক বলিয়া ঘরে প্রবেশিয়া
দেখায় সুলঙ্গ পথ।
লাজ কুল খাইয়া রাজসুতা হৈয়া
করিলি এই মহৎ॥
শুন সর্ব্বজন যত সখীগণ
ইহাতে আছয়ে চোর।
জানিল নিশ্চয় নাহি কার ভয়
বধ পাপহেতু মোর॥
একে একে গণে সখী দশ জনে
কোটাল একান্ত হৈয়া।
কহে বলরাম চিন্তে পরিণাম
সুন্দর তরাস পায়্যা॥

১। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মতে মালিনী ক্রুদ্ধ হইয়া কোটালের সহিত তর্ক করে এবং কোটালের দল বলপূর্ব্বক তাহার গৃহে প্রবেশ করে।

[নারীগণের মধ্য হইতে নারীবেশী সুন্দরকে বাহির করিবার উপায় নির্দ্ধারণ]

কোটাল বলেন ভাই শুন সর্ব্বজন।
দৈবে মরিব আছে বিধির লিখন॥
এই ঘরে আছে চোর ধরি নারীরূপ।
এই কথা মনে মোর হইল স্বরূপ॥
সমান বয়েস এই দশ সখী আছে।
বিদ্যা লইয়া একাদশ হয় তার পাছে॥
সমান আকৃতি সভে সমরূপ ধরে।
নিশ্চয় পুরুষ আমি বলিব কাহারে॥
কোটাল বলেন ভাই শুন খুরধার।
এক যুক্তি বিনে ভাই যুক্তি নাহি আর॥
কোদাল আনিঞা খাদ কাটহ দুয়ারে।
এই যুক্তি বিনে নাঞি কহিনু তোমারে॥
দুই হাত পরিসর উভে দুই হাত।
গর্ত্ত কাটি কোটালিয়া স্মরে বিশ্বনাথ॥
কোটাল বলেন তবে শুন নারীগণ।
দৈবে মরণ আছে বিধির লিখন॥
আমার বংশের বধ লাগে সেই জনে।
সেই জন করে যদি স্বধর্ম্ম লঙ্ঘনে॥
পঞ্চম পাতকী তবে সেই জন হয়।
আপনার ধর্ম্ম যেই কপটে লঙ্ঘয়॥
নারীর আছয়ে ধর্ম্ম বাম পদে যায়।
পুরুষের ধর্ম্ম এই ডানি পা বাড়ায়॥
এই ধর্ম্ম যেই জন করিব লঙ্ঘন।
নরকের কুণ্ডে তার হইবে বন্ধন॥
ধর্ম্ম বই সাক্ষী ইথে নাহি অন্য জন।
বাহিরে আইস যত আছ সখীগণ॥
এতেক কোটাল যদি বলিল সভারে।
শ্রীকবিশেখর কহে কালিকার বরে॥

[গর্ত্ত পার হইবার সময় সুন্দরের ধৃত হওন]

প্রথমে মদনা সখী গর্ত্ত হইল পার।
ধর্ম্ম সাক্ষী সাক্ষী ডাকেন দুরবার॥
দ্বিতীয়েতে পার হইল সখী চন্দ্রাবলী।
তৃতীয়ে সন্তোষা যায় চতুর্থে মুরারি॥
পঞ্চমেতে পার হইল মালতী সুন্দরী।
ষষ্ঠমেতে পার হইল সখী মন্দোদরী॥
সপ্তমেতে পার হৈয়া গেল তিলোত্তমা।
অষ্টমেতে পার হৈল সখী সত্যভামা॥
নবমেতে পার হৈয়া গেল পদ্মাবতী।
কুমার ঠেলিয়া পার হৈলা বিদ্যা সতী॥[১]
ভাবেন কুমার আমি দৈবে মরিব।
কোটালের বংশের বধ কেন বা লইব॥
জন্মিলে মরণ হয় মরিলে ত জন্ম।
অকারণে কেন আমি করিব অধর্ম্ম॥
এতেক কুমার তবে ভাবে মনে মন।
পার হতে বাড়াইল দক্ষিণ চরণ॥
হরি শব্দ করি তারে কোটাল ধরিল।
গোপথে আছিল চোর প্রকাশ হইল॥
অঙ্গের ভূষণ যত নিলেক কাড়িয়া।
পিছমোড়া করি বাঁধে পাট দড়ি দিয়া॥
সুন্দরের দেখে বিদ্যা এতেক দুর্গতি।
কোটালের পায়ে ধরে লোটাইয়া ক্ষিতি॥

১। সুলোচনা শকুন্তলা সুধামুখী শশিকলা
কমলা বিমলা কলাবতী।
রেবতী রোহিণী উমা প্রভাবতী তিলোত্তমা
পার্ব্বতী মালতী সতী।
যশোদা রাধিকা গৌরী হরিপ্রিয়া মহেশ্বরী
শিবাণী সর্ব্বাণী শশিমুখী।
ভাগ্যবতি পতিব্রতা মঞ্জরী মাধবীলতা
হারাবতী মনোরমা সখী।
পার হইয়া বাম পায় একে একে সবে যায়
অনিমিখি নিরখে কোটাল।—(কৃষ্ণরাম, ২২খ)।

না মারিহ প্রাণনাথে দারুণ কোটাল।
আগে মোর গায়ে তবে হান তরোয়াল॥
কোটালের পায়ে ধরি কাঁদে বিদ্যা সতী।
একবার দান মোরে দেহ প্রাণপতি॥
লহ মোর অলঙ্কার শতেশ্বরী হার।
শ্রীকবিশেখর কহে দাস কালিকার॥

[সুন্দরের প্রাণ রক্ষার জন্য কোটালদিগের নিকট বিদ্যার মিনতি]

শুন দুরবার লহ অলঙ্কার
নাহি মার প্রাণনাথে।
পাপ দুরবার আগেতে আমার
মাথা হান অসিঘাতে॥
নাহি বাঁধ হাত মোর প্রাণনাথ
কনক কমল জিনি।
জিউকে অধিক পিউ প্রাণনাথ
অতসী কুসুম মানি॥
তপত কাঞ্চন দেহের বরণ
মুখ শরদের চাঁদ।
বিসবর বাহু তাহে হৈলি রাহু
চণ্ডাল হইয়া বাঁদ॥
নাহি করি দোষ অকারণে রোষ
মোর বাপ করে তোরে।
সেবি ভদ্রকালী দিয়া অঙ্গবলি
তেঞি সে পাইল চোরে॥
কেবা চোর কয় যেবা জন হয়
জানিবে পশ্চাৎ কালে।
আমার পরাণ দেহ তুমি দান
পিতৃলোক পুণ্য ফলে॥
তুঞি কোটোয়াল মোরে হলি কাল
না শুন বিনয়বাণী।
যে কর পশ্চাতে মোর প্রাণনাথে
আগে মোরে ফেল হানি॥
চল নৃপস্থলে ভূম্য পরিমলে
ভূষিত করিব তোরে।
রাখ নিবেদন খসাহ বন্ধন
নাহি মার আর চোরে॥
কুমারীর বাণী কোটালিয়া শুনি
বন্ধন করিল দূর।
করেতে বসনে করিল বন্ধনে
বাদ্য বাজে রণপুর॥[১]
নৃপতির স্থানে চলে সর্ব্বজনে
হরিষে চোরেরে বাঁধে।
কহে বলরাম নাহিক উপাম
বিদ্যা সতী যত কাঁদে॥

[বিদ্যার বিলাপ]

বরাড়ি

কাঁদে বিদ্যা রাজার কুমারী কুমার ধেয়াইয়া।
আমার পরাণনাথে লয়্যা যায় বাঁধিয়া॥
আজি সে কুদিন মোরে রজনী প্রভাত।
লোটাইয়া মহীতলে শিরে মারে ঘাত॥
আজি বিধি নিধি মোর করাইল দূর।
আজি হৈতে প্রিয়া মোর না আসিব পুর॥
দৈবে মরিব আমি রহি গেল দুঃখ।
পুনঃ না দেখিব আর তাঁর চাঁদমুখ॥
জননী হইয়া মোর হইল সাপিনী।
না দেখিব প্রাণনাথ মুঞি অভাগিনী॥

১। শুনিয়া কোটাল কোপে ঘন হাত দিয়া গোঁফে
বলে শুন রাজার কুমারী।
চোর ধরা গেল মাত্র রাজার কহিল পাত্র
কেমনে ছাড়িয়া দিতে পারি॥
কেমন অসম্ভব কথা মোর দোষ নহে মাতা
কপাল খেয়াও রূপবতি।—(কৃষ্ণরাম, ২৩ক)।
চণ্ডুলাল কোতোয়াল কহে ভাল ঠাকুরাণী
এই কাল জঞ্জালের মূল।—(রামপ্রসাদ, ১৭১)।

থানিক জানিব সবে প্রিয়ার কল্যাণ।
গরল ভক্ষিয়া নহে তেজিব পরাণ॥
আকুলী হইয়া বিদ্যা গোড়াইতে চায়।
চারি ভিতে সখীগণ ধরিয়া রহায়॥
প্রিয় প্রিয়! বলি বিদ্যা ছাড়িল হুতাশ।
দশনে কপাট লাগে নাহিক নিশ্বাস॥
বিদ্যা বিদ্যা বলি সখী ডাকে কর্ণমূলে।
কলসী ভরিয়া জল শিরে তার ঢালে॥
কতক্ষণে বিদ্যা সতী পাইল চেতন।
পুনঃ প্রাণনাথ বলি ডাকয়ে সঘন॥
না দেখিয়া প্রাণনাথে দিবস রজনী।
অকারণে প্রাণ আছে নাহি যায় কেনি॥
কি বিধি তাপিত মোর লিখিল কপালে।
আকুলী হইয়া বিদ্যা সখীগণে বলে॥
শুন শুন সখীগণ চাহ কার মুখ।
পূজিলে কালীর পদ দূর হৈব দুখ॥
অষ্টাঙ্গে জ্বালিয়া দীপ দিল অঙ্গবলি।[১]
একান্তে হইয়া বিদ্যা পূজে ভদ্রকালী॥
কালীর চরণ বিদ্যা পূজে একমনে।[২]
কুমারের সমাচার সখীমুখে শুনে॥
কালীর কমলপদে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী॥

[চোরের সৌন্দর্য্য দর্শনে নাগরিকগণের বিস্ময়[৩]]

সুন্দরের হাতে দড়ি বাঁধিয়া কোটাল।
ভেটিতে চলিল যথা বৈসে মহীপাল॥
ধাইল সকল লোক চোর দেখিবারে।
বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা ধায় উভরড়ে॥
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি হৈল গণ্ডগোল।
দেখিয়া চোরের রূপ সবে উতরোল॥
গবাক্ষেতে মুখ দিয়া কুলবতীগণ।
সুন্দরের রূপ দেখি করে নিরীক্ষণ॥
পরস্পর বলে এই কি দেখিল রূপ।
হেন জন বধিবেক বীরসিংহ ভূপ॥
কেহ বলে কুলবতি! তেজ কুললাজ।
সবাই বুঝাই চল বীরসিংহ রাজ॥
মানুষ এমত রূপ ধরে কোন জন।
শরতচন্দ্রিমা মুখ লোচন খঞ্জন॥
কনকচম্পক জিনি দেখ দেহকান্তি।
না হয় রসিক বিধি হইল বিপত্তি॥
ভাল সে ইহারে মন মজিছে বিদ্যার।
সর্ব্বলোক রূপ দেখি করে হাহাকার॥

[চোর লইয়া রাজার নিকট গমন]

বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
পাত্র পণ্ডিতগণ আছয়ে সভায়॥[৪]

১। অঙ্গবিশেষের বলির দ্বারা ফলবিশেষের লাভ হয়। পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রচলিত গাসীব্রতের কথায় আছে—এক শকুনি গাসীব্রতোপলক্ষে লক্ষ্মীদেবীকে হস্ত, পদ, কপাল, বক্ষঃ ও পৃষ্ঠের চর্ম্ম বলিস্বরূপ প্রদান্ করিয়া পরজন্মে যথাক্রমে দাসদাসী, ভাল স্বামী, পুত্রকন্যা ও ভ্রাতাভগিনী লাভ করিয়াছিল। এইরূপ, এক শৃগালী কপালের মাংস দিয়া রাজা স্বামী পাইয়াছিল।

কালিকাপুরাণের মতে—(৬৭।: ৭১-২)

যঃ স্বহৃদয়সঞ্জাতমাংসং মাষপ্রমাণতঃ।
তিলমুদ্গপ্রমাণাদ্বা দেব্যৈ দদ্যাত্তু ভক্তিতঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে তস্মাৎ কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ।

অঙ্গে দীপদানের ফল ঐ গ্রন্থের ঐ অধ্যায়ের ১৭৩-৫ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

২। আরোপিয়া হেমঘটে স্তুতি করে করপুটে
সুবদনী রাজার কুমারী।—(কৃষ্ণরাম, ২৪ক)।

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র বিদ্যা কর্ত্তৃক এই সময়ে দেবীপূজার কোনও উল্লেখ করেন নাই।

৩। কৃষ্ণরাম এই প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ করেন নাই। ভারতচন্দ্র কিন্তু ইহার অতি দীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

৪। এই দুই পঙ্‌ক্তি প্রায় অবিকলভাবে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
পাত্রমিত্র সভাসদ্ বসিয়া সভায়।—(ভারতচন্দ্র, ১২৩)।

হেন কালে চোর লৈয়া ভেটিল কোটাল।
দেখিয়া চোরের রূপ ভাবে মহীপাল॥
মনে মনে ভাবে রাজা সে রূপ দেখিয়া।
না ধরে এমত রূপ মানুষ হইয়া॥
লোকলাজে বীরসিংহ বলে মার মার।
দক্ষিণ মশানে মাথা হান রে চোরার॥[১]

—

[চোরের বক্তব্য]

চোর বলে নরপতি বধিবে পরাণ।
বোল দুই বলি কিছু কর অবধান॥
জীবন অনিত্য মৃত্যু আছে সভাকার।
নিবেদন করি কিছু দুঃখ আপনার॥

কালীপদেত্যাদি।[২]

চৌর বিরাজসি যে পুরে কে তোবেন আনিল মোরে
কহ বিচারি।
হাকি হালইযে মুণ্ড কোটোয়াল জন্ম নাহি কহ কিয়ে ছরি॥

ঠাড ভাই কা হে মন দুরবার হাকি ঝিকে কেশে দিয়ে দড়ি।
এহ ধ্বনি শুনি মুখটি ভাসত চিত্তক পুত্তলি রহ খেড়ি॥
শুনি সুন্দর বোলত শুনেন নররাজ কহে ফিকায় রে
মুড মেরি।
কনক চম্পক রায়ত দেহকান্তি আহ পুত্র তেরি॥
দন্তেতে কদম্ব কোর কুচকুম্ভ
যো বিবাহযোগ্য বিশতি সমুখ পদ্মহারিণি!
স্বর্ণ বর্ণ দেহকান্তি দীপ্ত কর কবরি জদন্তী
ইষ ইষ দন্ত জারি শম্ভুমনমোহিনী।
সুপ্তলঙ্গ, কেলি অঙ্গ, ভঙ্গ সঙ্গ মেলি।
কেন্দি পান্থ মৃগসারলোচনি!
পাণ্ডুগণ্ড, মুক্ত কেশ
বেশ রঞ্জ চিত্র শেষ
জম্ভজারি নাথ ইতি ভাতি মধ্য শোইনি।
কলুষ কত মুক্তাহার
কুচকুম্ভ দন্ত মার
বাললক্ষ বেক্য মধবান পুত্রি ঝিকিনি॥
সমুরা বিখে দছ মুরা
হুহু তুই হুবিঅ সেদবারি
গৌরি অঙ্গ রাগ রাগ রাগিণি।
হসত লসত, মিট মিট রজনীর
ভষ অবশ দিঠ সুঙরি সুঙরি
মন্থু মেরি।
তুহ মুট তন্থ চিতা, শ্রীকবিশেখর লুঠত মাথ
প্রাণভোজনভক্ষকনাথ।
তাত রমণী চরণযুগলে সহিতা॥[৩]

১। কিবা মুখ কিবা ধীর জানিবারে আট।
রাজা বলে দক্ষিণ মশানে লয়ে কাট।
নয়ান ঠারিয়ে পুন কোটাল বুঝিল।
লয়ে যাই বলে ক্ষণেক রাখিল।—(কৃষ্ণরাম, ২৪)।
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই।
রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাঘাই।
আঁখিঠারে আর বার্‌করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন।—(রামপ্রসাদ, ১৭৩)।
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব।
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যা হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা।—(ভারতচন্দ্র,১২৫)।
এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীর মুখ দিয়া সুন্দরের সমস্ত পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন।

২। এইটী কালীপদসরসিজে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী।
এইরূপ একটী ভণিতার প্রতীক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ প্রতীক ইতঃপর আরও কয়েক স্থানে আছে।

৩। এইরূপ আধ-বাঙ্গালা আধ-মৈথিলী ভাষার দ্বারা সুন্দরের অবঙ্গীয়ত্ব বাহাল হইয়াছে। তবে এই স্থলের পাঠ অত্যন্ত অশুদ্ধিবহুল; পুথিতে যেরূপ আছে, আমাদিগকে প্রধানতঃ তাহাই ছাপিতে হইয়াছে। রামপ্রসাদের গ্রন্থে মাধব ভাট সুন্দরের দেশে যাইয়া হিন্দীমিশ্রিত বাঙ্গালায় কথা বলিয়াছেন; স্বয়ং রাজা বীরসিংহ বর্ত্তমান বাঙ্গালী গৃহস্থের মত কোটালদিগের কাছে হিন্দীমিশ্রিত ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন।

[চোরের সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি[১]]

চোরের বচনে রাজা কোপিত হইয়া।
হান হান বলে ঘন কোটালে তর্জ্জিয়া॥
কার মুখ চাহ রে কোটাল দুরবার।
দক্ষিণ মশানে মাথা হান রে চোরার॥
রাজার নিষ্ঠুর বাক্য শুনিঞা সুন্দর।
কালীর কমল পদ্ম চিন্তিল অন্তর॥
কালিকা ভাবিয়া করে কবিতা রচন।
শুনিঞা নৃপতি কোপে জ্বলে ততক্ষণ॥
কুমার করেন চিত্তে কালিকা ভাবনা।
রাজা বলে মোর তরে করে বিড়ম্বনা॥
কবিতা শুনিঞা রাজা বলে হান হান।
চোর বলে এক বাক্য কর অবধান॥

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজিম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতাং মম চিন্তয়ামি॥

আজি বিদ্যা কনকচম্পকদাম আভা।
কনককমলমুখ তনু লোমশোভা॥
মদন অলসে বিদ্যা ছিল অচেতন।
প্রমাদ গণয়ে কিবা পাইয়া চেতন॥
এই দুঃখ মম চিত্তে কর অবধান।
শুনিঞা কোপিত রাজা বলে হান হান॥
দ্বিগুণ কোপিত রাজা বলে মার মার।
চোর বলে বোল দুই শুনহ আমার॥

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি
গাত্রাণি সম্প্রতি করোমি সুশীতলানি॥

খঞ্জনলোচনী বিদ্যা নহলিযৌবনী।[২]
পীনপয়োধর দুই গউর-বরণী॥

মদনের শরানলে দহে তার অঙ্গ।
শীতল করিতে তনু তেঞি কৈল সঙ্গ॥
যদি কৃপাময়ী বিদ্যা কৃপা করে মোরে।
কি করিতে পার তুমি নৃপতিশেখরে॥
শুনিয়া কোপিত রাজা বলে মার মার।
দক্ষিণ মশানে মাথা হানহ চোরার॥
দুর্ব্বার কোটালে আজ্ঞা করে নরপতি।
চৌর বলে বচনেক কর অবগতি॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাম্।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্রম্
উন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্॥

গৌরিকা দিবসে বিদ্যা কমললোচনী।
পয়োধর ভরে তার মাঝা দেখি খিনি॥
আমার কমল কর কুচে দিয়া তার।
অধর উদ্ভূত মধু না খাইব আর॥
প্রমত্ত ভ্রমর যেন কমলেরে ধায়।
ব্যাকুলী হইয়া মকরন্দ নাহি পায়॥
শুনিঞা কোপিত রাজা বলে হান হান।
চোর বলে বচনেক কর অবধান॥

অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণমানাং
তির্য্যক্স্খলৎতরলতারকমায়তাক্ষীম্।
শৃঙ্গারবারিকমলাকররাজহংসীং
ব্রীড়াবিনম্রবদনামুষসি স্মরামি॥

১। কাশ্মীরের কবি বিহ্লনের চৌরপঞ্চাশিকা নামক বিখ্যাত কাব্য হইতেই এই শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছে। সকল বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতাই এইরূপ করিয়াছেন। তবে গৃহীত শ্লোকের সংখ্যা কোথাও বেশী, কোথাও কম। কৃষ্ণরামের গ্রন্থে আটটী, রামপ্রসাদের পাঁচটী, এবং ভারতচন্দ্রের মাত্র তিনটী শ্লোক আছে।

২। আজি বিদ্যা শশিমুখী নহলিযৌবনী।—(কৃষ্ণরাম, ২০ক)।

চন্দ্রমুখী সুরতজাগরঘূর্ণ নিশি।
কুরঙ্গিনী নয়নে তরল মুখশশী॥
শৃঙ্গার কমলে বিদ্যা হৈল রাজহংসী।
লজ্জায় বিলম্বমুখ দেখিল উষসি॥
দ্বিগুণ কোপিত হৈল বীরসিংহ রায়।
সঘন কোটালে বলে হানহ চোরায়॥
চৌর বলে অবধান কর নরপতি।
অবশ্য মরণ হয় জনমিলে ক্ষিতি॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গীম্
আপাণ্ডুগণ্ডপতিতাকুলকুন্তলালীম্।
প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্তরিবাবহন্তীং
কণ্ঠাবসক্তমৃদুবাহুলতাং স্মরামি॥

ঘনাঘনে নিধুবনে না করিহ সঙ্গ।
পাণ্ডুগণ্ড কুন্তল নহে ভঙ্গ॥
আচ্ছন্ন তাহার তাপ হৈল চিরকাল।
সুঙরি তাহার বাহু কনক মৃণাল॥
মৃদু বাহুলতা পাশে বান্ধ্যা ছিল মোরে।
রতিরস ভাবেতে ছিলাম তার ক্রোড়ে॥
কোপিয়া কোটালে রাজা বলে হান হান।
চোর বলে বচনেক কর অবধান॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ শ্রবণায়তাক্ষীং
পশ্যামি দীর্ঘবিরহজ্বরিতাঙ্গযষ্টিম্।
অঙ্গৈরহং সমুপগুহ্য ততোঽতিগাঢ়ং
প্রোন্মীলয়ামি নয়নে ন তু তাং ত্যজামি॥

ছত্রবতী আমার বিহনে তনু খিন্না।
দ্বিগুণ মদন বাণে করে তারে ভিন্না॥
নিবারণ করিতাঙ রজনী সময়।
আমার বিহনে বিদ্যা পাব বড় ভয়॥
শুনিঞা কোপিত রাজা বলে হান হান।
চোর বলে এক বাক্য কর অবধান॥

অদ্যাপি তাং সুরততাণ্ডবসূত্রধারীং
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মদবিহ্বলাঙ্গীম্।
তন্বীং বিশালজঘনাং স্তনভারখিন্নাং
ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি॥

যামিনীতে সুরততাণ্ডবসূত্রধারী।
পূর্ণচন্দ্রসমমুখী মদনমঞ্জরী॥
বিশাল জঘন দুই পীনপয়োধরী।
অলকা বিলোলে তার ললাট উপরি॥
শুনিঞা লজ্জিত রাজা বলে হান হান।
চোর বলে বচনেক কর অবধান॥

অদ্যাপি তৎ কনকগৌরকৃতাঙ্গরাগং
প্রস্বেদবারিনিচিতং বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রং
রাহূপরাগপরিমুক্তমিবেন্দুবিম্বম্॥

ঝন ঝন কনক ভূষণ পরিমাণে।
চন্দ্রবদন শোভা করে ঘন জলে॥
রতিখেদী বিলোললোচন অতি শোভা।
যেন চাঁদ উপরাগে রাহু ভেল লোভা॥
মার মার বলে রাজা অরুণলোচন।
চোর বলে এক বাক্য শুনহ রাজন্॥

অদ্যাপি তন্মনসি সম্পরিবর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥

চলকিতে মোর ক্ষুত হইল যখন।
যুবতী মঙ্গলবিদ্যা না বলে তখন॥
ক্ষিতিরাজকন্যা বিদ্যা কোপিতবদনে।
কনকরচিত পত্র করিল শ্রবণে॥
অধিক কোপিত রাজা বলে হান হান।
চোর বলে বচনেক কর অবধান॥

অদ্যাপি তৎ কনককুণ্ডলঘৃষ্টগণ্ডং
তস্যাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।
আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দু
মুক্তাফলপ্রকরবিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥

টল টল কনককুণ্ডল শ্রুতিভাগে।
দোলমাল করে বিপরীত রতিযোগে ॥
শ্রমে অলক শোভা করে ত বদনে।
মুকুতানিকর যেন কুণ্ডলের সনে ॥
শুনিঞা লজ্জিত রাজা বলে হান হান।
চোর বলে বচনেক কর অবধান ॥

অদ্যাপি তাং বিধৃতকজ্জললোলনেত্রাং
যূথিপ্রসূতকুসুমাকুলকেশপাশাম্।
সিন্দূরসংলুলিতমৌক্তিকদন্তকান্তিম্
আবদ্ধহেমকটকাং রহসি স্মরামি ॥

তরাহল বিধুত কজ্জল লোলনেত্রে।
যূথী জাতী মালতী আকুল কেশপাশে ॥
সিন্দূরললিত তার ললাটফলকে।
মুক্তিক দশনপাঁতি বিজুলিনিন্দকে ॥
নানা আভরণ অঙ্গে গলে মণিহার।
আমি হত হইলে শূন্য হইব বিদ্যার ॥
বীরসিংহ বলে রে কোটাল দুর্ব্বার।
কার মুখ চাহ মাথা হানহ চোরার ॥
দক্ষিণ মশানেতে চোরের মাথা হান।
হাসিয়া ত বলে চোর কর অবধান ॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনী মৃগশাবকাক্ষী।
পীযূষপূর্ণিত কুচকুম্ভযুগ দেখি ॥
দিন অবসানে যদি দেখি তার মুখ।
কি করিব চতুরঙ্গ লব বাদ্য সুখ ॥
শুনিঞা কোপিত রাজা বলে মার মার।
চোর বলে বোল দুই শুনহ আমার ॥

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজপুত্রীম্
সম্পূর্ণযৌবনসদালসঘূর্ণনেত্রাম্।
গন্ধর্ব্বযক্ষসুরকিন্নররাজকন্যাং
সাক্ষাম্ভোনিপতিতামিব চিন্তয়ামি ॥
অদ্যাপ্যহং নববধূসুরতাভিযোগং
শক্নোমি নান্যবিধিনা রচিতং কদাচিৎ।
তদ্ভ্রাতরো মরণমেব হি দুঃখশান্ত্যৈ
বিজ্ঞাপয়ামি ভবতস্ত্বরিতং লুনীহি ॥

মরু নহে নববধূ সুসর ভাতি যোগে।
যদি মোর মরণ হয়েন তার আগে ॥
তবে মোর দুঃখ শান্তি শুন নরপতি।
চোর বলে বচনেক কর অবগতি ॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্বহবাড়বাগ্নিম্
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

অঙ্গীকার করিলে শুনহ নরপতি।
অদ্যাপি না করে ত্যাগ বিষ পশুপতি ॥
দেখ কূর্ম্ম পীঠে ধরে অবনীমণ্ডল।
অম্ভোনিধি বহে দেখ বাড়ব আনল ॥
যেই জন সুকৃতি করিল অঙ্গীকার।
অঙ্গীকার কৈলে তুমি শুন দুরবার ॥
জামাতা বলিয়া মোরে কৈলে অঙ্গীকার
অকারণে বধ কেন লইবে আমার ॥
জামাতা বিষ্ণুর সম কহে ধর্ম্মশাস্ত্রে।
কি কারণে নৃপতি কাটিতে কহ অস্ত্রে ॥
যদি দুষ্ট বটি আমি তথাপি ভাজন।
সভামধ্যে অঙ্গীকার করিলে রাজন্ ॥
এত যদি চোর তবে বীরসিংহে বলে।
লাজে হেট মাথা রাজা রহে সভাতলে ॥

সুন্দর করিল যদি এতেক স্তবন।
সেবকবৎসলা কালী জানিলা তখন

[কালিকা কর্ত্তৃক সুন্দরের উদ্ধার]

কালিকা বলেন প্রিয়া বিমলা সুন্দরী।
উচাটন প্রাণ কেন রহিতে না পারি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে কে করে স্মরণ।
ঝাঁট বল প্রিয় তথা করিব গমন॥
বিমলা বলেন মাতা নাহি জান কি।
সুন্দরে গন্ধর্ব্ব বিভা বীরসিংহের ঝি॥
পাতালে আছিল দৈত্য সোঙরিলে পূর্ব্বে।
জনম লভিল গিয়া বিদ্যাবতীর গর্ভে॥
লোকমুখে বীরসিংহ সেই কথা শুনে।
সুন্দরে কোটাল ধর্য়া লৈয়াছে মশানে॥
মশানে কাটিতে তারে বলিছে রাজন।
কাতর কুমার করে তোমারে স্মরণ॥
এতেক শুনিঞা কালী কঙ্কালমালিনী।
সেবক রাখিতে কোপে করেন সাজনি॥
সাজ সাজ বলে কালী ছাড়ে হুহুঙ্কার।
শ্রীকবিশেখর কহে দাস কালিকার॥

[কালিকার সাজ]

ঝাপা

সাজ সাজ বলে কালী কোপে হৈয়া উতরলী
ফিরে তিন লোহিত লোচন।
কোপে ডাকে মার মার পূরে ঘন হুহুঙ্কার
বরপুত্রে বধে কোন জন॥

জলদ শ্যামল তনু যেন প্রভাতের ভানু
চাক সম ফিরে তিন আঁখি।
গগনে মুকুট লাগে শবদে বাসুকি জাগে
ভূধর খেচর কাঁপে দেখি॥
করালবদনা ঘোরা গলে নরশিরহারা
বিকটদশনা মুক্তকেশী।
বেদনিত দৈত্যরাজ দর্পহত চারি ভুজ
বাম করে কাতি দিব্য অসি॥
সেবকেরে দিতে বর অভয় বরদ কর
বরণ জলদ দিগম্বরা।
ঘোর ঘোর নাদিনী শিবাকুর্ম্মপ্রবাহিণী
আজ্ঞা মাত্র ধাইল খেচরা॥
গলে শোভে মুণ্ডমালা বিকট দশনজ্বালা
কর্ণের ভূষণ যোগ্য সব।
পীনোন্নত পয়োধর রজত কাঞ্চন কর
মুণ্ডমালা ঘন করে রব॥
ঘন অট্ট অট্ট হাস পরিধান দ্বীপিবাস
থর থর কাঁপে ব্রহ্মকটা।
প্রকট দশন শব্দ চৌদিগ ভুবন স্তব্ধ
আপাদলম্বিত দোলে জটা॥
ঘন করে পদধ্বনি যেন মেঘে সৌদামিনী
পুষ্করে দুষ্কর হইয়া কাঁপে।
যতেক মাহুতগণ বুঝিয়া কালীর মন
সাজ সাজ ঘন বলে দাপে॥
ব্রহ্মাণী ধাইল সাথে মরালবাহন হাথে
অক্ষসূত্র কমণ্ডলু লৈয়া।
নাগান্তকে নারায়ণী শঙ্খ চক্র গদাপাণি
মৃণাল পঙ্কজ ফিরাইয়া॥
বৃষারূঢ়া মহেশ্বরী কালিকা খট্টাঙ্গধারী
নাচেন কুলুপ আরোহণে।
কুমারী কোপিত আখি পরাণ ভোজন ভখি
উপরে অপরাজিত ঘনে॥
বারাহী ধাইল রঙ্গে ভূধর ভূষণ অঙ্গে
কোপে ধায় নৃসিংহরূপিণী।

১। এই সময় কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র সুন্দরের দ্বারা চৌত্রিশ অক্ষরে কালীর স্তব করাইয়াছেন।

সহস্র অরুণ দিঠে ধায় ঐরাবত পীঠে
বজ্র হাতে ধাইল ইন্দ্রাণী ॥
ধাইল যোগিনীগণ কলিকালে শুনি রণ[1]
ঘন ঘন দেই করতালি।
ঘন করতালি বাজে কৌতুকে সভার মাঝে
রুধিরা কিঙ্কিনী নাচে কালী॥
করালী ধাইল রঙ্গে কন্যা ধায় তার সঙ্গে
বিরোধিনী সঙ্গে কুরুকুল্লা।
বিপ্রচিত্তা ধায় উগ্রা প্রভাবতী সঙ্গে কিবা
দীপ্রা নীলাবতী ঘনা তুল্যা ॥
বালিকা ধাইল রঙ্গে মাতা মুদ্রা মায়া সঙ্গে[2]
গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, তুষ্টি।
বিজয়া, সাবিত্রী ধায় দেবসেনা মহাকায়
অতি কোপে ধায় দেবী পুষ্টি ॥[3]
অতি কোপে সাজে দেবী স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপে ভুবি
প্রলয় গণেন দেবগণ।
শ্রীকবিশেখর কয় দেবগণে করে ভয়
কালিকার শুনিঞা গর্জ্জন ॥

[যোগিনী ও দানবগণের সাজ]

সাজিল কালিকা বলে রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী।
শব্দ করি সঙ্গে ধায় ডাকিনী যোগিনী ॥
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা ধায় সমরবিহ্বলা।
চরণে চলয়ে গাছ গলে মুণ্ডমালা ॥
বিকটদশনা সাজে বিশাললোচনা।
রথ রথী ধর্‌য়া গেলে শোণিতপারণা ॥
মাতঙ্গিনী দীর্ঘকেশী চামুণ্ডা প্রচণ্ডা।
সমরে বারণা গেলে চিবাইয়া মুণ্ডা ॥
রক্ত ওষ্ঠ সাজে যার বদন বিশালে।
দুই ওষ্ঠ ঠেকে যার আকাশ পাতালে ॥
চৌষট্টি যোগিনী সাজে কত নিব নাম।
সাজিল দানব কোটি শুনিঞা সংগ্রাম ॥
কালিকার অট্টহাস দানবের শব্দ।
চৌদ্দ ভুবন কাঁপে দেবতা নিস্তব্ধ ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি কালীর তৃতীয় লোচন।
লোমকূপে লুকাইয়া রহিল পবন ॥
শমন লুকায় খড়্গে খর্পরে বরুণ।
ত্রাসে বিষণ্ণ দেব অরুণলোচন ॥

[দেবতাগণের আশঙ্কা][4]

প্রলয় গণয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু পায়ে ভয়।
অকালে প্রলয় হয় ভাবে মৃত্যুঞ্জয় ॥
ডাক দিয়া ইন্দ্রেরে বলেন দেবগণ।
আচম্বিতে কালিকার কাহারে সাজন ॥
মুখে নাহি সরে বাক্য বলে পরমেষ্ঠী।
ঝাঁট নিবারণ কর না সহয়ে সৃষ্টি ॥
এতেক ব্রহ্মার আজ্ঞা পায়্যা ইন্দ্ররায়।
কৃতাঞ্জলি হৈয়া কালীর সমুখে দাণ্ডায় ॥
অকালে প্রলয় কালী কাহারে সাজন।
না জানি দেবতাগণ জিজ্ঞাসি কারণ ॥
কালিকা বলেন ইন্দ্র না জান কারণ।
বীরসিংহ বধে বরপুত্রের জীবন ॥

১। ইতঃপূর্ব্বে মধুকৈটভ, শুম্ভনিশুম্ভাদির বধের জন্য দেবীকে যে সকল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য অংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

২। পঞ্চদশ কালীশক্তি,—
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা তথোগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তা ঘনত্বিষঃ।
নীলা ঘনা বলাকা চ মাত্রা মুদ্রা মিতাঃ স্মৃতাঃ।

৩। গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা—
গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ।
শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিস্তুষ্টিরাত্মদেবতয়া সহ।

৪। এই সকল প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে নাই।

আমার সেবক কভু না হয় বিনাশ।
বিষম সঙ্কটে আমি রাখি নিজ দাস ॥

[জয়ন্তকে দূতরূপে বীরসিংহের নিকট প্রেরণ]

এমত শুনিয়া ইন্দ্র যোড় করে পাণি।
কোন ছার মনুষ্যের এতেক সাজনি ॥
মাছিরে পর্ব্বতঘাত কোথাহ না শুনি।
পতঙ্গে মাতঙ্গ সাজে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
দেবগণ তুয়া পদ না পায় ধেয়ানে।
আপনি সাজিলা তুমি যাইতে বর্দ্ধমানে ॥
বুদ্ধিবলে বরপুত্রে করহ রক্ষণ।
বর্দ্ধমানে ভাটরূপে যাকু একজন ॥
মাধব ভাটের রূপে দেকু পরিচয়।
তোমার ব্রতের দাস যেন রক্ষা হয় ॥
তবে যদি রক্ষা নাহি হয় তুয়া দাস।
সবংশে তাহার আমি করিব বিনাশ ॥
সায় দিলা ভদ্রকালী সঙ্কোচিলা ক্রোধ।
রাখিলেন বীরসিংহে ইন্দ্র অনুরোধ ॥
পান দিয়া জয়ন্তেরে ইন্দ্র তবে বলে।
ধরিয়া ভাটের রূপ যাও ক্ষিতিতলে ॥

[মাধবভাটের বেশধারী জয়ন্তের আগমন
ও সুন্দরের মুক্তি]

সভামধ্যে বীরসিংহ হেট মাথে আছে।
হান হান মার মার কোটালেরে পাঁচে ॥
এমত সময়েতে মাধব ভট্ট আসি।
সুন্দরে দেখিয়া তার মনে অভিলাষী ॥
ডানি হাতে আশীর্ব্বাদ করিল সুন্দরে।
বাম হাতে আশীর্ব্বাদ করিল রাজারে ॥[১]

দেখিয়া ভাটেরে বলে বীরসিংহ রায়।
অনুচিত কর্ম্ম কেন করিলে সভায় ॥
বন্ধন ঘুচাহ আগে শুন নরপতি।
সুন্দরসদৃশ রাজা কেবা আছে ক্ষিতি ॥
দশ লক্ষ মত্ত হস্তী যাহার দুয়ারে।
সৈন্যসাগর আছে যার পরিবারে ॥
তোমা হেন কত রাজা যাহার দুয়ারে।
কার বোলে অপমান করহ তাহারে ॥
ধন্য তোমার কন্যা ধন্য বিদ্যা সতী।
শিশুকাল হৈতে ধন্য পূজিল পার্ব্বতী ॥
তোমা হেন কত রাজা স্তুতি করে যারে।
কত জন্ম সেবি বিদ্যা বর পাইল তারে ॥
মাধব ভাটের বাক্যে লাগে চমৎকার।
হরি হরি বলে লোক করে হাহাকার ॥
ভাটের বচনে রাজা বন্ধন ঘুচায়।
সুন্দরের তরে কিছু জিজ্ঞাসিল রায় ॥

[সুন্দরের আত্মপরিচয় প্রদান]

রাজা বলে চোর তুমি কাহার নন্দন।
কোন দেশে বৈস এথা আইলে কি কারণ
সুন্দর বলেন ঘর মাণিকা নগর।
আমার পিতার নাম শ্রীগুণসাগর ॥
গুণবতী মোর মাতা শুন নরপতি।
সুন্দর আমার নাম কর অবগতি ॥
তোমার মাধব ভাট গেল মোর পুরে।
বিদ্যার রূপের কথা কহিল আমারে ॥

১। জাতির ব্যাভার তার   আগে পড়ে রায়বার
ময়ুরা করিল বাম করে।
দেখিয়া অবনীপাল   হইলা অভিন্ন কাল
ঘুরায়ে নয়ান ঘোর ঘোর।
ভাট বলে ক্ষিতিপতি   কি লাগি রুষিলা অতি
অপরাধ নাহি কিছু মোর।
দুখানলে দহে মন   কি করিব নিবেদন
অবধান কর নরপ্রভু।
দেখিয়া সুন্দর বরে   বন্দিতে তোমার ডরে
না উঠে দক্ষিণ কর কভু।—(কৃষ্ণরাম, ২৭ক)।

বিধির নির্ব্বন্ধ যত না যায় খণ্ডন।
আপনি আইনু এথা লইতে বন্ধন।
কালীপদসরসিজে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী॥

[সুন্দর কর্তৃক নিজ গৌরবকীর্ত্তন]

আপন মহত্ত্ব কয় জীয়ন্তে সে মরয়
না কহিলে নহে পরিচয়।
আমি নরপতিসুত ত্রিভুবনে সুবিদিত
তোমারে না করি আমি ভয়॥
জন্ম মৃত্যু দুই জনে নিবসয়ে একু স্থানে
অগ্র পশ্চাৎ মাত্র চিহ্ন।
জনম হইলে ক্ষিতি নারীর পুরুষ পতি
গোপতে রভস ভিন্নাভিন্ন॥
তোমার মাধব ভাট গেলেন আমার পাট
কহিতে তোমার আর দাস।
তোমার কন্যার কথা শুনিঞা আমার পিতা
অনেক করিল উপহাস॥
বিদ্যা সতী আমা লাগি রাত্রি দিন থাকে জাগি
একান্তে পূজয়ে ভদ্রকালী।
আমার লাগিয়া রামা নিত্য পূজা করে উমা
নিজ অঙ্গ দিয়া রক্ত বলি[1]॥

তোমা হেন কত রাজা আমার বাপের [প্রজা]
করে কর দিয়া রাত্রিদিনে।
তোমার মাধব ভাট দেখিয়াছে মোর পাট
যত মত্তহস্তী বিদ্যমানে॥
সহরে কোটাল আছে তুমি রাজা তার কাছে
সেনাপতি কেহ না বলিব।
ঘৃণা করি মোর বাপা তোমারে না কৈল কৃপা
এথা বিভা নাহি করাইব॥
আমারে করিয়া ভক্তি পূজা করে শিব শক্তি
বিদ্যা সতী তোমার তনয়া।
শুনি ভাটমুখে কথা মনেতে লাগিল ব্যথা
একেলা আইনু করি দয়া॥
কালী মোরে দিল বর সুলঙ্গে বিদ্যার ঘর
আসিয়া গন্ধর্ব্ব কৈল বিভা।
বিদ্যার ভক্তির পাকে ছাড়িতে না পারি তাকে
বন্দী আছি করি প্রেমলেহা॥
যেবা করে ভদ্রকালী তোমার শকতি বলি
দিতে মোরে নারিবে মশানে।
শুনিঞা তাঁহার বাণী বীরসিংহ নৃপমণি
বলে কালী রাখয়ে কেমনে॥
পিতামহ [শ্রী]চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চনী নাম তার সুত বলরাম
কালিকা পূরিল যার আশ॥

[বীরসিংহের কালিকাদর্শন]

রাজা বলে তুমি গুণসাগরকুমার।
চোররূপে পুরে কেন রয়্যাছ আমার।
কুমার বলেন আজ্ঞা কৈল মহেশ্বরী।
গুপতে রভস হব সেবিল সুন্দরী॥
সাক্ষাৎ হইয়া কালী কহিল আমারে
গুপতে গন্ধর্ব্ব বিভা করিল বিদ্যারে॥

১। নিজ মাংসরক্তাদি বলিরূপে প্রদান ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত বর্ণের পক্ষেই বিহিত। মাংস ও রুধির দানের মন্ত্র, যথা,—

যেনাত্মমাংসং সত্তোন দদামীশ্বরতুষ্টয়ে।
নির্ব্বাণং তেন সত্তোন দেহি হুং হুং নমো নমঃ।
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্বমাংসং বিতরেদ্ বুধঃ।
—(কালিকাপুরাণ, ৬৭।১৮৪-৫)।

মহামায়ে জগন্নাথে সর্ব্বকামপ্রদায়িনি।
দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব।
ইত্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রেণ নতিপূর্ব্বং বিচক্ষণঃ।
স্বগাত্ররুধিরং দত্তাস্মানবঃ সিদ্ধসন্নিভঃ।
—(কালিকাপুরাণ, ৬৭।১৮২-৩)।

রাজা বলে ইন্দ্র আদি না পায় ধেয়ানে।
এ কথা কহিলা কালী আসি তোমা স্থানে ॥
তবে সে জানিব আমি নৃপতিনন্দন।
যদি কালী আসি মোরে দেন দরশন ॥
যদি কালী দেখাইতে পার বিদ্যমান।
নিশ্চয় আমার কন্যা দিব তোরে দান ॥
যদি কালী মোরে নাহি দেন দরশন।
দক্ষিণ মশানে তোর বধিব জীবন ॥
এমত সুন্দর শুনি হাসিতে লাগিল।
অবশ্য দেখাব কালী অঙ্গীকার কৈল ॥
সুন্দর বলেন ভাই শুন দুরবার।
নির্ব্বন্ধ মরণ এক আছে সবাকার ॥
স্নান করিয়া আমি দেহ শুচি করি।
হানিবে পশ্চাতে যদি না রাখে ঈশ্বরী ॥
আজ্ঞা দিল নরনাথ স্নান করিবারে।
কালিকা ভাবিয়া শিশু উলে সরোবরে ॥
স্নান করিয়া বৈসে শ্মশানমণ্ডপে।
একান্ত হইয়া শিশু কালীমন্ত্র জপে ॥
রক্ষ রক্ষ ভদ্রকালী লইনু শরণ।
প্রাণ বধে বীরসিংহ রাখহ জীবন ॥
রক্ষ রক্ষ ভবানি বারেক কর দয়া।
কাতর হইয়া লই তব পদছায়া ॥
আপনি কহিলে পূর্ব্বে বিষম সঙ্কটে।
স্মরণ করিলে মাত্র আসিব নিকটে ॥
বিষম সঙ্কট ইহা বই কিবা আর।
বীরসিংহ রাজা প্রাণ বধে গ আমার ॥
নম নিত্য নারায়ণী তুমি দেবী ধাত্রী।
গৌরী পদ্মা শচী মেধা বিজয়া সাবিত্রী ॥
এতেক নৃপতিসুত করিল স্তবন।
অন্তরে জানিলা কালী সকল কারণ ॥
সেবক রক্ষার হেতু জননী কালিকা।
প্রসন্ন হইয়া নৃপবরে দিল দেখা ॥
কাতি কর্পর হাতে মুণ্ডমালা গলে।
শোভা করে সরোবর শ্রবণ মণ্ডলে ॥
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান অতি শুষ্কদেহা।
নিরবধি লহ লহ করে তার জিহ্বা ॥
চৌদিকে বেষ্টিত শিবা করয়ে গর্জ্জন।
চাঁদ চকোর আঁখি শবে আরোহণ ॥
দেখিয়া চামুণ্ডামূর্ত্তি বীরসিংহ রায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা অবনী লোটায় ॥
বহুমত স্তুতি করে লোটাইয়া ক্ষিতি।
ক্ষেম দোষ কৃপা কর দেবি ভগবতি ॥
এত স্তব কৈল যদি বীরসিংহ রায়।
সদয় হইয়া কালী হৈলা বরদায় ॥
শুন বীরসিংহ আমি বলি হে তোমারে।
বধিবারে চাহ তুমি আমার কিঙ্করে ॥
কন্যা দান দেহ গিয়া শুন নরপতি।
গুপতে গন্ধর্ব্ব বিভা কৈল বিদ্যা সতী ॥
লোকলজ্জা খণ্ডাবারে চাহ যদি রাজা।
কন্যা দিয়া সুন্দরের কর ঝাঁট পূজা ॥
রাজা বলে দয়া কর কঙ্কালমালিনী।
তোমার কিঙ্কর সত্য ইবে আমি জানি ॥
ধন্য ধন্য বিদ্যা মোর জনমিল কুলে।
তুয়া পদ দেখিলাঙ যার পুণ্যফলে ॥
কুমারী সেবিল তোমা সেই ফল জন্য।
বিদ্যা কন্যা হৈতে আজি লোকে আমি ধন্য ॥
রাজা বলে কাত্যায়নী তুয়া বিদ্যমান।
সুন্দরে তোমার পুণ্যে কন্যা করি দান ॥
এতেক বলিয়া রাজা ডাকে পুরোহিতে।
বিদ্যা কন্যা দান কৈল কালীর সাক্ষাতে ॥
না করিল দিন ক্ষেণ না করিল স্নান।
কালীর পীরিতে রাজা কন্যা কৈল দান ॥
ছাগ মেষ গণ্ডক মহিষ দিয়া বলি।
পরিবার সমেতে পূজিল ভদ্রকালী ॥

[সুন্দরের যৌতুকলাভ ও বিদ্যার পুত্রপ্রসব]

পূজা নিঞা ভদ্রকালী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সুন্দরের রাজা কৈল অনেক সম্মান॥
পঞ্চ শত ঘোড়া দিল হেমথালা ঝাড়ি।
দুই শত দাসী দিল পরম সুন্দরী॥
নানাবিধি বাদ্য বাজে ফুকরে কাহাল।
হরষিত রাজ্যখণ্ড আছে মহীপাল॥
দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল।
শুভ ক্ষণে বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিল॥[১]
ষষ্ঠী পূজন আদি ছিল যত ধর্ম্ম।
দিবসে দিবসে সেই নিবড়িল কর্ম্ম॥
সদানন্দ করিয়া রাখিল তার নাম।[২]
কালীর চরণে কহে দ্বিজ বলরাম॥
ইতি জাগরণ সমাপ্ত॥

[সুন্দর নিরুদ্দেশ হওয়ায় মাতা গুণবতীর কালিকাব্রত গ্রহণ]

এথা রাণী গুণবতী কাঁদে রাত্রিদিনে।
সুন্দর কোথায়ে গেল কেহ নাহি জানে॥
শোকাকুল রাজ্যখণ্ড শুন্যা চমৎকার।
আচম্বিতে কোথাকারে গেলেন কুমার॥
চমকিত সর্ব্বজন করে অন্বেষণ।
কেহ নাঞি পায়ে কুমারের দরশন॥
শোকাকুল পুত্রশোকে [শ্রী]গুণসাগর।
পুরীখণ্ড জ্ঞানহত শোকেতে জর্জ্জর॥
রামায়ণ পুরাণ রাজা শুনে রাত্রিদিনে।
সেই কর্ম্ম কৈলে তাপ হয় নিবারণে॥
এককালে ইন্দ্র ছিল সভায় বসিয়া।
যতেক অপ্সরী নৃত্য করিল আসিয়া॥
তাহা দেখিবারে আইল যত দেবগণ।
দৈববশে তথা হইল পুষ্প বরিষণ॥
দিব্য পুষ্প পাইয়া ইন্দ্র আঘ্রাণ লইল।
গন্ধ লৈয়া সেই পুষ্প ব্রাহ্মণেরে দিল॥
সভার মধ্যেতে দ্বিজ বড় পাইল তাপ।
ইন্দ্রেরে কোপিয়া দ্বিজ দিল ব্রহ্মশাপ॥
ঘ্রাণ লইয়া পুষ্প ইন্দ্র দিল মোর তরে।
না মানিল দ্বিজগুরু নিজ অহঙ্কারে॥

.. ..

মার্জ্জার হইয়া থাক জাল্যার মন্দিরে॥
ব্রহ্মশাপ দিয়া দ্বিজ করিল গমন।
জাল্যার মন্দিরে ইন্দ্র দিলা দরশন॥
বিড়াল হইয়া ইন্দ্র রহে জাল্যা ঘরে।
কোন জন নাহি জানে দেবতার পুরে॥
কাতর হইয়া শচী জিজ্ঞাসে দেবেরে।
আচম্বিতে ইন্দ্র রাজা গেল কোথাকারে।
ধেয়ানে জানিলা দেব সকল কারণ।
ব্রাহ্মণের শাপ কথা কহিল তখন॥
শচী বলে দেবগণ বলহ উপায়।
কেমতে পাইব আমি প্রভু ইন্দ্ররায়॥
দেবতা বলেন শচী শুন মন দিয়া।
ইন্দ্রেরে পাইবে তুমি কালিকা পূজিয়া॥
এতেক বচন যদি বলে দেবগণ।
কালিকার ব্রত শচী নিলেন তখন॥

১। পূর্ণ হইল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা।—(ভারতচন্দ্র, ১৪৭)।

২। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মতে শ্বশুরগৃহে যাওয়ার পর বিদ্যা পুত্র প্রসব করে এবং তাহার নাম হয় পদ্মনাভ।

বিদ্যাবতী সতী প্রসবে সন্ততি
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
... ...
ষষ্ঠ মাসে সুখে অন্ন দিল মুখে
পদ্মনাভ রাখে নাম।—(রামপ্রসাদ, ১৮৮)।

শুভ ক্ষণ জানি অন্ন দিল ছয় মাসে।
পদ্মনাভ নাম রাখে মনের হরষে।—(কৃষ্ণরাম, ৩১খ)।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ সুন্দরের পুত্রের লেখাপড়া, বিবাহ ও রাজ্যলাভের বর্ণনা পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

কর্ণবেধ করি সুখে যজ্ঞসূত্র দিল।
মসান রাজার কন্যা বিবাহ করিল।—(কৃষ্ণরাম, ৩১খ)।

কালিকা পূজিল শচী করিয়া ভকতি।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত তবে হৈলা সুরপতি ॥[১]
হরষিতে ব্রত শচী কৈল উদ্‌যাপন।
শচীর বিষম তাপ ঘুচিল তখন ॥
রাজা বলে রত্নাকর বল আর বার।
গুণবতী ব্রত নহে লকু কালিকার ॥
রত্নাকর বলে যদি ব্রত লয়ে রাণী।
অবশ্য পাইবে পুত্র শুন নৃপমণি ॥
এতেক শুনিঞা হরষিত গুণবতী।
স্নান করি ব্রত রাণী নিল শীঘ্রগতি ॥
গুণবতী কাতর হইয়া ব্রত নিল।
সেবকবৎসলা কালী অন্তরে জানিল ॥
জিজ্ঞাসিতে বিমলা কহিল তাঁর স্থানে।
স্বপ্ন দিতে সুন্দরে উরিলা বর্দ্ধমানে ॥

কালীপদেত্যাদি।

[সুন্দরের নিকট কালিকার স্বপ্নাদেশ][২]

করুণা।

ধরিয়া মায়ের বেশ বসিয়া শিয়র দেশ
স্বপ্নে কহেন ভদ্রকালী।
লোচনগলিত জলে রোদন করেন ছলে
মহাশোকে হইয়া আকুলী ॥
উঠ পুত্র কুমার সুন্দর।
তোমা পুত্র হারাইয়া নিজ পাট তেয়াগিয়া
খুজ্যা বুলি দেশ দেশান্তর ॥

বিদ্যা সতী করি কোলে নিদ্রা যাহ কুতূহলে
পাসরিলা জননীর তরে।
তোমা পুত্র প্রসবিনু জগতে দুর্লভ হনু
সেহ সুখ বঞ্চিত আমারে ॥
তোর বাপ পায়্যা শোক ত্যাগ করি রাজ্য লোক
উদাসীন হৈয়া কোথা গেল।
কহিতে হৃদয় ফাটে শূন্য হৈল রাজপাটে
আমার কপালে এই ছিল ॥
এ দুঃখ কহিব কাকে পতি পুত্র দুই শোকে
লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে।
অঙ্গ বঙ্গ ডিল্লি দেশ চাহিলাম সবিশেষ
কোথায় না পাল্য তোর বাপে ॥
এতেক বিলাপ করি ছলে কাঁদে মহেশ্বরী
নিদ্রা হৈতে উঠিল কুমার।
না দেখি মায়ের তরে কাঁদে বালা উচ্চস্বরে
চমৎকার হইল বিদ্যার ॥

—

[বিদ্যার নিকট সুন্দরের দেশে যাইবার প্রস্তাব]

কুমার কহেন কথা শুন বিদ্যা নৃপসুতা
যাব আমি আপনার দেশে।
কহিনু তোমারে দড় কুস্বপ্ন দেখিনু বড়
যাবে কি থাকিবে পিতৃবাসে ॥
যুগল করিয়া হাত বিদ্যা বলে প্রাণনাথ
পতিপদ তেজে কোন নারী।
শুন ইতিহাস কথা ধাতা কর্ত্তা হয় ভর্ত্তা
যুবতী উপরে দণ্ডধারী ॥[৩]
ছাড়িয়া স্বামীর তরে বাস করে পিতৃঘরে
কোন সুখে কেমত যুবতী।
বনে গেলা রঘুনাথ সীতা গেলা তাঁর সাথ
বলরাম রচিলা ভারতী ॥[৪]

১। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের মতে ব্রহ্মার নিকট হইতে পারিজাতের মালা পাইয়া দুর্ব্বাসা উহা ইন্দ্রকে উপহার দেন। ইন্দ্র উহার যথোচিত আদর না করায় দুর্ব্বাসা ইন্দ্রকে শাপ দেন—'তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে।' তখন নারায়ণের উপদেশমত সমুদ্রমন্থনের ফলে ইন্দ্র শ্রীকে ফিরাইয়া পান।

২। ভারতচন্দ্রে এই বিষয়ের কোনও উল্লেখ নাই।

৩। উপপন্নাহি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী।—(শকুন্তলা, ৫।২৫)।

৪। রাম গেল বন সংহতি লক্ষ্মণ
সীতা না রহিল দেশে।

[বিদ্যার বারমাসী[১]]

বারমাসী।

বিদ্যা বলে প্রাণনাথ কর অবধান।
বৎসরেক সুখ ভোগ কর বর্দ্ধমান॥
ছিলে গুপতের বেশে।
বার মাস সুখ না ভুঞ্জিলে পরবাসে॥
বৈশাখে প্রচণ্ড রবি চন্দ্র সুশীতল।
জলযন্ত্র মন্দিরে বঞ্চিব কুতূহল॥
শুন শুন প্রাণনাথ।
বৎসরেক বর্দ্ধমানে বঞ্চি একু সাথ॥
জ্যৈষ্ঠে হইব রবি অতি সে প্রখর।
বঞ্চিব উদ্যান মাঝে সুখে নিরন্তর॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা ফুটিব অনেক।
নিকুঞ্জে মদনখেলা বঞ্চিব যতেক॥
আষাঢ়ে আসিব যত নব জলধর।
অসহ্য হইব বাও সবিতা প্রখর॥
সুখে অট্টালিকা ঘরে।
চৌদিগে নাচিব সখী দেখিব সহরে॥
শ্রাবণে আসিব মেঘ রজনী দিবসে।
অট্টালিকা ঘরে দুঁহে খেলাব হরিষে॥
ভাদ্র করিব সেবন।
সরোবরে কমল ফুটিব অনুক্ষণ॥
সুখ বঞ্চিব দুজনে।
শরতে সুন্দর শশী হইব আশ্বিনে[২]॥
কার্ত্তিকে কালীর পূজা কুহুর রজনী।
লক্ষ ছাগ মেষ দিয়া পূজ্য কাত্যায়নী॥
হিমের জনম হব অগ্রহায়ণ মাসে।
দুঃখী সুখী নাহি লোক দেখিব হরিষে॥
পৌষে প্রবল শীত বঞ্চিব কৌতুকে।
রতিরসে দুই জনে বঞ্চিব মুখে মুখে॥
দুরন্ত বসন্ত মাঘে হইব জনম।
কৌতুকে বঞ্চিব নিশি তার উপশম॥
কুসুমিত হব বৃক্ষ মাধবী ত লতা।
ফাল্গুন মাসের সুখ সৃজিল বিধাতা॥
ফাল্গুনে ফাগের খেলা রজনী দিবসে।
নিকুঞ্জে বঞ্চিব দুঁহে খেলাব হরিষে॥
মধু মাসে মলয়বাতাসে পিকুগণ।
ভরিব কোকিলগণ মোর উপবন॥
প্রাণনাথ রাখ আর দাস।
সংক্ষেপে কহিল সুখ আছে বার মাস॥
অশেষ বিশেষে বিদ্যা বুঝায় পতিরে।
নিশ্চয় জানিল বিদ্যা স্বামী যায় ঘরে॥
কালীপদেত্যাদি।
বিদ্যা বলে নিশ্চয় যাইবে প্রাণনাথ।
না রহিবে বৎসরেক রহ মাস সাত॥

শ্রীবৎস নৃপতি বনে কৈল গতি
চিন্তা দেবী তার পাশে।
ভাই পঞ্চ জন যবে গেল বন
দুর্গতি দুঃখ অপার।
সেবি দিবারাতি দ্রৌপদী সংহতি
সেই যে সম্পদ্ তার।—(কৃষ্ণরাম, ২৮খ)

১। বারমাসীর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে দিয়া সুন্দরের দেশের একটু নিন্দা করাইয়াছেন।

শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা।
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধাসম এদেশের নীর।—(ভারতচন্দ্র, ১৪৮)।

বারমাসী বর্ণনা প্রসঙ্গেও ভারতচন্দ্র সুন্দরের দেশের তুলনায় বঙ্গদেশের প্রাধান্য বর্ণনা করিয়াছেন।

২। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বলরাম বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবের উল্লেখ করেন নাই। তিনি রাসেরও উল্লেখ করেন নাই।

আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার।
নদে শান্তিপুর হইতে খেঁড়ু আনাইব।
নুতন নুতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।
... ...
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস।—(ভারতচন্দ্র, ১৫০)।

সুন্দর বলেন বিদ্যা শুনহ বচন।
শুভ ক্ষণে যাত্রা কৈল যাত্যে নিকেতন ॥
নিশ্চয় জানিল বিদ্যা স্বামী যায় ঘরে।
কান্দিতে কান্দিতে গিয়া কহিল বাপেরে ॥

[সুন্দরের দেশে যাত্রা]

শুনিঞা ত বীরসিংহ হরষিত মন।
হরিষ বিষাদ মনে ডাকে পাত্রগণ ॥
পঞ্চ পাত্র সঙ্গে রাজা বুঝায় সুন্দরে।[1]
সুন্দর একান্ত বলে যাব আমি ঘরে ॥
না রহে জামাতা রাজা নিশ্চয় জানিয়া।
যাইতে অনুমতি দিল হরষিত হৈয়া ॥
যুবক সহায় দিল পদাতিকগণ।
গজ বাজী ধ্বজ রথ দিব্য সিংহাসন ॥
শিশু দেখি দাস দাসী দিলেন বহুত।
গর্ভবতী দেখি গাভী দিলেন অযুত ॥
অনেক বাজনা দিল সুন্দরের সঙ্গে।
নৃপতির সুত সঙ্গে চলে নিজ রঙ্গে ॥
চতুর্দ্দোলে চড়ে বিদ্যা সদানন্দ কোলে।
কুন্তী পাটরাণী ভাসে নয়নের জলে ॥
বর্দ্ধমানের যত লোক কান্দে উভরায়।
নিশ্চয় জানিল বিদ্যা স্বামী ঘরে যায় ॥
গজপৃষ্ঠে বহিয়া নিলেক বহু ধন।
শুভ ক্ষণে নৃপসুত করিল গমন ॥
কান্দিতে লাগিল বিদ্যা মাথে হাত দিয়া
কুন্তী পাটরাণী কান্দে অবনী পড়িয়া ॥
বর্দ্ধমানের যত লোক কান্দে উচ্চস্বরে।
পাছু গোড়াইয়া লোক ধায় উভরড়ে ॥

সুন্দর করিল রাজার চরণ বন্দন।
গুরুজন বন্দ্যা চলে নৃপতিনন্দন ॥
বর্দ্ধমান পাছে রাখি সুন্দর চলিল।
শুভ ক্ষণে বিষ্ণুপুরে দরশন দিল ॥
সৈন্য সমেতে বালা যায় যেইখানে।
তুষিল সকল লোক নানাবিধ দানে ॥
যেইখানে বন দেখে সুন্দর কুমার।
সেইখানে ধন দিয়া বসায় বাজার ॥
যেইখানে দেখিলেক চামুণ্ডার বারা।
সেইখানে ধন দিয়া নির্ম্মায় দেহারা ॥
নীলগিরি নৃপসুত পশ্চাৎ করিয়া।
নীলাচলে নৃপসুত উত্তরিল গিয়া ॥
হরষিতে প্রদক্ষিণ কৈল জগন্নাথ।
যতেক ব্রাহ্মণ আসি যোগাইল ভাত ॥
নানাবিধ ধন দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ।
চড়ই পর্ব্বত দিয়া করিল গমন ॥

[মাণিকানগরে সুন্দরের অভ্যর্থনা]

মাণিকানগরে আইল রাজার কুমার।
ভাট দিয়া পুরেতে পাঠায় সমাচার ॥
পুত্রশোকে আকুল আছিল নৃপমণি।
আগু বাড়াইতে রাজা ধাইল আপনি ॥
অন্তঃপুরে বার্ত্তা পায় গুণবতী রাণী।
মৃত [তের] শরীরে যেন সঞ্চরে পরাণী ॥
আনন্দিত পুরীখণ্ড নাচে বাহু তুলি।
এত দিনে আশা পূর্ণ কৈল ভদ্রকালী ॥
বহুমূল্য ধনে ভাটে করিল ভূষিত।
রামজয় বাদ্য সব বাজে চারি ভিত ॥
কালীপদেত্যাদি।

১। এই দেশে ছত্র দণ্ড ধরহ আপনি।
যতন করি আনাইব জনকজননী।—(কৃষ্ণরাম, ৩০ক)।
দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাও রাজকার্য্য
আনাই তোমার মাতাপিতা।—(রামপ্রসাদ, ১৮৫)।

[সুন্দরের প্রত্যাগমনে মাণিকানগরে উৎসব]

সুন্দর আইল ঘর হরষিত নৃপবর
ঘুচিল মনের যত শোক।
নানাবিধ বাদ্য বাজে কৌতুক সহর মাঝে
দেখিবারে ধায় সর্ব্বলোক ॥
আনন্দিত মাণিকানগরে।
কলা রোপে সারি সারি সব মূলে ঘটবারি
বনমালা খাটায় দুয়ারে ॥
সুবর্ণপতাকা উড়ে কনককলস চূড়ে
বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ।
আসি যত দ্বিজবরে সুন্দরে আশিস্ করে
রাজা দিল বহুমূল্য ধন ॥
ভাটগণে দিল ঘোড়া বাহন টাঙ্গন ঘোড়া
হরষিতে পরে কায়বার।
বাহু তুলি নাচে লোক ঘুচিল মনের শোক
প্রেমধারা লোচনে রাজার ॥
যত পৌর নিতম্বিনী বদনে মঙ্গল ধ্বনি
রাণী কৈল বধূর মাননা।
আলিপনা দিয়া সারি পুত্রের নিছনি করি
কর্পূর তাম্বূল নিছে সোনা ॥
নিছিয়া পেলিল পান শিরে দিয়া দূর্ব্বাধান
পুত্রবধূ নাতি কৈল কোলে।
শিরে বাঁধি রত্নঝুড়ি আনন্দিত রাজপুরী
গুণবতী ভাসে প্রেমজলে ॥
পুত্র পৌত্র নাতি ঘরে হরষিত নৃপবরে
এই মতে যায় কত কাল।
নাহি পূজে ভদ্রকালী নাহি ছাগ মেষ বলি
হরষিতে আছে মহীপাল ॥

[পূজাপ্রচারে কালীর আগ্রহ[১]]

বিমলারে বলে মাতা আপন পূজার কথা
কবে মোরে পূজিব নৃপতি।
বিমলা বলেন মাতা তোমার পূজার কথা
কিবা আছে তোমার দুর্গতি ॥
তৃতীয় কালের শেষে কলি হইল পরবেশে
কলিকালে নর মূঢ়মতি।
তবে পূজে ভদ্রকালী ছাগ মেষ দিয়া বলি
যদি কিছু হয় ত দুর্গতি ॥
শুনি বিমলার বাণী হরষিত নারায়ণী
রাক্ষসীরে আনে ডাক দিয়া।
আজ্ঞা দিল রাক্ষসীরে সদানন্দ খাইবারে
হাতে পান দিল আশ্বাসিয়া ॥
মাণিকানগরে গিয়া রাজার কুমার পায়্যা
রাক্ষসী খাইল সদানন্দে।
দ্বিজ বলরাম কয় বিনি ভয়ে প্রীত নয়
ভয় পাইলে জগজনে বন্দে ॥

[পূজাপ্রচারের জন্য সুন্দরের পুত্র-মারণ]

একাবলী ॥

কোপে কাত্যায়নী।
রাক্ষসীরে বলে বাণী ॥
মাণিকানগরে গিয়া।
সদানন্দে আস্ত খায়্যা ॥
শোকাকুলী হৈলে রাজা।
করিবে আমার পূজা ॥
অনুমতি পায়্যা জরা।
চলিল করিয়া ত্বরা ॥
সদানন্দ যথা খেলে।
মায়ারূপে তার স্থলে ॥
বুক বিদারিয়া খায়।
শিশু কাঁদে উভরায় ॥
সব শিশু বেড়ি কান্দে।
রাক্ষসী খায় সদানন্দে ॥
বিদ্যা সতী ইহা শুনি।
লোট্যায়্যা কান্দয়ে ধরণী ॥

১। এই সমস্ত প্রস্তাব কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে নাই।

মূর্চ্ছিতা পড়িল ক্ষিতি।
ধর‍্যা তোলে গুণবতী॥
হরি হরি হরি বিধি।
কে হর‍্যা নিলেক নিধি॥
দেখিব কাহার মুখ।
বিদরে আমার বুক॥
দিবস রজনী মোর।
তোমার বিহনে ঘোর॥
তোমার সমান শিশু।
বিহনে জীবন পশু॥
বহু মূল্য দিল কালী।
বিদেশে দিলাম ডালি॥
শ্রীকবিশেখর গায়।
ভাবিয়া কালিকা মায়॥

[পুত্র উজ্জীবিত করিবার জন্য সুন্দরের কালীপূজা ও সদানন্দের পুনর্জন্মলাভ]

রাজার পূরেতে হৈল ক্রন্দনের রোল।
ধাওয়া ধাই রামারাই মহাগণ্ডগোল॥
কান্দিতে লাগিল রাজা পুত্রের মরণে।
আচম্বিতে সদানন্দ মরে কি কারণে॥
রাজা বলে শুন পুত্র সুন্দর কুমার।
সদানন্দ জিলে করি পূজা কালিকার॥
সুন্দর বলেন পুত্র জিয়াব এখন।
শ্মশানমণ্ডপে ঘর বান্ধহ রাজন্॥
শ্মশানমণ্ডপে গিয়া বসিল কুমার।
জিয়াইতে নিজপুত্র প্রতিজ্ঞা রাজার॥
কূর্ম্মচক্র নিরমিঞা তাহে সব থুয়্যা।[১]
তাহার উপরে বৈসে সুসজ্জিত হৈয়া॥

১। তন্ত্রসারে কূর্ম্মচক্রনির্ম্মাণের বিধি ও তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া কার্য্য করার ফল বর্ণিত হইয়াছে।—(তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ. ৮৫)।

একে একে ন্যাস করে যায় যত বীজ।
শোষণ দহন বৃষ্টি উৎপাতন নিজ॥
করিলেক ভূতশুদ্ধি একান্ত হইয়া।
পঞ্চদশ দলে পূজে মাতৃ আরোপিয়া॥
জপিল কালীর মন্ত্র যত সংখ্যা ছিল।
সেবকবৎসলা কালী অন্তরে জানিল॥
অন্তরে জানিলা কালী সেবকবৎসলা।
সমুখে উরিলা কালী গলে মুণ্ডমালা॥
চৌদিকে বেষ্টিত শিবা ভীষণ গর্জ্জন।
দেখি হরষিত হৈলা নৃপতিনন্দন॥
লহ লহ করে জিহি ভীষণ বদন।
বকপুষ্প জিনি তার বিকট দশন॥
কিঙ্কিনী মনুজপাণি জটাজূট মাথে।
কাতি কর্পর শোভা করে বাম হাতে॥
অভয় বরদ শোভা করে দুই কর।
শ্রবণযুগে শোভা করে নরসর॥
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান শবে আরোহণ।
ঢল ঢল করে অঙ্গ জলদবরণ॥
হুহুঙ্কার দিয়া জিয়াইল সদানন্দে।
প্রণতকন্ধর রাজা কালিকারে বন্দে॥
এত কাল সেবিলাম প্রভু নারায়ণ।
তোমা না ভজিলে বুঝি সব অকারণ॥
জগতজননী তুমি জগতের মাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা॥
আদেশ করিল রাজা যত পাত্রগণে।
দেবীর পূজার সজ্জা আনে সেই ক্ষণে॥
কালীপদেত্যাদি।

[গুণসাগরের কালীপূজা]

[শ্রী]গুণসাগর রাজা করেন কালীর পূজা
নগরেতে পড়িল ঘোষণা।
নানাবিধি বাদ্য বাজে কৌতুকে সহর মাঝে
দেখিবারে ধায় সর্ব্বজনা॥

ছাগ মেষ দিয়া বলি পূজা করে ভদ্রকালী
মহিষ গণ্ডক বলি দানে।
চৌষট্টি যোগিনীগণ সঙ্গে থাকে অনুক্ষণ
হরিষে করেন রক্ত পানে ॥
বলিদান যথাবিধি শোণিত কর্দ্দমে নদি
পুষ্পবৃষ্টি ভরিল নগর।
দ্বিজগণ বেদ গান নানাবিধি করে দান
কালীর পীরিতে নৃপবর ॥
পূজাকর্ম্মে বড় বিজ্ঞ দ্বিজ দিয়া করে যজ্ঞ
লক্ষকোটি করিল হবন।
বেদের বিহিত যত পুষ্প পদ্ম লক্ষ শত
বিরচিত রজত কাঞ্চন ॥
বিদ্যা সুন্দরের সঙ্গে গুণবতী নিলা রঙ্গে
পূজন করিল ভদ্রকালী।
উদ্‌যাপন হৈল ব্রত শাস্ত্রবিহিত যত
পূজার দ্বিগুণ দিয়া বলি ॥
পূজন পাইয়া কালী গুণবতীর তরে বলি
শুন ঝিয়ে নৃপতির রাণী।
অষ্ট দিনের পূজা মোর ক্ষিতিতলে নিল তোর
একত্র শুন ল কাহিনী ॥
অষ্ট দিনের পূজা করিল যতেক প্রজা
একে একে এ তিন ভুবনে।
দিবারে প্রজার সুখ যত বিধি পাইল দুঃখ
সেই কথা করহ শ্রবণে ॥
যেই শুনে ভক্ত লোক কখন না পায় শোক
এই মত আমার বারতা।
আমার কাহিনী শুনে ভয় নাহি ত্রিভুবনে
আমি তারে হই বরদাতা ॥
কালীপদেত্যাদি।

অষ্টমঙ্গলা[১]

গুণবতী শুন নৃপতির রাণী।
শ্রবণ মঙ্গল কথা আমার পূজার গাথা
এই কথা কলুষনাশিনী ॥
মহাপ্রলয়ের কালে পৃথিবী ডুবিল জলে
বটপত্রে ভাসে নারায়ণ।
প্রভুর রক্ষার লাগি লোচনে আছিনু জাগি
চরাচর করিয়া ভক্ষণ ॥
আছিল ব্রহ্মার সদ্ম নাভি স্থলে নীলপদ্ম
তাহাতে জন্মিল প্রজাপতি।
দেখিল সকল বার জন্মমাত্র নাহি আর
উপবাসে করে বহু স্তুতি ॥
নিরন্তর স্তবে বিধি হেন কালে গুণনিধি
কর্ণে হইতে মলা পেলে জলে।
সেই মলা অনুপাম মধুকৈটভ নাম
জনমিল দুই মহাবলে ॥
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া দুই বীর বুলে ধাইয়া
জল দেখে না দেখে আহারে।
হেন কালে প্রজাপতি পদ্মাসনে করে স্তুতি
রঙ্গ দেখি ধায় গিলিবারে ॥
নিদ্রাগত ভগবান্ কে করিব পরিত্রাণ
আমারে করিল বহু স্তুতি।
সেই প্রলয়ের কালে অসুর বধিনু ছলে
আমারে পূজিল প্রজাপতি ॥
সৃজন করিল ক্ষিতি দক্ষকুলে নাম সতী
দক্ষযজ্ঞ করিল বিনাশ।

১। স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অষ্টমঙ্গলা—"আট দিন ধরিয়া যে গান হইল তাহার সংক্ষিপ্তসার ও ফলশ্রুতি"—(চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী, পৃ. ৮৭৮)। বস্তুতঃ পক্ষে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অষ্টমঙ্গলা পাঠ করিলে সেইরূপই মনে হয়। কৃষ্ণরাম ও কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে কিন্তু প্রস্তাতিরিক্ত দেবীর মাহাত্ম্য অষ্টমঙ্গলায় কীর্তিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই হৈতে পশুপতি হিমালয়ে কৈল স্থিতি
তপস্যা করিল কৃত্তিবাস ॥
দনুজ মহিষাসুর জিনিল দেবতাপুর
দেবগণ ফিরে মহীতলে।
শুনিঞা দেবতাবাণী হরি হর পদ্মযোনি
তেজে শক্তি তেজে অগ্নি-জলে ॥
তাহাতে আমার জন্ম দেবতা বুঝিল কর্ম্ম
নানা অস্ত্র দিলেন ভূষণ।
বিষম সমরমাঝে বধিল দনুজরাজে
আমারে পূজিল দেবগণ ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা করিয়া শিবের পূজা
বর পায়্যা জিনে ত্রিভুবন।
যতেক দেবতাগণ মোরে কৈল সোঙরণ
আমি আসি দিল দরশন ॥
বর দিল দেবগণে কোপ হৈল মোর মনে
নিবাস করিল হিমালয়।
না জানে মরণকূপ দেখিয়া আমার রূপ
চণ্ডমুণ্ড শুম্ভরাজে কয় ॥
চণ্ডমুণ্ডের বাণী হরষিত দৈত্য শুনি
দূত দিয়া জানে সমাচার।
মোরে ধরিবার তরে ধূম্রলোচন বীরে
পাঠাইয়া দিল ত্বরবার ॥
গেল ধূম্রলোচন কহিলেক কুবচন
হুহুঙ্কারে গেল ভস্ম হৈয়া।
ধূম্রলোচন পড়ে চণ্ডমুণ্ড ধায় রড়ে
নিজ খড়্গে ফেলিল কাটিয়া ॥
রক্তবীজ আইল রণে লীলায় বধিল বাণে
শুম্ভনিশুম্ভ ধায় রণে।
আসিয়া আমার ঠাঞি রণে পড়ে দুই ভাই
অবশেষে নিল রসাতলে ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ বধি দেবতার কার্য্য সাধি
ইন্দ্র কৈল পুষ্পবরিষণ।
যতেক দেবতা মিলি নাম থুইল ভদ্রকালী
বহুবিধি করিল পূজন ॥

ক্ষিতিতে সুরথ রাজা না করে আমার পূজা
মোর কর্ম্মে নাহি অভিলাষ।
সেই পাপে বন্ধুজন রিপু হৈয়া নিল ধন
ক্ষিতি ত্যজি গেল বনবাস ॥
একা গেল নৃপবর বনে হৈল দোসর
সমাধি সুরথ দুই জন।
সমাধি সুরথ রাজে ভ্রময়ে কানন মাঝে
দুহে দুঃখ কৈল নিবেদন ॥
দুহেঁ ভাসি প্রেমজলে গেল মেধসের স্থলে
মেধস কহিল মোর কথা।
সমাধি সুরথ রাজা করিল আমার পূজা
আমি তারে হৈনু বরদাতা ॥
নিজকার্য্য সিদ্ধি হৈল মোরে পূজি স্বর্গে গেল
এই মতে গেল কত কাল।[১]
দেখিনু ক্ষিতিতে রাজা না করে আমার পূজা
বীরবাহু নামে মহীপাল ॥
লইবারে পুষ্প পানি সুরথ রাজারে আনি
জন্মাইল তাহার ভবনে।
কৈল তার উপাধাম বিক্রমআদিত্য নাম
টীকা দিল যত নৃপগণে ॥
সেবে মোরে ভানুমতী বিক্রমআদিত্য পতি
হইবে একান্ত রাত্রিদিনে।
বিক্রমআদিত্য রাজা করিল আমার পূজা
বেতাল দিলাম তার সনে ॥[২]
বেতাল করিয়া সঙ্গে ভোজের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে
বিবাহ করিল ভানুমতী।

১। দেবী কর্ত্তৃক মধুকৈটভ, ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড ও শুম্ভ প্রভৃতির বধের বিস্তৃত বিবরণ মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

২। সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা'র সংস্করণ বিশেষের মতে তান্ত্রিকাচার্য্যের উত্তরসাধকের কার্য্য করিয়া বিক্রমাদিত্য বেতাল লাভ করেন। কালিকামঙ্গল নামক বত্রিশ সিংহাসনের বইতে ভদ্রকালীর প্রসাদে বিক্রম ভট্ট বেতাল আদি করি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন।—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৯।১৪২)।

করিয়া আমার পূজা স্বর্গে গেল সেই রাজা
শুন ঝিয়ে রাজার যুবতী ॥
আমি গেনু ব্রহ্মপুরে ইন্দ্র ব্রহ্ম বধ করে
দেবপুরে অকাল মরণ।
ইন্দ্র পায় পরিতাপ ঘুচাইতে সেই পাপ
ভয়ে গেল আমা দরশন ॥
না চাহ ইন্দ্রের পানে নর্ত্তকীরে ডাক্যা আনে
নৃত্যকে মোহিল দেবগণ।
মোর বিদ্যমানে নাচে অশ্বিনীকুমার কাছে
তাল ভঙ্গে দুহাঁ দরশন ॥
অশ্বিনীকুমার পাপে আসিয়া আমার শাপে
তোমার উদরে জনমিল।
চন্দ্রাবলী শাপ গতি কুন্তীর উদরে স্থিতি
বিদ্যা সতী নাম ধরিল ॥[১]
শুন গুণবতী রাণি পূর্ব্বে ছিলে অপুত্রিণী
পুত্রিণী হইলে মোর বরে।
তোর বেটা পড়ে শুনে দিগ্‌ বিজয়ীরে জিনে
লোক গিয়া কহিল বিদ্যারে ॥

রাজার মাধব ভাট আইল তোমার পাট
বিদ্যার কহিল রূপকথা।
শুনিঞা সুন্দর তোর সুঙরণ করিল [কৈল ?] মোর
সুন্দরে হইনু বরদাতা ॥
আইনু আপন রঙ্গে তোমার পুত্রের সঙ্গে
বর্দ্ধমানে হইল উপনীত।
বাসা মালিনীর ঘরে তোমার তনয় করে
সরোবরে ভেটে বিদ্যা সতী ॥
দেখিয়া বিদ্যার রূপে পড়িয়া মদনকূপে
মোরে পুন সুঙরণ করে।
তোর পুত্রে দিল বর মালিনী বিদ্যার ঘর
সুলঙ্গ হইল মোর বরে ॥
বড় বাড়াইল লেহা দুহাঁর গন্ধর্ব্ব বেহা
বৎসরেক আছিল গুপতে।
তাহে হৈল পরবন্দ গর্ভে ধরে সদানন্দ
সঙ্গিগণ করিল বিদিতে ॥
কোপ হৈল নৃপবরে সুন্দরে কোটাল ধরে
লৈয়া গেল রাজা বিদ্যমানে।
তোর বেটা মোরে সেবি করিল অনেক কবি
নৃপ চাহে বধিতে মশানে ॥
তোর বেটা বলে বাণী বীরসিংহ নৃপমণি
দেখিবারে চাহিল আমারে।
তোর বেটা করে ধ্যান আসি সভা বিদ্যমান
দেখা দিলাম আপনি রাজারে ॥
বীরসিংহ মহারাজা করিল আমার পূজা
পুনরপি কন্যা কৈল দান।
তুমি পূজা কৈলে মোরে পুত্র পৌত্র বধূ ঘরে
আজ্ঞা দিল তোমা বিদ্যমান ॥
পুত্র পৌত্র বধূ ঘরে তুমি বিস্মরিলে মোরে
নাহি ব্রত কৈল উদ্‌যাপন।
লৈয়া মোর অনুমতি রাক্ষসী তোমার নাতি
কোপে আসি করিল ভক্ষণ ॥
শ্মশানমণ্ডপ ঘরে সুন্দর স্মরিল মোরে
আসি সদানন্দে জিয়াইল।

১। এইরূপ নৃত্যাদিতে কামজন্য স্খলনবশতঃ দেবলোক হইতে পতনের উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা,—উপবর্হণ নামক গন্ধর্ব ব্রহ্মলোকে হরিকথা গানকালে কামবশতঃ স্খলননিবন্ধন ব্রহ্মার অভিশাপে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১৩শ অধ্যায়); রত্নমালানাম্নী অপ্সরা দেবলোকে নৃত্যকালে তালভঙ্গে চণ্ডিকার শাপে মর্ত্তালোকে লক্ষপতির কন্যা ও ধনপতি সদাগরের স্ত্রী খুল্লনারূপে জন্মগ্রহণ করে।—(কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল)।

কৃষ্ণরামের গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অন্যরূপ। সুন্দর পূর্ব্ব-জীবনে সুলোচন নামে তারকাসুরের পুত্র ছিলেন এবং বিদ্যা ছিলেন তাঁহার স্ত্রী ; নাম তারাবতী।

কুসুম তুলিয়া নিত্য অন্যত্র যোগায়।
কুমতি হইল এই নিন্দা করে হর।
সুলোচন ভস্ম কৈল দেব মহেশ্বর।
কান্দিয়া প্রমদা তার শরীর ছাড়িল।
সুলোচন গুণসিন্ধু ঘরে জনমিল।
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখিল সুন্দর।
জনম লভিলা রামা বীরসিংহ ঘর।
বিদ্যা নাম অনুপামা রূপ মনোহর।
—(কৃষ্ণরাম, ৩৩খ)।

শুন ল রাজার রাণী   অবশেষে নাহি বাণী
[শ্রী]গুণসাগর পূজা কৈল ॥
আমার বারতা এই   সাদরে শুনিবে যেই
তার দুঃখ নহিব কখন ।
নাহি তার শত্রুভয়   সমরে করাব জয়
ধন ধান্যে করাব পূরণ ॥
সাদরে শুনিলে লোক   কখন নহিব শোক
এই যত আমার কাহিনী ।
অষ্টমঙ্গলা সায়   শ্রীকবিশেখর গায়
বদনে নাচয়ে যার বাণী ॥

—

[বিদ্যাসুন্দরকে স্বর্গে নেওয়ার প্রস্তাব[১]]

ভদ্রকালী বলে রাণী শুনহ বচন ।
তোমা হৈতে হব অষ্ট দিনের পূজন ॥
বিদ্যা সুন্দর হয় মোর দাস দাসী ।
পূজিলে আমারে ইবে হবে স্বর্গবাসী ॥[২]
রাজা বলে ভদ্রকালি আমি আগে মরি ।
তবে পুত্র বধূ লৈয়া যাবে মহেশ্বরী ॥[৩]
ভদ্রকালী বলে রায় কর অবধান ।
অকারণে রায় তুমি শুনহ পুরাণ ॥
মোর মোর বলিতে অবনী হাসে নিত্য ।
কেহ কার নহে রাজা সকলই অনিত্য ॥
আমার বচনে রায় অবধান কর ।
কলির চরিত্র যত শুন নৃপবর ॥
বিষম কলির সৃষ্টি শুনহ রাজন্ ।
বহু পাপী হব লোক অকালমরণ ॥
যেই গুরু হৈতে হব এ তিন সংসার ।
হেন গুরু নিন্দা হব কলির বিচার ॥
শিষ্য না মানিব গুরু পাপে দিয়া মতি ।
অকালমরণ আর অশেষ দুর্গতি ॥
দ্বিজ না মানিব শূদ্র নাহি দিব দান ।
লুবধ হইয়া দ্বিজ ছাড়িব নিজ জ্ঞান ॥
বেদবিদ্যা ছাড়িব যতেক দ্বিজগণ ।
এই হেতু কলিকালে অকালমরণ ॥
যার ধন হব সেই হব কুলবতী ।
পতিনিন্দা করিবেক যতেক যুবতী ॥
বিষম কলিতে সুখে না রহিব প্রজা ।
প্রজা না পালিব লোভে যত হব রাজা ॥
তপজপহীন হৈব যত সাধুগণ ।
এই হেতু কলিকালে অকালমরণ ॥
বিষম কলির শেষ শুন নৃপবর ।
অনাবৃষ্টি হইবেক শতেক বৎসর ॥
শিশুকাল হৈতে লোক প্রবেশিব শোক ।
দ্বাদশ বৎসরে জরা হৈব যত লোক ॥
গর্ভবতী হব লোক পঞ্চ[ম] বৎসরে ।
ক্ষিতি শস্য হরিবেক শুন নৃপবরে ॥
কুলবধূ ছাড়িব যতেক কুলধর্ম্ম ।
নারীর বচন পুরুষের হব ব্রহ্ম ॥
দেবতা ছাড়িব ক্ষিতি তীর্থ হব নাশ ।
যবনাস্ত হব ক্ষিতি ধর্ম্ম উপহাস ॥

১। রামপ্রসাদের গ্রন্থে এই বিষয়ের কোনও উল্লেখ নাই ।

২। একদিন স্বপনে করুণাময়ী বলে ।
পাসরিলা পূর্ব্বকথা রাজার নন্দন ।
তারকের পুত্র ছিলা নাম সুলোচন ।
তোমার প্রমদা এই তারাবতী সতী ।
শিব শিবা ভিন্ন ভাব হইল কুমতি ।
সে কারণে শাপহেতু জন্ম ক্ষিতিমাঝ ।
শাপান্ত হইল হেথা থাকিয়া কি কাজ ।
ক্ষিতিতলে খেয়াতি করিয়া মোর পূজা ।
কৈলাসে গমন কর বলি চতুর্ভুজা ।—(কৃষ্ণরাম, ৩১খ) ।
তোরা মোর দাস দাসী   শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা ।
ব্রত হৈল পরকাশ   এবে চল স্বর্গবাস
নানা মতে আমারে তুষিলা ।—(ভারতচন্দ্র, ১৬) ।

৩। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মতে রাজারাণী ইতঃপূর্ব্বেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন ।
ক্ষিতিপতি হইল সুন্দর গুণধাম ।
অখিলের লোক বলে কলিযুগের রাম ।
গুণসিন্ধু অদ্যাবধি ছাড়িয়া সদন ।
তপস্যা করিতে তবে গেল তপোবন ।—(কৃষ্ণরাম, ৩১ খ) ।

কলির প্রধান মাত্র হব হরিনাম।[১]
এই মাত্র ভরসা ভণয়ে বলরাম ॥

[বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গযাত্রা ও রাজপুরীর শোক]

কহিয়া এতেক কথা হাসিয়া ভুবনমাতা
ধরি বিদ্যা সুন্দরের করে।
রাজারে প্রবোধ করি পূজা লৈয়া মহেশ্বরী
রথে চড়ি উঠিলা অম্বরে ॥
রথে আরোহণ হৈয়া নৃপবরে সম্বোধিয়া
বলে কিছু জগতজননী।
মিথ্যা বাক্য নহে মোর দুই বংশ হব তোর
সুখে রাজা পালহ অবনী ॥
পুত্রবধূ স্বর্গে যায় অচেতনে কাঁদে রায়
উর্দ্ধমুখে কান্দে সর্ব্বলোক।
গগনে উঠিল রথ না চলে লোচন পথ
সবার বাড়িল মহাশোক ॥
গুণবতী রাণী কাঁদে কেশপাশ নাহি বান্ধে
সুন্দর সুন্দর উচ্চস্বরে।
তোমা হেন পুত্র দিয়া পুন নিল ছাড়াইয়া
মোহে পড়ে অবনী উপরে ॥

[যমদূত কর্ত্তৃক স্বর্গগমনে বাধাপ্রদান[২]]

হেন কালে যমদূতে আগলে গগনপথে
দেখে দুই মনুষ্যশরীর।
ঘন কোপ করি বলে রাখিল গগনতলে
ক্ষীণ হাস্য হইল কালীর ॥
দূত বলে রথে চড়ি পাপী লৈয়া যাহ বুড়ী
মরণ জীবন নাহি মান।
পাপী জন লৈয়া রথে চল্যাছ বৈকুণ্ঠপথে
কোন পুণ্য কৈল কোন দান ॥
এই সে পুরুষ নারী চিরকাল পাপ করি
পাপিষ্ঠ নাহিক ইহা সম।
হেন [জন] স্বর্গে যায় এ দুঃখ কহিব কায়
বান্ধ্যা নিতে আজ্ঞা দিল যম ॥
হাসিয়া বলেন কালী এই দুই পুণ্যশালী
পাপ হরে আমা দরশনে।
ইহার সমান পুণ্যে কেবা আছে নর অন্যে
শ্রীকবিশেখর সুরচনে ॥

[কালী কর্ত্তৃক যমের পরাভব]

ধু

ভাল রঙ্গে নাচে কালী করালবদনা।
নরশির মালা গলে বিকটদশনা ॥

এতেক কালীর কথা শুনি যমদূত।
তুমি কেবা বট বুড়ী জানিল অদ্ভুত ॥
আপনি না জান বুড়ী যমের কারণ।
পাপীর সহিত চল যম দরশন ॥

১। কলির এইরূপ দোষকীর্ত্তন বিবিধ পুরাণে পাওয়া যায়। কলির মাহাত্ম্য হরিনাম, ইহা বৈষ্ণবপুরাণের মত। কূর্ম্মাদি শৈবপুরাণের মতে শিবনামই কলিতে ত্রাণের হেতু। কালিকার মাহাত্ম্য প্রচারক গ্রন্থে হরিনামের প্রধান্যকীর্ত্তন বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু কেবল কবিশেখরের গ্রন্থে নহে—কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিকঙ্কণের মতে কলিকালে শিবপূজাদির ফলও লোকে বিষ্ণুর কৃপায়ই লাভ করিয়া থাকে।

হরিনামে হরিপদ পায় কলিকালে।
নারায়ণ-পদে যেবা করে নমস্কার।
কলি নাই বাধে তার কি করে সংসার।
শিবপূজা করে যেবা দেবীপরায়ণ।
আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মীনারায়ণ।
(চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ—পৃ. ২২৭)

২। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে এই বিষয়ের কোনও উল্লেখ নাই।

এতেক বলিয়া ছলে ধরিবারে যায়।
কোপ হৈল ভদ্রকালী লোচন ঘুরায়॥
সাপটিয়া ধরিল যতেক দূতগণে।
বদনে পূরিয়া তারে মথয়ে দশনে॥
দূরে ছিল এক দূত গেল পালাইয়া।
যমেরে কহিল কথা যোড়কর হৈয়া॥
থর থর হৈয়া কাঁপে মুখে নাহি রা।
পাছু পানে চাহে ঘন কাঁপে সর্ব্ব গা॥
যম বলে কি কারণ কহ ঝাট করি।
কোন বিকটন তোর হৈল মর্ত্ত্যপুরী॥
দূত বলে যমরায় বলিল তোমারে।
প্রাণ লইয়া স্বরপুরে যাও না সত্বরে॥
এক বুড়ী রথে চড়ি যায় পাপী লৈয়া।
আমরা রাখিল তার পথ আগুলিয়া॥
কোপে বুড়ী মুখ মেলি গিলিল সবারে।
প্রবন্ধে রাখিয়া প্রাণ কহিল তোমারে॥
শুনিঞা কোপিত যম লোহিতলোচন।
মহিষ উপরে কোপে হৈল আরোহণ॥
কালদণ্ড হাতে করি কোপে যম ধায়।
অস্ত্র হাতে পশ্চাতে কিঙ্করগণ যায়॥
অন্তরে কোপিত কালী জানিল কারণ।
যম সম কোটি যম করিল সৃজন॥
কালদণ্ড হাতে সবার মহিষ বাহন।
কোটি যম মহাকোপে করিল সাজন॥
মার মার বলে সবে দন্ত কড়মড়।
দেখিয়া ত্রাসিত যম উঠ্যা দিল রড়॥
মহিষ চড়িয়া যম ধায় রড়ারড়ি।
পশ্চাতে যোগিনীগণ দেই তাড়াতাড়ি॥
পালাইল যম ঘন হাসে ভদ্রকালী।
চৌদিকে যোগিনীগণ দেই করতালি॥
রড়ারড়ি গেল যম ইন্দ্রের সমুখে।
শ্রীকবিশেখর কহে বোল নাহি মুখে॥

[কালী কর্ত্তৃক ইন্দ্র ও ব্রহ্মার পরাভব]

যম বলে দেবরাজ কি আর বিষয়ে কাজ
তোমারে করিল নিবেদন।
কহিবারে লাজ বাসি কেমত দেবতা আসি
অলক্ষিতে করয়ে সৃজন॥
আমার দূতেরে পায়্যা পাপী জন রথে লয়্যা
কোটি যম করিল উৎপত্তি।
দেবের দেবত্ব দূর জিনিবেক দেবপুর
নাশ হৈব দেবের বসতি॥
যমের বারতা শুনি কোপে ইন্দ্র নৃপমণি
ঐরাবতে হৈল আরোহণ।
কে কৈল মরিতে সাধ দেবতার সনে বাদ
বজ্রহাতে করিছে তর্জ্জন॥
অন্তরে জানিঞা কথা কোপিল ভুবনমাতা
কোটি ইন্দ্র করিল সৃজন।
সবে ঐরাবত পিঠে অরুণসহস্র দিঠে
বজ্রহাতে করিছে তর্জ্জন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে দেখিয়া ত পুরন্দরে
কম্পিত হইলা শচীনাথে।
দেখয়ে প্রলয় বড় ত্রাসে গজ দিল রড়
ইন্দ্র গেল ব্রহ্মার সাক্ষাতে॥
ইন্দ্র বলে প্রজাপতি রক্ষা কর লঘুগতি
কোটি ইন্দ্র আইসে সাজিয়া।
কহিবারে লাজ বাসি কেমত দেবতা আসি
সৃষ্টি করে তোমারে নিন্দিয়া॥
ইন্দ্রের বদনে বাণী কোপ হৈল পদ্মযোনি
হংসবাহনে দ্রুত ধায়।
বুঝিয়া ভুবনমাতা ব্রহ্মার গমন কথা
কোটি ব্রহ্মা সৃজিল লীলায়॥
চাপিয়া মরালরাজে নানা জন্তুগণ সৃজে
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন।
দেখি ব্রহ্মা ভয় পায়্যা ধায় হংস তেয়াগিয়া
উপনীত যথা নারায়ণ॥

কাঁপয়ে সকল গা মুখে না বায়্যায় রা
বলে ব্রহ্মা গদ গদ বাণী।
শুন প্রভু লক্ষ্মীপতি সৃজন করয়ে ক্ষিতি
কেমন দেবতা নাহি জানি ॥
শুন প্রভু শ্যামরায় দেবের দেবত্ব যায়
দেবতার ঘুচিল বিষয়।
কার তরে দিলে দৃষ্টি গগনে করয়ে সৃষ্টি
নিবেদন কৈল মহাশয় ॥

[কালী কর্ত্তৃক নারায়ণ ও শিবের পরাভব]

এতেক ব্রহ্মার কথা শুনি নারায়ণ।
কোপে কম্পমান প্রভু লোহিতলোচন ॥
বিষয় করয়ে দূর কেমন দেবতা।
অকারণে বল ব্রহ্মা নাহি বুঝি কথা ॥
এতেক বলিয়া প্রভু গরুড়ে চাপিল।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হস্তে নিল ॥
কোপেতে ধাইলা প্রভু হৈয়া উতরোলি।
অন্তরে জানিলা এথা জয় ভদ্রকালী ॥
কোটি বিষ্ণু সৃজন করিল ততক্ষণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুড়বাহন ॥
সিংহনাদ পূরে সবে শঙ্খ বাজাইয়া।
ত্রাসিত হইলা বিষ্ণু তাহাত দেখিয়া ॥
অন্তরীক্ষে মহাশয় দেখি দেবগণ।
হেন কালে আসি শিব দিলা দরশন ॥
শিব বলে অকালে প্রলয় কেন হয়।
কেমন প্রলয় হয় বল মহাশয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু বলে শিব না জান কারণ।
অন্তরীক্ষে কোন জন করয়ে সৃজন ॥
বিষ্ণু বলে শিব আমি বুঝি অনুমানে।
অকালে প্রলয় হয় কিসের কারণে ॥
শিব বলে এক তিল কর নিবারণ।
কেমন প্রলয় আমি বুঝিব কারণ ॥
বৃষে চাপি মহাদেব করিল গমন।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি করে ডম্বুর বাজন ॥
বৃষভে চাপিয়া আইসে মহাদেব শূলী।
অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিলা ভদ্রকালী ॥
ঈষতে হাসিলা মাতা পরশে গগন।
প্রলয়ের মেঘ যেন করিছে নিস্বন ॥
গুটিল শিবের বৃষ পায়্যা মহা ডর।
গগনে ফিরয়ে শিব বলে ধর ধর ॥
দূরে গেল ডম্বুর নিশান লাঠিখান।
কোথা গেল সিদ্ধিঝুলি নন্দী মহাকাল ॥
শিবের দুর্গতি দেখি বলে ভদ্রকালী।
সামাল সামাল এইবার প্রভু শূলী ॥
আপনা পাসরে শিব ঘোরে ব্যোমপথে।[1]

১। যে পুথি অবলম্বনে এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা এই স্থানে খণ্ডিত। তবে ইহার পরে বেশী কিছু ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

ভূমিকা ও পাদটীকায় অনুল্লিখিত কয়েকটী বিষয়ের টিপ্পনী

পৃঃ ৩—**লক্ষ লক্ষ সঙ্গে বন্দোঁ ডাকিনী যোগিনী—**

মহাদেবের অনুচরদিগের নাম ভৈরব এবং দেবীর সহচারিণীদিগের নাম ভৈরবী ও যোগিনী। যথাক্রমে ইহাদের সংখ্যা সাধারণতঃ আট, আট ও চৌষট্টি বলিয়া ধরা হয়। সেই সংখ্যায় কেবল প্রধান ভৈরবাদিই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃপক্ষে ইহাদের সংখ্যা পুরশ্চর্য্যার্ণবধৃত গুহ্যকালিকার ধ্যানে ইহাদের সংখ্যা কোটি।

নবকোটিকচামুণ্ডাকোটিভৈরববেষ্টিতম্।
... ...
ভৈরবীকোটিঘটিতং প্রাকারং তত্র চিন্তয়েৎ॥
... ...
যোগিনীকোটিঘটিতকরতালিকবেষ্টিতম্॥

—পুরশ্চর্য্যার্ণব, পৃঃ ৩৬৪-৫।

পৃঃ ৩—**দিগ্‌বন্দনা—**

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় কয়েকটী স্থানের নামের পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৮৬২)। যথা—'তিলটকোণা' স্থলে 'কিরীটকোণা', 'ভাস্তাতা' স্থলে 'ভাস্তাড়া', 'পুরাসের' স্থলে 'পলাশের'। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে (পরিষৎ-সংস্করণ—দ্বিতীয় খণ্ড —পৃঃ ২০৬) 'পুঁড়াশুর ঘাঁটুর' উল্লেখ দেখা যায়।

দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত ও এক যুগে প্রসিদ্ধ বাংলার এই সমস্ত দেবস্থান এবং দেবদেবীর বর্তমান অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই আলোচিত বা নির্ণীত হয় নাই।

ভদ্রকালী—কালিকাভেদ। তাঁহার পরিচয় তাঁহার ধ্যান হইতে পাওয়া যায়। যথা—

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।
হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখাসন্নিভং পাশমুগ্রং
দন্তৈর্জম্বূফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী॥

—(তন্ত্রসার)

তবে কালীকে বুঝাইতেও ভদ্রকালী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চামুণ্ডা সুন্দরী—সুন্দরীশব্দ ছন্দ মিলাইবার অনুরোধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। চামুণ্ডামূর্ত্তি অতি ভীষণা।

ধ্যান—কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

—(শব্দকল্পদ্রুম)

ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা—বর্ধমানের অন্তর্গত ক্ষীরগ্রাম দেবীর একান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে দেবীর পূজোপলক্ষে মেলা হয়। কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত 'যোগাদ্যার বন্দনা' গ্রন্থে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'যোগাদ্যা' কবিতার মারফত মাহাত্ম্য-কাহিনী বর্তমানে সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে।

শাস্ত্রগ্রন্থে এ নাম পরিচিত না হইলেও এই দেবীর লৌকিক প্রসিদ্ধি প্রচুর।

রঙ্কিণী—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ইঁহার নাম বহু স্থলে পাওয়া যায়—এখনও নানা স্থানে ইঁহার পূজা প্রচলিত। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৪১।১০৫-৮)

মেদিনীপুর জেলার অরঙ্গানগর পরগণার অন্তর্গত মালঝাউড় গ্রামে ও বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার মধ্যে রঙ্কিণী-মহুলা গ্রামে এখনও দেবীর পূজা উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চির মতে এই শব্দ রাকিণী নাম্নী যোগিনীর অপভ্রংশ (Indian Historical Quarterly, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯ পাদটীকা)। বর্তমান গ্রন্থে (পৃঃ ৫, ২২, ৩১) ও অন্যত্র (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪৭।১৪০) কালিকার নামান্তর হিসাবেও রঙ্কিণী দেবীর নাম পাওয়া যায়।

বিশালাক্ষী—ঘাটালে ও টিটাগড়ে বিশালাক্ষী নাম্নী দেবীর মন্দির এখনও প্রসিদ্ধ। তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীর পূজাপদ্ধতি নিরূপিত হইয়াছে। বাশুলী বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ হইতে পারে।

বটু—ইহা বটুকভৈরবের সংক্ষেপ হইতে পারে। বটুকভৈরবের পরিচয়,—

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্॥
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্।
দিগম্বরং কুমারীশ বটুকাখ্যং মহাবলম্॥
খট্বাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা॥
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলম্॥
আত্মবর্ণসমোপেতং সারমেয়সমন্বিতম্॥
—(বটুকভৈরবস্তব)

পৃঃ ৩০—**চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডে কৈলে নাশ**—

চণ্ডমুণ্ড বধের জন্যই দেবীর চামুণ্ডা নাম হয়।—
যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি॥
(মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য—৭।২৭)।

পৃঃ ৩১—**নারায়ণী, নন্দঘোষসুতা লক্ষ্মীরূপা**—পরমা শক্তি এক ও অদ্বিতীয়া—সাধারণ উপাসকের নিকট তিনি বিভিন্ন নামে ও রূপে পরিচিতা; বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লীলা সেই একই দেবীর। তাই, দেবীকে নারায়ণী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কূর্ম্মপুরাণে দেবীর সহস্রনামাধ্যায় দ্রষ্টব্য। (কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, দ্বাদশ অধ্যায়)।

পৃঃ ৫১—**জামাতা বিষ্ণুর সম কহে ধর্ম্মশাস্ত্রে**—

জামাতা শ্বশুরস্থানেঽপেক্ষতে পরমাদরম্।
বিষ্ণুং জামাতরং মত্বা শ্বশুরোঽপি সমাচরেৎ॥
—(বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৬।২৪)

পৃঃ ৫২—**কালিকার বর্ণনা**—

তন্ত্রসারে শ্যামাপ্রকরণের নিম্নলিখিত ধ্যানের সহিত এই বর্ণনার যথেষ্ট ঐক্য আছে—

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা।
খড়্গঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ম্॥
কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্ বামেন বিভ্রতী।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতী শিরসা স্বয়ম্॥
মুণ্ডমালাধরা শীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাম্।
বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা॥
কৃষ্ণবস্ত্রধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতা।
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্॥
বিলাপ্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানা শবং স্বয়ম্।
সাট্টহাসা মহাঘোররাবযুক্তা সুভীষণা॥
—(তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৪৯৪)

পৃ. ৫৬—**না করিল দিন ক্ষেণ না করিল পূজা**—

বামাচারিগণের পক্ষে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে দিন ক্ষণ ও শৌচাশৌচ বিচারের নিয়ম নাই।

পৃঃ ৫৭—**জাগরণ**—মঙ্গলকাব্যের অংশবিশেষ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশ জাগরণ এবং পূর্বাংশ পালাগীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এত দূরে পালাগীত হৈল সমাপন।
ইতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ॥
—(ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পরিষৎ-সংস্করণ, পৃঃ ২।১৭৬)[১]

আবার সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও জাগরণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে (শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪২০; শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৬)।

১। অন্নদামঙ্গলের অন্যত্রও পালা ও জাগরণের পার্থক্যের ইঙ্গিত করা হইয়াছে (ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পরিষৎ-সংস্করণ, ১।১২৮)।

শব্দসূচী

[শ. কো. = শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়-প্রণীত 'শব্দকোষ' ; ক. ক. চ = কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)]

অঙ্গবলি—অঙ্গোপহার, ৪৬, ৪৭
অপ্সরী—১৩, ৫৭

আউদুড়—আলুলায়িত, ('আদুড়', 'আউদড়' শ. কো.) ৩৯
আকুলি—আকুল, ২, ১০ (তুল° শোকাকুলি ৬১, ১০)
আগু—আগ, ৬০
আচম্বিত—হঠাৎ, ৫৭
আৎসাদিল—আচ্ছাদিত করিল, ২৫
আনল—অগ্নি, ৪৩
আরতি—নিয়োগ, আদেশ ৩৬ (তুল° ক. ক. চ)
আবাইয়া—আলুলায়িত হইয়া, ২৪
আসর—সভা, ১
আঁকুড়া—অঙ্কুশাকার পদার্থ, (তুল° পূর্ব্ববঙ্গ—আকড়া ; যথা—বেতের আকড়া, তিতৈলের আকডা ; 'আঁকুড়ী' ক. ক. চ. ১১৩) ২১

ইৎসা—ইচ্ছা, ১৫, ২২
ইথি—৮
ইথে—এখানে, ৬
ইথে—ইহাতে, ৪২
ইবে—এবে, এখন, ৫৬, ৬৬

উছটে—হোঁচটে, ১০
উছুর—(কৃত্তিবাসী উত্তরকাণ্ডে 'উচ্ছুর' ; 'দিনাবসানমুৎসুরঃ'—অভিধান-চিন্তামণি) ২০, ২২
উতরোল—চঞ্চল, ব্যস্ত, ৪৭
উতরোলি / উতরলী } -ব্যস্ত, ৫২, ৬৯
উদন—ওদন, খাদ্য, ৩৬
উধা—(শ. কো. 'উধাও'—উদ্ধাবন) ১২
উপজয়ে—উৎপন্ন হয়, ৭
উপাধাম—উপাধি (?) ৬৪
উপাম—উপমা, ১৮
উভ রড়ে—উর্দ্ধবেগে, ৪৭, ৬০
উভরায়—উর্দ্ধরবে, ৬০, ৬১
উভে—উর্দ্ধে, গভীরতায়, ৪৫
উরহ—আবির্ভূত হও, ১
উলে—নামে, ২৬, ৫৬

একু—একই, ৫৫, ৫৯
এড়িলেক—ছাড়িল, ১৭

কটোরা—মাটির বাটী, (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'কটোর') ২৮
কপাট—দ্বারাবরণকাষ্ঠ, প্রয়োগ—দুয়ারে কপাট দিয়া, কপাট দুয়ারে, ৩২, ৪৩ (তুল°—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—দিবা-বিহার ও মানভঙ্গ)
কনকবৌলি—কর্ণালঙ্কারবিশেষ, ২৬, ২৯
কবি—কবিতা, ৩৩, ৬৫
করিয়ে—করা হইতেছে, ২
কস্তুরী—পুষ্পভেদ, ২০
কাতি—কর্ত্তরিকা, ৩১
কামান—ধনুক, ১, ১৫, ২৪, ২৯
কায়বার—স্তুতি, ৬৭
কাহাল—বাদ্য-বিশেষ, ৭, ৫৭
কিয়া—ক্রিয়া, ফল, ৪৪ (তুল° ভারতচন্দ্র)
কুদীনা—অত্যন্তদীনা, ১৬
কুলবতী—কুলীন, কুলীনা, ৪৭, ৬৬
কুলুপ—৫২
কুলুপিয়া শঙ্খ—খিলান শাঁখা, ৪৩
°কূপ (মদনকূপ, মরণকূপ) ৬৪, ৬৫
কোদাবরী—কোবিদার (?), পুষ্পভেদ, ২০
ক্ষীরখণ্ড—৭, ১৭, ২২, ২৫
ক্ষীরোদবাস—বস্ত্রভেদ, (তুল° গোপীচন্দ্রের পাঁচালী—'খিরবলি কাপড়') ১৪, ২৯

°খণ্ড—পুরীখণ্ড—৮, ৫৭, ৬০
রাজ্যখণ্ড, ৫৭

খড়গি—খিড়কী, ('খড়কি' ক. ক. চ.) ২২
খাঁসি—খাইস, খাস, ৪০
খিনি—ক্ষীণ, ৪৯
খুন্সি—'মস্যাধার-লেখনী রাখিবার পেড়ী' শ. কো., ৬, ১৬
খাঁখার—কলঙ্ক, ৩৮

গণ্ডা—গণ্ডার, ৯
গরিসে—গ্রীষ্মে, ৩৯
গুড়ায়—গুটায়, ৪৩
গুড়াইয়া—গুটাইয়া, ২২
গুপত—গুপ্ত, ৫৯
গুপতে—গোপনে, ৫৫, ৫৬
গুলাল—বাবই তুলসী, ২০
গোঙায়—যাপন করে, ৩৬
গোপতে—গুপ্তভাবে, ৫৫
গোপথে—গুপ্তভাবে, ৪৫
গোপিনী—গোপী, ২৮, ৩০
গোসাঁনি—গোস্বামিনী, মাননীয়া, ৪
গোড়াইতে—নিকটবর্তী হইতে, ৪৭
গোড়াইয়া—নিকটবর্তী হইয়া, ৬০
গোড়ায়—নিকটবর্তী হয়, ৪৩
গোহা—গুহা, ৩৩

ঘরাঘরি—গড়াগড়ি, ১৫
ঘলঘষি—দ্রোণপুষ্প, ২০

চেয়াড়—'বাঁশের বাখারির মুখে ফলালাগান বাণ'—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী, ৫৬১ ; 'বংশত্বক্' শ. কো. ৪১

জগঝম্প—বাদ্য-বিশেষ (ক. ক. চ., ৯৫) ৭
জটা—পুষ্পভেদ, (ক. ক. চ., ১১০) ২০
জনু—যেন, ২৬
জবা—পুষ্পভেদ, ২০
জাল্যা—জালিয়া, জেলে, ধীবর, ৫৭
জিউকে—জীবনের, ৪৬
জিয়াব—বাঁচাব, ৬২
জিলে—বাঁচিলে, ৬২
জিহা—জিহ্বা, ৫৬
জিহি—জিহ্বা, ৬২
জীকু—জীবিত হউক, ১০
জুয়ায়—সঙ্গত হয়, ৪১
জ্ঞানহত—হতজ্ঞান, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ৫৭

ঝাড়াব—৩০
ঝাঝুরী—বাদ্য-বিশেষ, ২৮
ঝাটী—পুষ্পভেদ, ২০ (ক. ক. চ., ২৩২)
ঝাড়ি—গাড়ু, ৫৭
ঝায়া—ঝাড়, ৩২
ঝাঁট—সত্বর, ৫২, ৫৩, ৫৬
ঝাঁপয়ে—ঢাকে, ৩২
ঝাঁপে—ঢাকে, ৩৫
ঝাঁপি—ঢাকিয়া, ১৬
ঝি—কন্যা, ২৪

টাঙ্গন—ঘোটকভেদ, ৬১

ঠাকুর—প্রভু, ৪১
ঠার—ইঙ্গিত, ১৪

থি—তথায়, ২৯
তথির—তাহার, ১১, ২৫
তাড়—তাড়বালা, হস্তালঙ্কারবিশেষ, ১৪, ২৯
তাড়াতাড়ি—ধাওয়া, তাড়া (তুল° ভারতচন্দ্র) ৬৮
তুয়া—তোমার, ৪২, ৪৩, ৫৪
তুহ—তুমি, ৩৮
তেজে—ত্যাগ করে, ৬৪
তেরি—তোমার, ১
তোড়ানি—আমানি, ৭
ত্বরাত্বরি—তাড়াতাড়ি, ৯

দগর—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, 'মাটির ছোট নাগরা-বিশেষ' শ. কো. ১৮
দড়—দৃঢ়, ৩৯, ৫৮
দশনে কপাট—দাঁতকপাটি, ৪৭
দাদুর—তোলাপাড়, ['দাঁদাড়' শ. কো.] ৪৪
দামামা—বাদ্য-বিশেষ, 'বড় নাগরা' শ. কো. ১৮
দিঠে—দৃষ্টিতে, ৬৮

দুবুটী—পুষ্প-বিশেষ, ২০
দুহাঁকার—দুই জনের, ৬৪
দুহেঁ—দুই জনে, ৬৪
দেই—দেয়, ৪, ৭, ৫৩
দেকু—দিউক, ৫৪
দেহারা—দেবালয়, ৬০
দোথরী—দুই পংক্তি-বিশিষ্ট, ২৯
দোসর—সঙ্গী, ২, ৬৪
দোয়াণ্যা—দুই চালের সংযোগস্থল (?), ৪১

ধন্ধ—ধাঁধা, ১৯
ধেয়াইয়া—৪৬

নরসর—৬২
নহলি—নূতন, ২৬, ৪৯
নাথানোথা—লাথি প্রভৃতি, ৪৩
নানাবিধি—নানাবিধ, (তুল° বহুবিধি ৬৪) ৬২, ৬৩
নাভরা—খাদ্যদ্রব্য-বিশেষ, ('লাব্‌রা' ফরিদপুর, 'ঘ্যাঁট' পশ্চিম-বঙ্গ) ৭
নায়েক—১৪
*নিছনি—বরণ, ৬১
নিছে—নিক্ষেপ করে, ৬১
নিন্দ—নিদ্রা, ৩৯
নিন্দি—নিদ্রা, ৩৮
নিবড়িল—নির্বর্তিত হইল, সম্পন্ন হইল, ৩৫, ৫৭
নিবাড়িয়া—শেষ হইয়া, ৩৬
নিমিক—নিমেষ, ১৪
নিরক্ষয়—নিরীক্ষণ করে, ৩৭
নির্ম্মাইল—নির্ম্মাণ করিল, ৮, ১২
নিলয়া—নিলয়, ১৪
নিশান—চিহ্ন, ১০
নৃত্যকে—নৃত্য দ্বারা, ৬৫
নেহা—নহে, ২
নেহালয়ে—দেখে, ২৬
নেহালিল—দেখিল, ১০
নেহালী—নবমল্লিকা, ('নেআলী' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, 'নেয়ালী' ক. ক. চ.) ২০

পইছা—অলঙ্কার-বিশেষ, ('পোঁছচা' শ. কো.) ২৯
পক্ষ—পক্ষী, ৮, ১২, ১৩
পঞ্চপাত্র—পঞ্চ সভাসদ্‌, ৬০ (তুল° পঞ্চ পাত্রবর—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩২৪)
পদি—পোকা-বিশেষ, ৬৩ ('পদী' শ. কো.)
পদ্মচিনি—৭
পয়জার—পাদুকা, ৪৪
পরবন্দ—প্রবন্ধ, ঘটনা, ৬৫
পরমাদ—বিপদ্‌, ১০, ১৯, ৩৭, ৩৮
পরল—'চালের নিম্নে কাঁথের উপরিভাগ' শ. কো, ৪১
পরাণী—প্রাণ, ৬০
পলাকড়ি—পটোল (বরিশাল), ৭
পসারি—দোকানদার, ১৫
পাখ—ডানা, ১৩
পাখরিয়া—ঘোটকভেদ, (তুল° পাখর—পক্ষ-বিশিষ্ট অশ্ব, শ. কো.) ৪১
পাত্তি—পত্র, ২২
পাখালে—ধোয়, ৪
পাগে—পাগড়ীতে, ৪
পাচিল—পাঠাইল, ৪১
পালিগানি—দোহারের গেয় পদাংশ, ('পালিগান' কৃষ্ণকীর্ত্তন) ৪
পাশাসাড়ি—১২
পাশুলি—পদাঙ্গুলি-ভূষণ, (তুল° 'পাশলী' গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, শ. কো, 'পাসুল' ক. ক. চ. পৃ. ১৭৮) ২৯
পাঁচে—প্ররোচিত করে, ৫৪
পাচে—পাঠায়, ১০
পিউ—প্রিয়, ৪৬
পিকু—পিক, ৫৯
পীরিতে—প্রীতির জন্য, ৫৬, ৬৩
পুছে—জিজ্ঞাসা করে, ৪৪
পূজ্য—পূজা করিও, ৫৯
পেড়ি—প্যাঁটরা, ৪১
প্রবন্ধ—চেষ্টা, ৬৮
প্রতিআশ—প্রত্যাশা, ৩০

* প্রাচীন বাংলায় এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২।৫৩৩-৮।

প্রমাই—পরমায়ু, ৪১
প্রস্থাপ—প্রস্রাব, ৪১
প্রিয়া—প্রিয়, ৩৬, ৪৬

ফরমানি—বাদশাহের হুকুম, ৩১, (তুল° ফরমাণ)
ফুকরে—শব্দ করে, ৭, ৫৭
ফেনি—গুড় হইতে প্রস্তুত বাতাসাজাতীয় মিষ্টদ্রব্য, ২৫

বন্দোঁ—বন্দনা করি, ১, ২, ৩
বন্দোহু—বন্দনা করি, ৩
বয়ান—বদন, ১
বরদায়—বরদাতা, বরদাত্রী, ১১, ১৪, ৫৬
বরা—বরাহ, ২১
বলনি—গঠন, ২৪
বলয়া—বলয়, ১৪
বহুত—অনেক, ৬০
বাও—বাতাস, ৫৯
বাগ—বকফুল, ('বাক্‌সোনা', 'বাস্‌কোনা' বা 'বাগাসোনা'—পশ্চিমবঙ্গ) ২০
বাদ—বাধা, ৪২
বাদ—বিবাদ, ৬৮
বাণা—পতাকা, (তুল° ক. ক. চ.) ১২
বার—ভার, ৪১
বার—দরবার, সভা, ৪৭
বারা—ঘট (তুল° ক. ক. চ.), ৬;
বারিঘর—ঘরবার, ৩২
বালা—বালক, ২০, ৪৩, ৫৮
বাসে—ভালবাসে, ৩৬
বিকটন—৬৮
বিদগধ(দ)—বিদগ্ধ, ২০, ৩৬
বিদগধি(দি)—বিদগ্ধা, ২০, ৩৬
বিজয়ী—বিজিত, ৩৪
বিপত্তে—বিপদে, ৩৬
বিপত্তি—বিপত্তি, ৪৭
বিভা—বিবাহ, ৫৫
বিষম—বিপদ, ৩৭
বুদ্ধে—বুদ্ধিতে, ১৮

বুলয়ে—ভ্রমণ করে, ২
বুলে—ভ্রমণ করে, ঘোরে, ৮, ৯, ১০, ১৫, ৬৩
বেলা—পুষ্পভেদ, ২০
বেহা—বিবাহ, ৬৫
বৈস—বাস কর, ৫৪
ব্যাজ—বিলম্ব, ২২, ২৩
ব্রতের দাস—ভক্ত ৫৪ (তুল° ভারতচন্দ্র)

ভাগিনা—বোনপো, ২৩, ২৪, ২৫, ৪৩, ৪৪ (তুল° ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)
ভাণ্ডিয়া—ভাঁড়াইয়া, ৩৫
ভারাবতারণ—ভার লাঘবকারী, ৩, ২৬
ভিতে—দিকে, ১ (তুল° ভারতচন্দ্র ১।১২৯)
ভেটিল—সাক্ষাৎ করিল, ৪৮
ভেল—হইল, ৩৫, ৫০

মদনকড়ি—কর্ণভূষণবিশেষ, (তুল° গোপীচন্দ্রের পাঁচালি, পৃ. ৩৭৭) ২৮
মধুলুচি—খাদ্যদ্রব্য-বিশেষ, ৭
মরুয়া—গন্ধতুলসী, বাবই তুলসী, ২০
মাঝা—মধ্যদেশ, ৪৯
মাদল—বাদ্য-বিশেষ, ১৮
মালিয়ানী—মালিনী, ২২
মাহেষিয়া দধি—মাহিষ দধি, ২৫
মিলায়—বিলীন হয়, গলে, ১৭, ২৬
মুণ্ডিত—আবৃত, ৩৮
মেরি—আমার, ১
মেল—দল, সঙ্ঘ, ৪১
মেলি—মিলিত হইয়া, ৯৭

যাকু—যাউক, ৫৪
যোগপাটা—উত্তরীয় (তুল° গোপীচন্দ্রের পাঁচালি, ক. ক. চ., ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যোগপট্ট) ১

রঙ্গন—পুষ্পভেদ, ২০
রণপুর—বাদ্য-বিশেষ, ৪৬
রভস—হর্ষ, কেলিহর্ষ, ২২, ৫৫
রামকড়ি—কর্ণভূষণ-বিশেষ, (তুল° ক. ক. চ, ৫) ২৮

ছন্দ[১] ও রাগরাগিণীর সূচী

১। গ্রন্থ মধ্যে বিভিন্নপ্রকারের ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে (১, ৪, ৪৬)। কিন্তু তাহাদের নামোল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা	মূলের পাঠ	সংশোধন ও সংযোজন
১৮	তম্বুরু	তুম্বুরু
২১	মাতা বলে	[পিতা] বলে···
	কথো দিন	
২২	নাহি জানি কোন	নাহি জানি কোন [কথা]
২৪	কেশরিগঞ্জন	কেশরীগঞ্জন
৩৮	কুন্তিরাণী	
৩৯	পাদটীকা১ রুলসে হাতে	কলসে হাত······অপবাদ। —পূর্ববঙ্গপ্রচলিত প্রবাদ।
৪৫	ধর্ম্ম সাক্ষী সাক্ষী	ধর্ম্ম সাক্ষী [ধর্ম্ম]সাক্ষী
৫৫	আমার বাপের [প্রজা]	আমার বাপের [পূজা]
৫৯	বিদ্যাবলে	বিদ্যা বলে নিশ্চয়
	নিশ্চয় যাইবে	[যদি] যাইবে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

প্রত্যেক পুস্তক স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত ভূমিকা ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাহির হইতেছে।

'নীল-দর্পণ'	...	১৷৷৹
'সধবার একাদশী'	...	১।৹
'জামাই বারিক'	...	১।৹
'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো'	...	১।৹

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড—**অন্নদামঙ্গল**	...	৩৷৷৹
২য় খণ্ড—**বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী** প্রভৃতি	...	৫৲
পরিষদের সদস্য-পক্ষে দুই খণ্ড একত্রে	...	৭৲

বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মূল্য—(ক) সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ৩০৲। (খ) বিশিষ্ট সংস্করণ—নয় খণ্ডে বাঁধানো মূল্য ৩৬৲ (গ) রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশার্থ ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ নয় খণ্ডে উপহার দেওয়া হইবে।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

সমগ্র গ্রন্থাবলী—দুই খণ্ডে বাঁধানো মূল্য ১৬৷৹

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা